হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্র।

উপন্যাস।

বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের

মৃণালিনীর উপসংহার।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

নিত্যানন্দ পুস্তকালয়।

এস, কে, শীল এণ্ড এন, কে, শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

Printed by S. K Seal at the SEAL PRESS,
Calcutta...333 Upper Chitpor Road.

উপহার।

—০—

স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান,

দীনের আশ্রয়, বিপন্নের বন্ধু

আমার পরম হিতৈষী

কৃষ্ণনগর জর্জকোর্টের প্রধানতম উকীল

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

কর কমলে

এই গ্রন্থ আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত

সমর্পিত হইল।

শ্রীসু—

পূর্ব্বাভাষ।

বাঙ্গলার অমর ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী" নামক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের পর, এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে "মৃণালিনী" অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলাম।—সে কত অতীত দীনে মিশাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও—"কণ্টকে গড়িল বিধি, মৃণাল অধমে"র সেই সুউচ্চ সুর, সেই ভাব হৃদয়ে পাষাণ-রেখার মত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

তাহারিই পর অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে একটি স্বপ্ন-কল্পনায় এই গ্রন্থখানি লীপিবদ্ধ করি। কিন্তু মুদ্রিত করিতে কাহাকেও দিই নাই।—এখনও মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা ছিল না, কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পাঠান্তে যাহা লিখিত, তাহা আকাশ দেখিয়া পুকুর কাটা।

অতি সভয়ে এ স্থলে বলিতে পারি, ইতিহাসের হিসাবে ধরিতে গেলে,—বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনী প্রকৃত নহে। ইহা তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির, সামান্য ক্রীড়ণ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র আমার গুরুস্থানীয়। তাঁহার পদাঙ্ক রেখা অনুসরণেও এ গ্রন্থ লিখিত নহে—ইহা মৃণালিনীর পরে পাঠ করিলে, তাহার গল্পের পর আর একটুকু হইবে, এই মাত্র। বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর রাজরাজেশ্বরত্ব। তাঁহার চিত্র পাঠকের মনে একবার যে শক্তি বিকাশ করিয়াছে, তাহা আর বিলোপের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং নির্ভয়ে এই বিভিন্ন গল্পের অবতারণা করা গেল। যাঁহারা মনে করিবেন, আমি বঙ্কিম চিত্রিত চরিত্রের কোনরূপ বিকাশ করিতেছি, তাঁহারা এ পুস্তক পাঠ এই খানেই বন্ধ রাখিবেন।

প্রকাশকের একান্ত অনুরোধে এতৎগ্রন্থের পাণ্ডুলীপি তাঁহাকে প্রদান করিলাম।

অনন্তপুর
৩০শে চৈত্র। } শ্রীসু—

প্রথম খণ্ড।

হেমচন্দ্র।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাতায়নে।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক সুন্দরী যুবতী সান্ধ্য গগনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। গাছের পাতার উপর অস্তগামী সূর্য্যের চঞ্চল-লোহিত আভা কিরূপে ক্রমে জ্যোতিহীন হইতেছে,—পাখীগুলা নীলাকাশের নীচে কত দ্রুতভাবে ঘুরিতেছে—অত উচ্চ আকাশ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—তাহারা অতি ক্ষুদ্র, তাই চীৎকার করিতেছে—মেঘের সমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া আবার ভাসিয়া উঠিতেছে—যুবতী নিবিষ্ট মনে ইহাই দেখিতেছিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"দীদীমণি!"

যুবতী চমকিয়া উঠিল; পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল,—"পিয়ারী" পিয়ারীও যুবতী। তবে সে যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছে,—আশ্বিনের নদী; ভাটায় টান ধরিয়াছে।

পিয়ারী দেখিল, যুবতীর সেই কামমোহিনী সৌন্দর্য্যে কালি পড়িয়াছে। চূর্ণ-কুন্তল অনাদৃতভাবে মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই সদা প্রফুল্ল হাস্য-রস-সিক্ত ওষ্ঠাধর—নীরস ও শুষ্ক, ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত।

যুবতী সরিয়া আসিয়া পিয়ারীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বর্ষার নদীর রুদ্ধস্রোত কে যেন খুলিয়া দিল। সে স্রোত যেন বেগ মানিতে চায় না—রুদ্ধ হইতে চায় না—ফিরিতে চায় না। পিয়ারী বলিল,—

"এতদূর হইয়াছে, খবর দাও নাই কেন?"

এ কথার উত্তর নাই। আবার অশ্রুপ্রবাহ সেই কোমল গণ্ডস্থলের পথ আশ্রয় করিল। বর্ষাবারি-নিষিক্ত গোলাপের ন্যায় সেই মুখের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

পিয়ারী আশ্বস্তস্বরে বলিল,—

"ভুলিয়া যাও দীদীমণি! যাহা পাইবার নহে, তাহার জন্য শরীর পাত করিলে আর কি হইবে?"

যুবতী অনেকক্ষণ উদাস ভাবে অর্থশূন্য চাহনিতে পিয়ারীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সহিত বলিল,—

"ঐ সম্মুখস্থ নদীকে বলিয়া দাও, নদি! তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।"

পি। বুঝিলাম না, দীদীমণি! প্রবৃত্তি একবার ধাবিত হইলে, আর ফিরান যায় না,—এই নাকি?

যু। যদি তাহাই বলিয়া থাকি ?

পি। ভাল বল নাই,—প্রবৃত্তিকে সংযত করাই রমণীর কার্য্য; নতুবা রমণী রমণীই নহে। পৃথিবী বড় সহে,—তাই পৃথিবী রমণী।

যু। কিন্তু স্মৃতি যায় কৈ ?

পি। মানুষের বৃত্তি সমুদয়ই অনুশীলন সাপেক্ষ,—আমরা তাহাদিগকে যে প্রকারে অনুশীলন করিব, তাহারা তাহাই শিখিবে—করিবে।

যু। বুঝিয়াছি সই—তুমি বড় পণ্ডিতের বৌ,—বড় বড় পাকা কথা শিখিয়াছ, কিন্তু কাজে কথায় এক করা বড়ই শক্ত। যদি ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন বাড়ী না থাকেন, তবে বুঝিতে পারি!

পি। কিন্তু যদি যমরাজার জন্য আমার প্রাণ পাগল হয়, তবে আমার কি করা কর্ত্তব্য ?

যু। স্মৃতি যে মুছিতে পারে,—ভুলিতে পারে, তাহাকে আমি নমস্কার করি—কিন্তু মনে ভাবি, সে বুঝি সংসারের নহে, সে বুঝি বড় পাষাণ।

পি। কিন্তু পাইবার আশা কোথায় ? দগ্ধ স্মৃতি!

যু। দগ্ধ স্মৃতিরই যাতনা বেশী। আমাকে ভগিনীর মত উপদেশ দাও,—আমি কি করি। হেমচন্দ্রকে না পাইলে আমি বাঁচিতে পারিব না।

পি। বুঝি তোমার বাঁচিবার সম্ভাবনাও নাই।

যু। পাইবার কি কোন উপায় নাই ? রাজারা ত একাধিক বিবাহ করিয়া থাকেন।

পি। মৃণালিনীকে সপত্নী যন্ত্রণা দেওয়ার মত হেমচন্দ্র ভাল বাসেন না।

যু। তাঁহাদের সেবার্থে দাসীও ত রাখিয়া থাকেন।

পি। দাসী যে প্রভুর সমস্ত হৃদয়টুকু চুরি করিয়া ফেলিবে না, তাহার বিশ্বাস কোথায়?

যু। যে হৃদয় একবার একজনকে দান করা হইয়াছে, আর কি কেহ তাহা অপহরণ করিতে পারে?

পি। যদি সে সম্ভাবনা না থাকে, তবে কি বুঝিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছ?

যু। হইতেছি না দীদী—হইয়াছি।

পি। এখনও ফিরিয়া পড়।

যু। সাধ্য নাই—শুধু দেখিলেও ভাল থাকিব।

পি। দেখা দিবেন কেন?

যুবতী সজল নেত্রে গদগদ স্বরে বলিল, "দেখিবার অধিকার কাহার নাই? শুধু দেখিবার সাধে কে বাধা দিবে দীদী? আমি কেবল তাঁহাকে দেখিয়া, হৃদয়ে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিব।—ওকে দীদী? চুপ কর।"

তাঁহারা এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, অতি মধুরস্বরে কে গান গাইতেছে। স্বর অতি কোমল ও মর্ম্মস্পর্শী। গায়িকা গাহিতেছে,—

"ভাবিয়া শ্রীহরি, বলিয়া শ্রীহরি,
চল চল চল সহচরি!
নাচে প্রাণহরি ডাকিছে বাঁশরি
"রাধা রাধা রাধা" করি।"

যুবতী বলিল,—"কে গাহিতেছে, দীদী ?"

পি। বোধ হয়, শ্যামা হইবে। ডাকিব ?

যুবতী কোন কথা কহিল না। কথা তাহার কর্ণে গিয়াছে এমনও বোধ হইল না। সে বুঝি কি ভাবিতে বসিয়াছে। পিয়ারী ভাবিল, শ্যামাকে ডাকিয়া দুই একটা গান শুনাইলেও ইহার চিত্তের কতকটা ভার কমিয়া যাইতে পারে। গানে মানুষের অর্দ্ধেক যাতনা বিদূরিত হয়। পিয়ারী উঠিয়া গিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া আনিল।

সে দিন শুক্লপক্ষের নিশি। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাগ্দিগ্‌ভাগে চন্দ্রদেবের উদয় হইয়াছে,—উন্মুক্ত বাতায়ণ-পথ-প্রবিষ্ট শ্বেত শুভ্র মর্ম্মরের চূর্ণীকৃত চন্দ্রিমোদ্ভাসিত শীতল আলোক আর তাহার মধ্যে সেই স্বপ্নরাজ্যের উপান্তস্থিত—সুন্দরীদের সুন্দর মুখ! যেন বাসন্তী প্রভাতের মৃদুমলয় সঞ্চারে প্রস্ফুটিত অর্দ্ধ উন্মেষিত পুষ্পকলিকাগুলি পান্থ হৃদয়োন্মাদে নিরত রহিয়াছে।

পিয়ারী যাহাকে ডাকিয়া আনিল, সে—পূর্ণ যুবতী—অতি সুন্দরী। পোষাক দেখিলে দাসীর মত বোধ হয়, কিন্তু রূপ দেখিলে রাজরাণীরও আসন টলিয়া উঠে। একটি স্নিগ্ধ শ্রী একটি শান্তি লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। তাহার দেহায়বয়ব দেখিয়া বয়স ঠিককরা শক্ত। শরীরটি বিকশিত, কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে এখনও নিজের নিকট সে সংবাদটি তাহার পৌঁছায় নাই।

তাহার নাম শ্যামা। শ্যামা বলে তাহারা জাতিতে কায়স্থ। কিন্তু প্রমাণের অভাব—কারণ শ্যামার পিতামাতার কৌলিকতত্ত্ব

বা আবাস স্থান কেহই পরিজ্ঞাত নহে। নৌকায় করিয়া তাহার পিতামাতার সহিত সে কোথায় যাইতেছিল, পথে নৌকা জলমগ্ন হয়, সকলেই তাহাতে সলিলগর্ভে নিমগ্ন হয়। যাহার পরমায়ু ছিল, সে নিমজ্জমান হইয়াও রক্ষা পাইয়াছে,—শ্যামাও পাইয়াছিল, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। ভাগ্যচক্র যাহাকে যে দিকে চালিত করিয়াছে, সে সেই দিকে গিয়াছে। শ্যামা যে বাড়ীতে আছে, সেই বাটীর যিনি কর্ত্তা তিনি সেইদিন নৌকায় আসিতেছিলেন, নদীকিনারে মুমূর্ষু শ্যামাকে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া আইসেন। তখন শ্যামার বয়স একাদশ বর্ষের উপরে নহে। পরে শ্যামার নির্দ্দেশমতে তাহার পিতার সন্ধান করা হইয়াছিল,—কোথাও সে সন্ধান মিলে নাই।

পিয়ারী তাহাকে বলিল,—"গান গাও।"

শ্যামা হাসিয়া বলিল,—"গানত গাহিতেছিলাম।"

পি। আমাদের এখানে বসিয়া গাও।

শ্যা। তিলোত্তমা কথা কহিতেছে না কেন ?

পি। সকলেই কি কথা কহে। একজনেই কহে। তুমি গান গাও।

শ্যা। কি গাহিব ?

পি। যাচ্ছা ভাল হয়।

শ্যা। আমার ভাল না:তোমাদের ভাল ?

পি। আচ্ছা তোমার ভালই গাও।

শ্যামা গাহিতে আরম্ভ করিল—

"মন্দ সমীরণ নাচত যমুনা
গাহত কুসুম—রে।

যুবতী বলিল; "ও :কি গান? তখন যাহা গাহিতেছিলে, তাহাই গাও।"

গায়িকা পিয়ারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"বলিলেই হইত, তোমাদের ভাল। ভাল এখন গাহিতেছি।"

শ্যামার কোমলকণ্ঠনিঃসৃত স্বরলহরীতে গীত হইতে লাগিল—

"ভাবিয়া শ্রীহরি, বলিয়া শ্রীহরি,
চল চল চল সহচরি!
নাচে প্রাণহরি, ডাকিছে বাঁশরি,
"রাধা রাধা রাধা" করি!
তার প্রেমে সাধা, তার প্রেমে বাঁধা,
আধা বাধা রাধা মানে কি?
প্রেমের ভিখারী, আমি ব্রজনারী,
ভয়-লাজ-সেগো জানে কি?
কুলকারাগারে, পড়ি একধারে,
আর কি থাকিতে পারি?
না হয় রুষিবে, না হয় দূষিবে,
নিন্দা ছলময়ী নারী!
শ্যামের সোহাগ, শ্যাম অনুরাগ,
প্রাণেতে তনুতে জড়াতে,—
নিজে দিব ধরা, চল্ চল্ ত্বরা,
হরির শ্রীমুখ স্মরি।"

গানের স্বরলহরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া গীত হইয়া নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। গায়িকা বলিল। "তবে আমি যাই?"

পিয়ারী বলিল, "কোথায় যাবে ?"

শ্যা। শ্যামানুসন্ধানে।

পি। তোমার শ্যাম কোথায় পোড়ারমুখী ?

শ্যামা গাহিতে গাহিতে চলিল,—

"চাঁদের সহিত সখি আমার প্রণয় রে।
সুধু সে চাঁদের সুধা হৃদয়-পিয়াসা রে।
আকাশেতে চাঁদ বসি, আমি ছার মর্ত্ত্যবাসী,
তবু বড় ভালবাসি, দেখতে তাই ধাইরে॥

যুবতী পিয়ারীর গলা ধরিয়া বলিল,

"দীদী, উহাকে ফিরাও। শুনি উহার প্রাণের ভিতর কি জ্বালা জ্বলিতেছে,—উহার আকাশের চাঁদ খানি কোথায় থাকে ?"

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের ন্যায় পিয়ারী হাসিয়া উঠিল। বলিল, "নিজের শ্যামচাঁদের বাঁশীরতানেই আকুল,—আবার পরের চাঁদে প্রয়োজন কি ?"

যুবতীর ক্লিষ্ট-কম্পিতাধরে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা প্রস্ফুটিত হইল। সে বলিল,

"শুনিইনা কেন! আহা, প্রেমের জ্বালা—

পিয়ারী বাধা দিয়া বলিল,

"ও পাগল! ওকে আর ডাকিয়া কাজ নাই। আর প্রেমের অত জ্বালাতেও কাজ নাই।"

যু। তুমি কখনও জ্বল নাই, তাই—

পি। মন জ্বলে নাই—কিন্তু দেহ জ্বলিয়াছে।

যু। মর।

পি। আগে প্রেমের জ্বালাময়ী শ্রীমতীকে তমালের ডালে ঝুলাইয়া তবে বৃন্দা মরিবে।

যু। এখন তামাসা রাখ—আসল কথার কি তাহাই বল। হেমচন্দ্র ভিন্ন আমি বাঁচিব না।

পি। তবে মরিও।

বাহির হইতে শ্যামা গাহিতেছিল—

"কানুগুণ চিন্তনে, নিদ নাহি লোচনে,
উদবেগে তনু ভেল ক্ষীণ।
কাঞ্চন বরণ, কালীসম ভৈ গেল,
বিলাপ করিয়া নিশি দিন।
সখি—রে, নিদারুণ বেয়াধি,—
দিনে দিনে বাঢ়ল, রাই তনু জারল,
ভেদল অন্তর সাধি॥
অতি উনমাদে, মোহিত ঘন ঘন,
না জানি কি হইবে নিদান।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নূতন রাজ্য—মাগধনগরী।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূল ভাগ যে ভীষণ অরণ্যে আচ্ছাদিত, তাহার নাম সুন্দরবন। এই ভূভাগ ভাগীরথীর বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাখানদী দ্বারা অবচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এইস্থান

জোয়ারের সময় যখন জলমগ্ন থাকে, তখন হটাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্র গর্ত্ত হইতে একটি প্রকাণ্ড অরণ্য উত্থিত হইয়াছে। উপরে যে শাখানদী গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, নৌকাযোগে তাহার কোনওটির মধ্যে প্রবেশ করিলে চতুর্দ্দিকে কেবল লম্বা লম্বা ঘাস ও বড় বড় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শাখায় শাখায় প্রকাণ্ড সর্পাকৃতি লতা রজ্জু সকল জড়াইয়া রহিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ ; মধ্যে মধ্যে কেবল সহিষ্ণুতার অবতার স্বরূপ দুই একটি বক চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট দুই একটি মাছরাঙ্গা জীবিকা সংগ্রহের জন্য ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র সজীবতার পরিচয় দেয় ; কখনও কখনও বা সুদূর অরণ্যগর্ত্ত হইতে আগত নানাপ্রকার অদ্ভুত অস্পষ্ট ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয় নানারূপ কল্পনাও ভয়ে আন্দোলিত হইতে থাকে।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর উপকূলভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় দুইশত মাইল;—তাহার পশ্চিমাংশ ঘন বৃক্ষাবলী সমাচ্ছন্ন ;- কিন্তু ইহার পূর্ব্বাংশ বৃক্ষহীন জলাভূমি মাত্র।

এই পশ্চিমাংশের একটি স্থলকে কয়েক বৎসরের ঐকান্তিক চেষ্টায় একটি রাজধানীতে পরিণত করা হইয়াছে। যিনি করিয়াছেন, তিনি মগধের রাজপুত্র। রাজধানীর নাম হইয়াছে, মাগধনগরী। বর্ত্তমানে তাহার সে নামের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজি তাঁহার শুভ গ্রহের সুসময়ে, আর বাঙ্গলার বিঘ্নপ্রসূ শনির প্রকোপকালে বঙ্গে পদার্পণ করিয়া মগধের রাজাকে সংহারপূর্ব্বক মগধরাজ্য হস্তগত করেন। মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র তখন স্বরাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন

তীর্থ দর্শনে মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার অন্যতমধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র এক শ্রেষ্ঠির সুন্দরী ও যুবতী কন্যা মৃণালিনীর গুণে ও রূপে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গোপনে বিবাহ করত তাহার প্রেমোন্মাদনায় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। হেমচন্দ্র বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁহার বাহুতে অজেয় শক্তি, হৃদয়ে ক্ষত্রিয়সুলভ সাহস ও ধৈর্য্য। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য তাঁহাকে চিনিতেন, তিনিই তাঁহার দ্বারা বঙ্গরাজ্য উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। গৌড়াধিপতি তখন নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হয়েন, এবং শীঘ্রই বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপাক্রমণ সম্ভাবনায় তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্রের পরিচয় দিয়া তাঁহার বাহুবল জ্ঞাপন করেন, এবং বঙ্গদেশের অনেক নরপতিকেও তিনি এই যুদ্ধার্থে আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল, গৌড়দেশের সৌভাগ্য শশী চিরদিনের জন্য রাহুগ্রস্থ হইলেন। রাজা বৃদ্ধ ও অপদার্থ গৌড়দেশের ধর্ম্মাধিকার পশুপতি রাজ্যলোভে প্রতারিত হইয়া দামোদর শর্ম্মাকে দিয়া মিথ্যা শাস্ত্রবাক্য শুনাইয়া রাজাকে পলায়ন করিতে উপদেশ প্রদান করিল। রাজা তুরকের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই মুখের গ্রাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাণীর হস্ত ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণও পশুপতির আজ্ঞায় অস্ত্রধারণ করিল না, বিনা যুদ্ধে সপ্তদশটি মুসলমানে বঙ্গজয় করিয়া লইল। বঙ্গদেশের ভাগ্যে বুঝি বিধাতা কখনও সম্মুখ সমরের পরাজয় লেখেন নাই।

একা হেমচন্দ্র আর কি করিতে পারিবেন! বহুলোকের

আর কোন উপায় নাই জানিয়া তদীয় গুরুদেব মাধবাচার্য্য তাঁহাকে দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে রাজ্য সংস্থাপন করিতে অনুমতি করেন। তদীয় আজ্ঞানুসারে হেমচন্দ্র সুন্দরবনের পশ্চিমভাগে মাগধনগর নাম দিয়া এই নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। যবনদিগের হিন্দুদ্বেষিতায় পীড়িত ও তাঁহাদিগের অত্যাচারে একান্ত অত্যাচারিত হইয়া অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ ভদ্রলোক হেমচন্দ্রের নূতন রাজধানী মাগধনগরীতে আসিয়া বসতি আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সত্বরেই সে স্থান জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে হেমচন্দ্র দুর্গ, পরিখা ও বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের পরিনীতা পত্নী মৃণালিনী তাঁহার রাজপুরীর শোভা ও হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ভৃত্যদিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের পরিচর্য্যাও রসিকতায় চিত্তবিনোদন করিত, এবং তদীয় যুবতীভার্য্যা গিরিজায়া মৃনালিনীর দাসী হইলেও অনেক সময়ে রহস্যে ও গানে তাঁহার চিত্তরঞ্জন করিত। গানে ও রসিকতায় গিরিজায়া বড় প্রখ্যাতা—তাহা বিধাতা তাহাকে যে ভাবে এ শক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়।

মৃণালিনী যখন গৌড়নগরে বড় দুরবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, তখন হৃষীকেশ শর্ম্মার কন্যা মনিমালিনী তাহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন ও দুঃখের অশ্রু বিমোচনে সদত যত্নশীলা ছিলেন, সময় পাইয়া মণিমালিনীকে মগধনগরীতে আনাইয়াছিলেন। তিনি রাজপুরী মধ্যে মৃণালিনীর সখীস্বরূপ বাস করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরাহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মণিমালিনী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও

সরলা,—তাহার স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সৎব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

বঙ্গদেশ যখন অত্যাচারীর পদতলে দলিত হইতেছিল, তখন হেমচন্দ্র এই বনভূমি কর্ত্তন করিয়া, ক্ষুদ্র একটি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনানন্তর তথায় স্থিরদীপ্তি নক্ষত্রের ন্যায় চতুর্দ্দিকে শান্তোজ্জ্বল কিরণ ধারা বর্ষণ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:o:—

পাগ্‌লী—অভিসারিকা।

রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী নামক এক ধনবান গৃহস্থ যবনাত্যাচারে হেমচন্দ্রের নব সংস্থাপিত মাগধনগরীতে আসিয়া বসতি করিতেছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাটীর সম্মুখে দুই তিনটা পুষ্করিণী খোদিত করিয়াছেন। চতুঃপার্শ্বে আম্র পনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষ এবং সেঁউতি শেফালিকা প্রভৃতি ফুল বৃক্ষ সকল রোপিত করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার বাড়ীটি অতি সুন্দর ও সুরম্য অট্টালিকাময়ী। রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী একজন বিখ্যাত ধনবান।

রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর দুইপুত্র ও এককন্যা। কন্যার নাম

তিলোত্তমা। তিলোত্তমা যুবতী—পূর্ণেন্দুকরোজ্জ্বল-প্রফুল্ল-কুমুদিনীবৎ অতীব সুন্দরী। তিলোত্তমা যোড়শী,—কিন্তু আজও তাহার বিবাহ হয় নাই।

বেলা দ্বিপ্রহর। আকাশে বসিয়া নলিনীনাথ আপন মনে কর বর্ষণ করিতেছেন। তদীয় তাপে উত্তপ্ত হইয়া পৃথিবী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

তিলোত্তমা নিজ সুরম্য প্রকোষ্ঠে বসিয়া কি ভাবিতেছিল, এমন সময় তথায় পিয়ারী আগমন করিল। পিয়ারীর আসল নামটা বোধহয় প্যারিসুন্দরী, অথবা এমনই কিছু একটা হইবে—কিন্তু লোকে পিয়ারী বলিয়াই ডাকিত। আমরাও তাহাই বলিয়া উল্লেখ কারলাম। পিয়ারী আসিয়া পালঙ্কোপরি তিলোত্তমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার গণ্ড টীপিয়া বলিল,—

"ভেবে ভেবে কি মরবে সখি?"

তি। মরণ কি আছে!

পি। কেন এমন হ'লে সখি?

তি। কেন হ'লাম জাননা?—যমের বাড়ী যাব ব'লে।

পি। সে পথে যাইতে অত ভাবিতে হয় না। কিন্তু যে মজিয়াছে,—সে মরিতে পারে না।

তিলোত্তমাও তাহাই ভাবিল,—ভাবিল যে মজিয়াছে সে মরিতে পারে না। মরিলেত আর তাহাকে দেখা যায় না।

পি। আচ্ছা সখি,—তোমারত বয়স হইয়াছে, এতদিন তোমার পিতা তোমার বিবাহ দেন নাই কেন?

তি। তাহা হইলে কি হইত?

পি। তাহা হইলে আজি এমন করিয়া মরিতে বসিতে না।

তি। বিবাহ দেন নাই,—নানা কারণে।

পি। আমি কিছু কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

তি। আমরা যখন নবদ্বীপে ছিলাম,—তখন শান্তশীল নামক এক যুবকের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়।

পি। শান্তশীল কি কার্য্য করিতেন?

তি। তিনি রাজকীয় কর্ম্মচারী ছিলেন,—তিনি প্রধান চৌরোদ্ধরণিকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বয়স তখন পঞ্চবিংশতিবর্ষ হইবে।

পি। সে বিবাহ হইল না কেন?

তি। বিবাহ হইবে স্থির হইতেছে—এই সময় নবদ্বীপে মুসলমানাক্রমণ হইল। নবদ্বীপে শনির দৃষ্টি পড়িল—যে যেখানে পাইল পলাইল, আমরাও পলাইয়া আসিলাম। কাজেই আর বিবাহ হইল না।

পি। শান্তশীল এখন কোথায় আছেন জান?

তি। শুনিয়াছি তিনি মুসলমানদিগের নিকট উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনি মুসলমানের সেনা বিভাগে প্রবেশ করিয়া হিন্দুদ্বেষিতায় মনঃপ্রাণ সমর্পিত করিয়াছেন।

পি। তুমি শান্তশীলের সহিত বিবাহ হইলে সুখী হইতে?

তি। জানিনা সুখী কি দুঃখী হইতাম। তখন আমার বয়স একাদশের উপরে হইবে না। আর তখন হেমচন্দ্রকে দেখিয়াও মজি নাই।

পি। এখন শান্তশীলকে পাইলে বিবাহ করিতে পার?

দর্পিতা সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া তিলোত্তমা বলিল,

"যে হিন্দু হইয়া হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে, যে হিন্দু হইয়া হিন্দুর আরাধ্য দেবতা—হিন্দুর আরাধ্য দেবতার মন্দির চূর্ণ করিতেছে, সন্তান হইয়া মায়ের চরণে শৃঙ্খল পরাইতেছে—হিন্দুকন্যা হইয়া তাহাকে ভালবাসিব!"

পি। নতুবা পারিতে?

তি। না।

পি। কেন?

তি। একদিন ত বলিয়াছি,—একবার ভাল বাসিলে আর কি ভোলা যায়!

পি। তোমার দুঃখে আমি বড় দুঃখিতা,—কেননা, হেমচন্দ্রকে পাইবার কোন উপায় নাই। আমি চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি।

তিলোত্তমা তাঁহার দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া এই কথা শ্রবণ করিল। অনেকক্ষণ সে কথা কহিল না,—বুঝি কথা কহিতে সে পারিল না। অনেকক্ষণ সেইরূপ অবস্থাতে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল,

"সখি! তুমি কি চেষ্টা করিয়াছিলে?"

পি। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া প্রস্তাব করাইয়াছিলাম!

ব্রীড়াবনতমুখে তিলোত্তমা বলিল,

"ছি!—ইহা করিতে তোমায় কে বলিল!"

পি। তোমার ঐ মলিনমুখখানিই আমাকে এই কার্য্যে অনুরোধ করিয়াছিল।

তি। তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিয়াছ। কিন্তু আমার বড় লজ্জা করিতেছে। হেমচন্দ্র আমায় না জানি কি ভাবিয়াছেন।

পি। বালাই দেখ! ন্যায়রত্ন মহাশয় কি না বলিয়াছেন যে, তিলোত্তমা তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে চক্ষুর মাথা খেয়েছে—তুমি তাহাকে বিবাহ কর—সে দৌত্যকার্য্যে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। মরণ আর কি!

তি। তবে কি বলিয়াছেন?

পি। বলিয়াছেন—শ্যাম; তোমা বিহনে রাই আমাদের শয্যাধরা।

তি। তামাসা রাখ, বল—আমার বড় লজ্জা করিতেছে।

পি। আসল কথা,—কি কথা বার্ত্তা হইল,—কিরূপে তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন, তাহাই শ্রবণ করা।

তি। তবে তুমি বলিও না।

পি। বলি শোন,—আমি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তোমার কথা বলিয়া বলিলাম, একবার এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেখ তিনিও স্বীকৃত হইয়া রাজপুরোহিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে রাজার নিকট প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করেন,—অবশ্য তাহাতে তোমার বিকারগ্রস্থের কোন কথারই উল্লেখ ছিল না।

তি। তার পর,—

পি। তার পর তিনি বলিলেন,—আমার প্রাণ টুকু সমস্তই মৃণালিনীতে সমর্পিত হইয়াছে। কেন অন্য একটি কুলবালার জ্বালার কারণ হইব।

তি। তুমি যদি নিজে প্রস্তাবকারিণী হইতে তবে হয়ত ইহার উত্তর দিতে পারিতে।

পি। কি উত্তর দিতাম?

তি। মরণ,—যেন মেয়ে মানুষ নন!

পি। বুঝিয়াছি—স্ত্রী জাতি কেবল ভালবাসা পাইবার জন্য ভালবাসে না,—ভালবাসিলে ভাল থাকে এই জন্য ভালবাসে।

তি। তারপর?

পি। তাহারপর দুই পণ্ডিতে মিলিয়া হিন্দু রাজাদের বহুবিবাহের কথার উল্লেখ করিলেন।

তি। তাহাতে তিনি কি বলিলেন?

পি। তিনি?—রাজা তোমার তিনি হইলেন না কি?

তি। ভুলিয়া বলিয়াছি সখি!—কিন্তু জীবনে মরণে হেমচন্দ্র আমার।

পি। তাহাতে রাজা বলিলেন,—আমা হইতে হয়ত তাঁহাদের প্রেমের প্রস্রবণ অধিক ছিল, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র প্রেম এতটুকু,—বুঝি তাহাতে মৃণালিনীকে সন্তুষ্ট করিতে পারি না।

তিলোত্তমা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার আয়ত-লোচন যুগল জলভারে স্ফীত হইল,—যেন বারিগর্ব্বানীলকাদম্বিনীর বিকাশ হইল। লোহিত অধর আরও লাল এবং কম্পিত হইল। পিয়ারী তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখানুভব করিতে লাগিল। উভয়ের কেহই অনেকক্ষণ কথা কহিল না। আকাশ নিস্তব্ধ—গৃহ নিস্তব্ধ। রমণীদ্বয় নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে পিয়ারী সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল,

"সখি! কোন উপায় কি নাই?"

দৃঢ়তার স্বরে তিলোত্তমা বলিল, "কেন নাই?"

পি। কি আছে?

তি। আমি মরিব।

পি। সে কি তিলোত্তমা?

তি। নতুবা অন্য উপায় আর নাই।

পি। কখনও এমন কাজ করিও না। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া লোকেত বাঁচিয়া থাকে,—তাহারা বাঁচে কিসে? মৃত পতির ধ্যান করিয়া—তুমিও না হয় আজীবন রাজার রূপ ধ্যান করিয়া কাটাইয়া দিও, আত্মহত্যা মহাপাপ।

তিলোত্তমা বলিল, "তাহাই হইবে।"

পি। মরিবে না ত—"

তি। না—"

এদিকে দিবাবসান সূচক বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় পিয়ারী বলিল, "আমি তবে এখন গৃহে গমন করিলাম,—কিন্তু কোন কাজ আমায় না জিজ্ঞাসা করিয়া করিও না। একে তুমি বালিকা, তাহাতে বড় কাতরা হইয়াছ।"

তি। যাবে, যদি শ্যামাকে পথে পাও পাঠাইয়া দিও।

"আচ্ছা"

এই কথা বলিয়া পিয়ারী উঠিয়া গেল। বাটীর বাহির হইতেই শ্যামার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। শ্যামা যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। শ্যামাকে লোকে পাগল বলিয়াই জানিত—তাহার গমনে ভ্রমণে কেহ কোন প্রকারে বাধা দিত না। পিয়ারী শ্যামাকে বলিল, "শ্যামা! তিলোত্তমা তোকে একবার যাইতে বলিয়াছে—এখনই যা।"

শ্যামা বিনা বাক্য ব্যয়ে গাহিতে গাহিতে চলিল,

"তোমা বিনা মোর, সকল আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি,

যে দিনে না দেখি, ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি।"

তিলোত্তমা অত্যন্ত গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিল,—শ্যামার গান তাহার চিন্তাতরঙ্গের রোধ করিল। শ্যামাকে আদরে পার্শ্বে বসাইয়া বলিল, "শ্যামা—তুই কি পাগল?"

শ্যামা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি আর থামে না?

তিলোত্তমা বলিল, "তুই কিসের পাগল শ্যামা? তোর প্রাণে কি আমারই মত একটা আগুণ জ্বলে শ্যামা—আমার কাছে গোপন করিস্ না, আমার কাছে মিথ্যা বলিস্ না।"

শ্যামার হাসি তবুও থামিল না। কিন্তু তিলোত্তমা চাহিয়া দেখিল,—হাসিতে হাসিতে তাহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে,—তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ম্লান মুখে, সেই জলভারাকীর্ণ আয়ত লোচনে তিলোত্তমা তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। মনে মনে বলিল,—তোমায় চিনিতে পারিয়াছি শ্যামা,—সেই জন্যই আমার এই দুঃসময়ে তোমার শরণ লইয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "শ্যামা! আমি এক বিপদে পড়িয়া তোমায় ডাকিয়াছি

হাসির গতিরোধ করিয়া শ্যামা কহিল, "প্রেমে মজিয়াছ?"

তি। তদ্ভিন্ন কি আর বিপদ নাই।

শ্যা। না।

তি। কেন?

শ্যা। অবলার আর কি ভয়?

তি। কেন, আহার, বাসস্থান—দস্যুতস্করাদি।

শ্যা। ঐ তুফাণময়ী নদী আছে, বাজারে বিষ আছে—কিসের ভয়—কিসের বিপদ!

তি। তবে শোন, আমি মরিয়াছি। প্রেমে মজিয়াছি।

শ্যা। তুমি ত অবিবাহিতা—তাহাকে বিবাহ কর। আমি ঘটক হইব।

তি। সে আশা নাই।

শ্যা। কিছুতেই না।

তি। না।

শ্যা। তবে মর।

তি। কিন্তু মরিবার আগে একবার দেখিব।

শ্যা। সুবিধা আছে?

তি। বড় নহে।

শ্যা। কে সে?—আমি দেখাইব।

তি। মহারাজা হেমচন্দ্র।

শ্যা। আজিই দেখাইব—রাজা আজি নন্দনাবাসে আছেন।

তি। শুনিয়াছি, তিনি নাকি কি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন,—তাই তাহার নদী উপকুলস্থ নন্দনাবাসে আছেন।

শ্যা। হাঁ—তাই। আগামী কল্য পূর্ণাহুতি দিয়া পুরীতে গমন করিবেন। আজিই আমার সঙ্গে চল—দেখা করাইব।

তি। এই রাত্রেই।

শ্যা। হাঁ। ভয় করে না কি?

তি। গৃহস্থের মেয়ে—শুধু তুমি আর আমি।

পি। আর তোমার প্রেম!

তি। কিন্তু যদি তিনি ইহাতে মনে কিছু ভাবেন!

শ্যা। তোমার কি ক্ষতি?—তুমি দেখিতে গিয়াছ, দেখা পাইলেই হইল।

তিলোত্তমাও তাহাই ভাবিল। একবার দেখিব। না দেখিলে বাঁচিব না। শ্যামার সহিত সেই পরামর্শই স্থির হইল। একটু ভারি রাত্রির জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যামা বসিয়া বসিয়া গাহিতে লাগিল,—

"উন্মাদিনী রাধা ধায় শ্যাম-দরশনে রে!
আয় আয় সহচরি দেখিগে মিলন রে।
অন্ধকারে পথ ঘেরা, হই হব কুল হারা।
অকূল কাণ্ডারী হরির পাব দরশন রে।"

গান শুনিয়া কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া তিলোত্তমা তাহাকে সে গান গাহিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যাইতেছিল,—কিন্তু সে পাগল তাহা শুনিল না, সে যেমন উদাস ভাবে গাহিতেছিল, তেমনই গাহিতে লাগিল। তিলোত্তমার নিষেধ শক্তি অধিকক্ষণ থাকিল না। সে ক্রমেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে রাত্রিও ক্রমে মধ্যযামে পদার্পণ করিল।

শ্যামা বলিল,

"চল যাই যমুনাতীরে এতক্ষণ শ্যামচাঁদ আসিয়াছে।"

সেই কক্ষের দীপ নিবাইয়া, দুইজনে সেই অন্ধকার বেষ্টিত—প্রকাণ্ডপুরীর দরদালান অতিক্রম করিয়া, সোপানশ্রেণী অবলম্বনে বাহিরে আসিল।

উপরে উন্মুক্ত—সুনীল আকাশ। সুনীল আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলন্ত নক্ষত্র। আশে পাশে পুষ্পকাননের আধফুটন্ত কলিকাগুলির স্বল্প সুগন্ধময় মুক্ত বাতাস। বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে অধেঃ ঘোর অন্ধকার। সেই অন্ধকার শ্রেণী মথিত করিয়া দুইজনে পুরীত্যাগ করিয়া চলিল। এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস—সেই আকুল হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উঠিয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল!

তিলোত্তমা অগ্রে—শ্যামা পশ্চাতে—উভয়েই নির্ব্বাক। বাগান ঘুরিয়া তিন চারি রশি পথ অতিক্রম করিয়া গিয়া একটা ক্ষুদ্র নদী—নদীতে দেড় হস্ত পরিমিত জল, সেই নদীর অপর পার্শ্বে রাজা হেমচন্দ্রের নন্দনাবাস নামক সুরম্য অট্টালিকাময়ী উদ্যান।

তিলোত্তমা চমকিয়া উঠিল। অতিমৃদুস্বরে শ্যামাকে বলিল, "শ্যামা আর কতদূর?"

শ্যা। ভয় করিতেছে?

তি। এই মাত্র শুষ্কপত্রের উপর পদশব্দ শুনা গেল।

শ্যা। তোমার অভিসার জন্য শিয়াল কুকুরগুলাও কি চলা ফেরা বন্ধ করিবে!

ততক্ষণ উভয়ে চলিয়া নদীসৈকতে গেল। জলে নামিয়া নদীপার হইবে,—সুন্দরীর সেই রক্তোৎফুল্ল সুন্দর চরণতলে ক্ষুদ্রনদীর তটভূমির কর্দ্দম মাখা হইয়া সহসা গতি শূন্য হইল।

একজন মুসলমান পুরুষ ক্ষিপ্র গতিতে তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। তিলোত্তমা সেই কর্দ্দমবিলিপ্ত—রক্তরাগময়—

গতিশূন্য পা দুইখানি সরাইয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া সেই মুসলমান সৈনিকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিক্ষেপ করিল। পদতলে সহসা ভীমকায় কৃষ্ণসর্প দেখিলে পান্থ যেমন চমকিত হয়, তিলোত্তমা সেইরূপ চমকিয়া উঠিল।

কিন্তু মুসলমান সৈনিক তাহাদিগকে যে দেখিয়াছে, এমনও বোধ হইল না—সে তড়িদ্গতিতে নদীপার হইয়া অপর পারে চলিয়া গেল,—যে পারে হেমচন্দ্রের নন্দনাবাস মুসলমান সেই পারে চলিয়া গেল,—দেখিয়া তিলোত্তমা আরও ভীত হইল।

তিলোত্তমা শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"কি দেখিলে?"

শ্যা। বুঝি আমার শুভ দিনের উদয় হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই।

তি। সে কি কথা?

শ্যা। কথা এই যে, এই মাগধপুরীর প্রতি মুসলমান প্রভুদের নজর পড়িয়াছে—অতএব আমার আশাপূর্ণ শীঘ্রই হইবে।

তি। বুঝিলাম না।

শ্যা। পাগলের কথার অর্থবোধ কাহারই হয় না। এখন চল—শ্যাম দরশনও হবে, আর কংসানুচরের সংবাদটাও দেওয়া হইবে!

নদীপার হইয়া উভয়ে চলিল। শ্যামা একবার গান গাহিতে গিয়াছিল,—কিন্তু তদ্দণ্ডেই তিলোত্তমা তাহার গলা টীপিয়া ধরিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

আপ্তদূতী।

তিলোত্তমা ও শ্যামা নদী পার হইয়া দ্রুত পদক্ষেপে অথচ মন্থর গমনে নন্দনাবাস অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সে দিন কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথি—ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গগনে স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি কৌমুদীরেখা বিকশিত হইয়া পড়িল। তিলোত্তমা চকিত চাহনিতে শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"এখন উপায়?—আলোতে যে লোকে দেখিতে পাইবে। আর কত দূর?"

শ্যামা হাসিতে হাসিতে বলিল,

"আর দূর নহে—ঐ দেখ সম্মুখে স্বর্গের নন্দন-কানন তুল্য মহারাজের নন্দনাবাস।"

তি। কিন্তু উহার ঘাটীতে ঘাটীতে পাহারা—আমরা প্রবেশ করিব কেমন করিয়া?

শ্যা। সাগর-সঙ্গমে যাইবার সময়ে ক্ষুদ্র নদী পাহাড় ভাঙ্গিয়া বাহির হয় কেমন করিয়া?

তিলোত্তমা আর কোন কথা কহিল না। অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা নন্দনাবাসের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে পশ্চিম দেশীয় ভীমকান্তি এক বৃদ্ধ শিখ সশস্ত্রে পাহারা দিতেছিল। শ্যামা তাহার নিকটে গিয়া বলিল,

"আমরা রাজদর্শনে আসিয়াছি,—পথ ছাড়িয়া দাও।"

প্রহরী তদুত্তরে যাহা বলিল, তাহা হিন্দি পার্শী ও বাঙ্গলা নিশ্রিত এক নূতন ভাষা। আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদই দিলাম।

প্রহরী বলিল, "এত রাত্রে মহারাজের নিকট কি প্রয়োজন ?"

পোড়ারমুখী শ্যামা তদুত্তরে অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে বলিল,

"তুমি চিরকালই এইরূপ বৃদ্ধ ছিলে? মেয়ে মানুষে কি রাজাদের সঙ্গে দিবাভাগে দেখা করিয়া থাকে।"

প্রহরী একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল,

"আমাদের মহারাজ তেমন নন।"

শ্যামা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল,

"শুধু বুঝি আমরা তেমন। দ্বার ছাড়িয়া দাও, নতুবা বিপদ ঘটিবে।"

প্রহরী তথাপিও দ্বার ছাড়িল না। সে বলিল,

"বিনানুমতিতে আমি দ্বার ছাড়িতে পারি না।

শ্যা। তবে অনুমতি আনিতে যাই—দ্বার ছাড়। তাঁহার নিকট না যাইতে পারিলে, অনুমতি আনিব কি প্রকারে?

প্র। বিশেষতঃ এখন তিনি নিদ্রিতও থাকিতে পারেন।

শ্যা। আমরা ঘুম ভাঙ্গাইয়া নিব; ঘুম ভাঙ্গাইতে আমার সখী জানে।

প্রহরী কোন কথা কহিল না। শ্যামা বলিল,

"দ্বার ছাড়িতে ভয় করিতেছে?"

প্র। মহারাজের জন্য ভয়।

শ্যা। দুটি স্ত্রীলোককে তোমার মহারাজের যদি এত ভয়— তবে সিংহাসনে বসা কেন?

প্রহরী অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া

পায় না। এমন সময় তাহার পাহারা পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হওয়ায়, অন্য আর একজন পাহারাওয়ালা তথায় আগমন করিল। তাহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বের বৃদ্ধ শিখ রাজাকে সংবাদ দিতে গেল।

হেমচন্দ্র রাত্রির প্রথম যামে রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া মধ্য যামে নিদ্রা যাইতেন। তৎপরে শেষ যামে উঠিয়া রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা, সৈন্যাদিরক্ষণাবেক্ষণ ও রাজ্য সংক্রান্ত গুপ্তচিন্তা ও পরামর্শাদি করিতেন। বিশেষতঃ আগামী কল্য প্রত্যুষে তাঁহার যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। আজি প্রায় কেহই নিদ্রা যায় নাই,—নন্দনাবাসের সুরম্য অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে আজি সহস্র সহস্র আলো জ্বলিতেছে,—রাত্রি তৃতীয় যামে পদার্পণ করিতেই সকলে উঠিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে। হেমচন্দ্র বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

প্রহরী গিয়া যথাবিধি অভিবাদন করিয়া বলিল,

দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থীনী।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "বয়স কত?"

প্র। যুবতী হইবে।

হে। কি জাতি বলিয়া বোধ হয়?

প্র। হিন্দু হইতে পারে।

হে। বলিয়া দাও, কল্য বৈকালে দেখা করিব।

প্র। ধর্ম্মাবতার; তাহারা কিছুতেই তাহা শুনিতে চাহে না। একটি তাহার মধ্যে অত্যন্ত মুখরা। সে নির্ভয়ে যাহা মুখে আইসে, তাহাই বলিতেছে।

হেমচন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ডাকিয়া আন।"

প্রহরী চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্যামা হেমচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "আমার সখী আপনার দর্শন প্রার্থিনী।"

হেমচন্দ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "কি প্রয়োজন ?"

শ্যা। সম্ভবতঃ ভিক্ষা।

হে। রাত্রে ? যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়া যখন ভিক্ষুকদিগকে বিদায় করা হইবে, তখন আসিতে বলিও।

শ্যা। এত দাতা না হইলে মগধ হইতে বিতাড়িত হইবেন কেন ?

হে। তুমি কি পাগল ?

শ্যা। সকলেই বলে।

হে। শেষ কথা কি বল।

শ্যা। আমার সখী আপনার এই নন্দনাবাসের পুষ্করিণী-তটে দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার প্রার্থনা শুনিয়া আসুন।

হে। ভিক্ষুকের নিকট প্রার্থনা শুনিতে যাইতে হয়, কখনও শুনি নাই।

শ্যা। ভিক্ষুক বিশেষকে তাহার নিকট যাইয়াই ভিক্ষা দিতে হয়।

হে। রাত্রে যাইতে পারিব না।

শ্যা। ভয় করিতেছে ?—স্ত্রীলোক কে আপনার এত ভয় !

হেমচন্দ্র ভয়ের কথায় অপ্রতিভ হইলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামার সহিত বাপীতটে গমন করিলেন।

তখন ইন্দুকরবেষ্টনে ধরিত্রী সোহাগ-বিহ্বলা ; মাধবমলয়-মারুতে সুরভি-কুসুম-রাগ বিজড়িত ; পল্লবে পল্লবে চন্দ্রকরোজ্জ্বল

নয়নাভিরাম স্নিগ্ধকোমল সরস শ্যামলতা; সরসিবক্ষে নৃত্যময়ী গীতময়ী রজতসুষমাময়ী ললিত তরঙ্গলতা; শুভ্রালোক বিমণ্ডিত-বিটপীশাখে সুপ্ত বিহগমিথুনচয়; ক্বচিৎ পরপুষ্টবধূ সহায় পুংস্কোকিল, চ্যুতমুকুলাসনে পীত শোণিমকণ্ঠে, সুশুভ্র বিশ্বশান্তি তাহার পঞ্চম রাগিণীকে মগ্ন করিয়া, রাজচক্রবর্ত্তী মনোভবের বিজয় ঘোষণা দিকে দিকে প্রচার করিতেছিল;—বিশ্ব জুড়িয়া বিশ্বেশ্বরের গৌরব-মহিমা প্রকটিত হইতেছিল।

তিলোত্তমা সরসিতীরে দাঁড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল,—সহসা শ্যামার সঙ্গে তথায় হেমচন্দ্র আগমন করিলেন। তিলোত্তমা হেমচন্দ্রের দিকে চাহিয়া থর থর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার শ্লথকবরী খসিয়া পড়িল—শ্লথ বসন ঢলিয়া গেল। সযতনে তাহা যথাস্থানে স্থাপনের চেষ্টা করিতে করিতে তিলোত্তমা হেমচন্দ্রের মুখপানে চাহিল। হেমচন্দ্রও সে সময়ে তিলোত্তমার প্রতি চাহিয়াছিলেন—তিনি দেখিলেন, সরিত্তীরে আয়তলোচনা অনিন্দ্যসুন্দরী দাঁড়াইয়া আছে। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?"

যুবতী কথা কহিল না। কথা কহিতে বুঝি পারিল না। ঘামে তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিতেছিল। বক্ষস্থল দুরু দুরু করিতেছিল—বিম্বোষ্ঠ স্ফীত-কম্পিত হইতেছিল।

হে। যদি আপনি কথা না বলিবেন, তবে আমি বুঝিব কি প্রকারে?

তিলোত্তমা তথাপিও কথা কহিল না। সে আনত আননের স্তিমিতনয়নে হেমচন্দ্রের মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল।

হে। যদি আপনার কিছু বলিবার না থাকে, তবে

করিবার কারণ কি? আপনাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি,—পরিচয় দিতে বাধা আছে কি?

শ্যা। ভদ্রলোকের মেয়ে—রাত্রে রাজদর্শনে আসিয়াছে, পরিচয়ের অবশ্যই বাধা আছে।

হে। তবে যাহার জন্য আসা তাহা বলিয়া যাউন।

শ্যা। আমি বলিতেছি—আপনার একটি বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আমরা আসিয়াছি।

তিলোত্তমা ততক্ষণ একটু দূরে সরিয়া গেল। মৃত্তিকা সংলগ্ন চক্ষুতে দাঁড়াইয়া পদনখে মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল।

হে। আমি বিবাহিত।

শ্যা। অত পরিচয়ে কাজ কি? আমরা কি মহারাজকে চিনি না।

হে। তবে এ প্রস্তাব কেন?

শ্যা। নতুবা যে সখীর জীবন সংশয়।

হে। তোমার সখী কে?

শ্যা। স্বয়ং দূতী—ঐ আপনার সম্মুখে।

হে। বুঝিলাম না—ভদ্রলোকের কন্যা, নিজে পাত্রানুসন্ধানে রাত্রিকালে আগমন।

শ্যা। অন্যের দ্বারাতেও চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু জবাব পাইয়া হতাশ হইয়াই আসা।

হে। উনি কি মাগধের ধনীশ্রেষ্ঠ রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর কন্যা!

শ্যা। হাঁ।

হেমচন্দ্র সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তিলোত্তমার দিকে চাহিয়া মারুতে সুর।দেখিলেন যুবতীর মুখে অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। অবগুণ্ঠনের

অন্তরালে মন্মথের সেই তীব্র বিষময় শর। ভ্রমর-কৃষ্ণ এলাইত কেশরাশি সেই মুখের চারিধারে পড়িয়া ধীর সমীরে চঞ্চল ভাবে দুলিতেছে।

বুঝি সে হৃদয়ে তিলোত্তমার মুখখানি একবার বড় প্রতাপে ঘুরিয়া আসিল। কিন্তু হেমচন্দ্র আত্মসংযমী,—তিনি কহিলেন,

"তোমাদের এখানে আসা ভাল হয় নাই।"

শ্যা। নিশ্চয়ই হয় নাই—কিন্তু প্রেম যেখানে, হতাশের উচ্ছ্বাস যেখানে, সেখানে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। ভাদ্রের নদী কূল ভাসাইয়াই ছুটিয়া থাকে।

হে। কিন্তু আমি পরিণীত।

শ্যা। তুমি পরিণীত—আমার সখী অপরিণীতা।—তাহার আসিতে নিষেধ কি? দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে—মরণের অধিকারও সকলেরই আছে।

এই বলিয়া সে তড়িদ্গতিতে তিলোত্তমার নিকট গিয়া তাহার হস্তধরিয়া টানিল,—বলিল,

"চল আমাদের কার্য্য সারা হইয়াছে—এখনও আর একবার চাহিয়া—জন্মের শোধ চাহিয়া চলিয়া আইস। তারপর বিষ আছে,—জল আছে, ভাবনা কি?"

হেমচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিলোত্তমা অতি মৃদুস্বরে শ্যামাকে কহিল, "একটা সংবাদ দিতে হইবে।"

শ্যা। যাহা থাকে বল,——

হেমচন্দ্র বলিলেন, "কি—কি বলিতেছেন?"

শ্যা। বলিতেছেন,—উপযুক্ত পাত্রেই মন সঁপিয়াছিলাম।

হে। কি একটা সংবাদ আছে—বলিতেছেন।

তিলোত্তমা কম্পিতকণ্ঠে, গদগদ স্বরে কহিল,

"এই নগরে মুসলমান প্রবেশ করিয়াছে।"

হেমচন্দ্র একটু সরিয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবতীর কথা যেন তাঁহার কর্ণে প্রভাত কালীন সেতারের ললিত রাগিণীর আলাপচারীর ন্যায় অনুভূত হইল। বলিলেন,

"মুসলমান এই নগরে প্রবেশ করিয়াছে?"

তি। হাঁ।

হে। আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

তিলোত্তমা কথা কহিল না। শ্যামা বলিল,

"আপনি আমাদের মহারাজা, আমরা আপনার প্রজা—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র বালিকা—না হই যোয়ান মাগী—আমাদিগকে আপনি বলা কেন?"

হেমচন্দ্র অপ্রতিভ স্বরে বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

তি। আমরা যখন নদী পার হইয়া আসি—তখন একজন মুসলমান সৈনিককে নদীপার হইয়া এই দিকে আসিতে দেখিয়াছি।

হেমচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্যামা তিলোত্তমাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।—সেই বিশ্বপ্লাবিত জ্যোৎস্নালোকে হেমচন্দ্র দেখিলেন, একখানি অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রেমের প্রতিমা চলিয়া গেল। হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—যেন কিঞ্চিৎ ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। তিলোত্তমার সেই শরতের ষোল-কলাপূর্ণ শশীর ন্যায় যৌবনের পরিস্ফুট সৌন্দর্য্য—কাল বৈশাখীর মেঘের ন্যায়—তাঁহার হৃদয়ের এককোণে দেখা দিল। সেই মেঘ মালা ফুলিয়া ফুলিয়া বড় হইল—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বীজপত্তন—দ্বিদল।

রমণীদ্বয় চলিয়া গেল। সম্মুখে আঁকা বাঁকা জন সমাগম শূন্য—অন্ধকার বেষ্টিত প্রশস্ত রাজপথ,রমণীদ্বয় তাহাই বহিয়া নদীপার হইয়া গেল,—কিয়দ্দূর যাইয়া তিলোত্তমা আর শ্যামাকে দেখিতে পাইল না। ভীতা চকিতা তিলোত্তমা তাহাদের পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে গমন করিল। গৃহমধ্যে তখন অন্ধকারের একাধিপত্য,—তিলোত্তমা দীপ জ্বালিতে যাইবে, সহসা সে চমকিয়া উঠিল—গৃহে যেন মনুষ্য পদশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বালিয়া চারিদিকে দেখিল,—কিন্তু কোথাও কিছুই নাই। তখন সে ভাবিল—বুঝি বৃথা আশঙ্কায় মন কম্পিত হইয়াছে। শয্যায় শয়ন করিল।—নিদ্রা আর আইসে না।

সেত কাজ ভাল করে নাই। কেন মরিতে পাগ্লীর কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের নিকট গমন করিয়াছিল! দেখিয়াত দেখার সাধ মিটে নাই। তবে শুধু কেবল হেমচন্দ্রের নিজমুখে কটুকথা শুনিয়া আসিলাম!—কিন্তু তেমন কটু কথা আর একদিন শুনিতে পাইনা!

ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় তিলোত্তমা স্বপ্নে দেখিতে পাইল,—যেন বহুনদী বেষ্টিতা খরস্রোত চুম্বিত, তটভূমির উপর সেই শুভ্র অট্টালিকার অন্ধ-

কারময় কক্ষে সে একাকিনী পড়িয়া আছে। নদীগর্ভ হইতে পুঞ্জীকৃত ঘনান্ধকার যেন তাল পাকাইতে পাকাইতে তাহার সেই আলোকহীন নির্জ্জন কক্ষের ভিতর জমাট বাঁধিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রলয়ের কাল কাল মেঘগুলা, যেন ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার জন্য তাহার কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই অন্ধকার রাশি যেন তাহার শয্যার আশে পাশে, শ্বেত শুভ্র উপাধানের উপর—খট্টার নিম্নে, উর্দ্ধে, অধঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা তাহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়ে আতঙ্কে সে শিহরিয়া উঠিল—তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চক্ষু মেলিয়াই গৃহস্থিত স্তিমিতালোকে তিলোত্তমা দেখিতে পাইল, এক মনুষ্যমূর্ত্তি সরিয়া গেল। তিলোত্তমা চিৎকার করিতে যাইতেছিল,—কিন্তু সে মূর্ত্তি মুহূর্ত্তমাত্রে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তিলোত্তমা! ভয় করিও না। আমাকে কি চিনিতে পারিয়াছ?"

ঘোমটা টানিয়া ভয়বিহ্বল কণ্ঠে তিলোত্তমা কহিল,

"চিনিয়াছি—তুমি শান্তশীল। কিন্তু এখানে কেন?"

সপ্তস্বরা বীণার সুরবাধা সঙ্গীতপূর্ণতানে কে যেন অঙ্গুলির আঘাত করিল। সেই সুর যেন শান্তশীলের কাণের ভিতর দিয়া প্রাণের চারিধার ঘিরিয়া বড়ই মিঠা বাজিতে লাগিল। সেই সুন্দর ঘোমটার অন্তরালে, সেই কৃষ্ণতারকাময় টানা টানা চোক দুইটি—আর চাঁদপানা মুখখানি শান্তশীলের মাথা ঘুরাইয়া দিল। শান্তশীল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "সুন্দরি, তোমাকে দেখিতে আজি সমগ্র বঙ্গের খ্যাতনামা লোক হইয়াও চোরের ন্যায় গৃহ প্রবেশ করিয়াছি।"

তিলোত্তমার হৃদয় বাতাহত কদলীবৎ কাঁপিতে লাগিল, সে জড়িতস্বরে কহিল, "আমাকে দেখা কি জন্য?—আমি তোমার কে? আমি ভদ্রকন্যা। রাত্রে গোপনে আমার গৃহে আগমন করা, তোমার কাপুরুষের কর্ম্ম সন্দেহ নাই।"

শান্তশীল কাপুরুষ! যাহার বাহুবলে আজি সমস্ত বঙ্গ বিত্রাসিত—যাহার কূটনীতিতে মুসলমানগণ সন্তুষ্ট এবং যাহার গুপ্তানুসন্ধানে হিন্দুগণ ব্যথিত ও সন্ত্রাসিত, তাহার মুখের উপর দাঁড়াইয়া একটি বালিকা বলিল,—"শান্তশীল! তুমি কাপুরুষ!"

শান্তশীলের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। সে দৃঢ়তার স্বরে কহিল,

"তিলোত্তমা! আমার সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব হয়—তাহা তুমি জান কি?"

অত্যন্ত বিরক্তিস্বরে তিলোত্তমা কহিল, "জানি।"

শা। সেই পর্য্যন্ত আমি তোমাকে ভালবাসি।

তি। কেন?

শা। তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইব!

তি। সে আশা নির্ব্বিঘ্নে পরিত্যাগ করিতে পার।

শা। পরিত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়াই আজি সমগ্র বঙ্গের মধ্যে প্রতিপত্তিশালী হইয়াও হীনের ন্যায় তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।

তি। নিতান্ত অন্যায় করিয়াছ। জানিতে পারিলে আমদের মহারাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন।

শা। শান্তশীলকে শাস্তি?—হেমচন্দ্র ক্ষুদ্র মূষিক।

তি। আমি আশা করি—এখনই তুমি এখান হইতে দূর হইবে।

শা। দেখ, তিলোত্তমা! তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি বলিয়াই, তোমার এত কথা সহ্য করিতেছি—

তি। নতুবা কি করিতে?

শা। কি করিতাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার রূপতৃষ্ণায় আমার হৃদয় সর্ব্বদা বিদগ্ধ—তুমি অনুমতি করিলে আমি তোমার পিতার নিকট তোমার পাণি প্রার্থনা করি।

তি। তোমার মত স্বদেশদ্বেষীকে আমার পিতা কখনই কন্যা সম্প্রদান করিবেন না।

শা। আমি আজি বিপুল সম্পত্তিবান্।

তি। তাহা জানি—কিন্তু দস্যুতস্করের সম্পত্তি ভদ্রলোকের অস্পর্শনীয়।

শা। দেখ তিলোত্তমা! তোমাকে লাভ করিতে যদি আমার হৃদয়ের সমস্ত রক্তটুকু ব্যয়িত হয়, তথাপিও আমি কাতর হইব না। তোমাকে আমি গ্রহণ করিবই—নতুবা আমার প্রাণ থাকিবে না। তোমাবিহনে বুঝি স্বর্গেও আমার সুখ হইবে না।

তি। শান্তশীল! এ কুবাসনা পরিত্যাগ কর—আমি কখনই তোমার হইব না। শুনিয়াছিলাম তুমি যে বিবাহ করিয়াছিলে?

শা। সে স্ত্রী জলে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে।

তি। যদি না মরিত?

শা। তথাপিও তোমাকে চাহিতাম—তুমি ভিন্ন আমার চিত্তের শান্তি নাই।

তি। আমাকে বার বার ত্যক্ত করিও না। আমি ক্ষমা চাহিতেছি, তুমি এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও।

শা। আমাকে তৃপ্তকর—বল তোমাকে ভালবাসি।

পথপার্শ্বে পতিতা ফণিনীকে পদাহত করিলে সে যেমন ফণা মেলাইয়া গর্জ্জিয়া উঠে, তিলোত্তমা তদ্রূপ উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল,—

"এই তোমার বক্ষে বামপদের আঘাত করিলাম, তুমি তৃপ্ত হও।"

এই কথা বলিয়া তিলোত্তমা দাঁড়াইয়া রহিল। সে কোমল-রৌদ্র, সে মধুর-ভীষণ, সে তেজোগর্ব্ব রূপ দেখিয়া শান্তশীল চমকিয়া উঠিল। বুঝি এমন রূপ সে কখন দেখে নাই—এরূপে বুঝি বিশ্ব ধ্বংস হইতে পারে। অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধে ছিল। শেষে শান্তশীল বলিল,

"তিলোত্তমা বুঝিলে না—কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

সহসা দ্বরওজার পার্শ্ব হইতে হাঃ হাঃ করিয়া কে বড় উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসি অত্যন্ত উদ্ভ্রান্ত—অত্যন্ত ঔদাস্ত ব্যঞ্জক। উভয়েরই নয়ন সে দিকে ফিরিল। কিন্তু কেহই কিছু দেখিতে পাইল না। তখন বিপদাশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিতে পারে ভাবিয়া শান্তশীল অতি দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

শান্তশীল আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ—অতৃপ্ত হৃদয়ে অপমানের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ফিরিল। তাহার বুকের ভিতর পাঁজার আগুণ জ্বলিতে লাগিল। সে গৃহের বাহির হইল,—পথে যাইতে যাইতে বলিল, "সর্ব্বনাশী! দেখিব তোমার রাজার বাহুতে কত বল; দেখিব তোমার কতদূর রূপগর্ব্ব! দেখিব তোমার কতদূর হিন্দুহিতৈষণা!"

সহসা শান্তশীলের চাপকানে টান পড়িল। প্রথমে ভাবিয়াছিল, বুঝি কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষে বাধিয়াছে—কিন্তু তাহা নহে। এতটান—

জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া দেখিল--একটি স্ত্রীলোক তাহার পরিধেয় চাপকান ধরিয়া টানিতেছে। শান্তশীল যেই তাহার দিকে ফিরিয়াছেন,—সে অমনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শান্তশীল বিরক্ত হইয়া বলিল,

"কি আপদ! কি বল?—কে তুমি?"

আগন্তুকা যুবতী। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,

"আমার খোঁজে কাজ কি?—পরের ঘরে চোরের মত কেন গিয়াছিলে?"

একবার শান্তশীলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। শান্তশীল চিত্ত দৃঢ় করিয়া বলিল,

"তোমার কি?"

যু। আমার কিছুই নহে। বলি, অত প্রেমে একটা লাথির ভয়ে পলায়ন করাটা সুরসিকের কাজ হয় নাই।

শান্তশীল নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। সেই চন্দ্রালোকে—সেই সুন্দর অথচ বিশীর্ণগণ্ড কি সুন্দরই দেখাইতেছে।

শান্তশীলের মনে হইতে লাগিল, যেন এমুখ কোথায় দেখিয়াছি।

পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"তোমার নাম বলিবে কি?"

যু। কুলস্ত্রীর গৃহগমনকারী বীর পুঙ্গবের সহিত নিজ পরিচয় দিতে ভয় ও লজ্জা হয়।

শা। অপমানের প্রতিশোধ লইব—দেখিতে পাইবে।

যু। আমি যেই হই, আমার একটা অনুরোধ রাখিবে?

শা। কি বল।

যু। তোমার পায়ে ধরিয়া, বলিতেছি, সমগ্র বঙ্গের মধ্যে, এই সুদূর বনভূমির একবিন্দু নবস্থাপিত সাধের হিন্দু রাজাটুকুর উপর যেন নজর দিওনা।

শা। উত্তর দিতে পারিলাম না যদি সহজে আমার কার্য্যোদ্ধার হয়, তবে এ রাজ্য আমি নষ্ট করিব না—তোমাকে আশ্বাস দিলাম। এক্ষণে তোমার পরিচয় দিবে কি?

যু। না।

শা। কেন?

যু। আমি পাগল—পাগলের আবার পরিচয় কি?

শা। তুমি পাগল?

যু। আমি পাগল—কিন্তু আর একটা অনুরোধ। মরণ সকলেরই আছে, হিন্দু হইয়া কেন হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছ—কেন হিন্দুর বুকের রক্ত লুণ্ঠণ করিতেছ—কেন ছেলে হইয়া মাকে পরদেশীর—ম্লেচ্ছের দাসী করিয়া দিতেছ? তুমি বীর—বীরের মত কার্য্য কর, মায়ের পায়ের বেড়ী খুলিবার চেষ্টা কর। আমাদের মহারাজা সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন,—তুমি বীর, তুমি কূটবুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁহার সাহায্যকর—এখনও সময় আছে, এখনও ফিরিয়া পড়। তোমার পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে আমি দাঁতে করিয়া তুলিয়া দিব।

শান্তশীল মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার কথা শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে জ্যোৎস্নালোকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবতীর গণ্ডস্থল বহিয়া জলস্রোত বহিতেছে। চারি চক্ষুতে মিলিত হইল—তড়িৎগতিতে যুবতী ছুটিয়া কোথায় চলিয়া গেল। শান্তশীলইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন

না। অধিকক্ষণ সেখানে থাকাও বিপজ্জনক ভাবিয়া তিনি দ্রুতপদে নদীতে নামিয়া একখানা অতি ক্ষুদ্র বজরায় আরোহণ করিলেন। মাঝী বজরা খুলিয়া দিল। বজরায় উঠিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন, তটভূমি হইতে কে মধুর কণ্ঠে গাহিতেছে—

"সই, শোন্ শোন্, কান পাতি শোন্,
শ্যামেরি বাঁশরি বাজিছে!
কদমেরিতলে, বনমালা গলে,
বনমালী পুনঃ নাচিছে!
ওষ্ঠ গুরু গুরু হিয়া দুরু দুরু,
সারা দেহ মোর কাঁপিছে!
এ রবে কে রবে, ঘরেতে নীরবে,
রাধানাথ যবে ডাকিছে।"

শান্তশীল বুঝিতে পারিলেন, এ সেই উন্মাদিনী যুবতীর মধুর কণ্ঠ নিঃসৃত স্বর। সে গানে তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার রূপ—তাহার প্রত্যেক কথা শান্তশীলের হৃদয় মধ্যে বাসন্তীজ্যোৎস্নার মত ফুটিয়া উঠিয়া হৃদয় আলোকিত করিয়া তুলিতে লাগিল। অপর দিকে সে বসন্তের আকাশে তিলোত্তমার রূপ-গর্ব্ব ও পদাঘাত রূপ কালোমেঘ উঠিয়া হৃদয়কে বড় অন্ধকার করিয়া ফেলিতে লাগিল।

উন্মাদিনী বুঝি শ্যামা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্ধান।

প্রভাত হইয়া গিয়াছে। শরৎকালীন বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় রাশি রাশি পক্ষী বৃক্ষকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া প্রভাত সূর্য্যকিরণে সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উড়িতে উড়িতে দশদিকে যাইতেছে। সুদূর দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগরের পরিস্কার দিগন্তবৃত্তের উপরে সূর্য্যমণ্ডল যেন ঘোর হরিদ্রাবর্ণ আলোকশয্যার উপর অবস্থিত। সম্মুখে মস্তকের উপর দুই চারি খানি অত্যুজ্জ্বল রক্ত পীতবর্ণ মেঘের রেখা; আরও উপরে পূর্ব্বোক্ত হরিদ্রাবর্ণ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গিয়া সুন্দর গোলাপী ও নীল আভা ধারণ করিয়াছে; সেখানকার মেঘগুলি মুক্তাফলাভ গোলাপী ও সুবর্ণাভ ধূসরবর্ণের বাষ্পমালার ন্যায় দেখাইতেছে। প্রভাত-সূর্য্য পরাহত তেজে কি আকাশে কি পৃথিবীতলে বিবিধ অত্যুজ্জ্বল বর্ণছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

প্রভাত হইতেই রাজা হেমচন্দ্রের নন্দনাবাসের নহবৎ খানায় নহবৎবাজিয়া উঠিয়াছে। ধূপগন্ধে—পুষ্পচন্দনের গন্ধে দিগন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রবিৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উদাত্তাদি স্বরলয় সংযোগে বেদপাঠ কোথাও বা দেবীসূক্ত ও চণ্ডীপাঠ হইতেছে। ভৃত্যবর্গ—দাসীবর্গ—পরিচারক ব্রাহ্মণবর্গের গতায়াত, ও বচসায় সমস্ত প্রাসাদটি মুখরিত হইয়া উঠিতেছে,—যজ্ঞধূমে, হবির্গন্ধে সমস্ত প্রাসাদটি পূতভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাসাদের লোহিত প্রস্তরময় বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত, এক নিভৃত কক্ষে সুকোমল মখমল শয্যায় অঙ্গ হেলাইয়া রাণী মৃণালিনী উর্দ্ধদৃষ্টি নয়নে কি ভাবিতেছিলেন। গৃহের কোন স্থানে গণেশের মূর্ত্তি—কোথাও বা কালিকার দৈত্যসংহারিণী মূর্ত্তি—কোথাও বা হিমাদ্রিশিখরে মদন-ভস্ম, কোথাও বা গভীর অরণ্যানী মধ্যে উচ্ছ্বসিত চন্দ্রালোকে মহাশ্বেতার বিষাদমাখা বৈশদ সঙ্গীত চিত্র।

সহসা সেই গৃহে হেমচন্দ্র আগমন করিলেন। মৃণালিনী তথাপিও কিন্তু তদবস্থাতেই রহিলেন। হাসিতে হাসিতে হেমচন্দ্র কহিলেন, "দাঁড়াইয়া নিদ্রা না কি?"

উর্দ্ধআঁখি একবার মাত্র নত করিয়া অভিমান স্বরে মৃণালিনী কহিলেন, "নারীজাতির বসা দাঁড়ান, সকলই সমান।"

হেমচন্দ্র নিজ বাহুযুগলে মৃণালিনীর দেহ বন্ধন করিয়া কহিলেন, "আজি এ যজ্ঞীয়বাসরে অভিমান কেন?"

মৃ। অভিমান কিসের?

হে। সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিব। কৈ এখনও স্নান হয় নাই কেন? প্রাতঃ সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ কর নাই কেন? বোধ হয় আর চারি দণ্ডের পরেই পূর্ণাহুতিদিবার জন্য আমাদিগের ডাক পড়িতে পারে।

মৃণালিনী কথা কহিলেন না।

হে। কথা কহিলে না?

মৃ। কথা কহিব বৈ কি! একটা সংবাদ বলিবে?

হে। মৃণালিনীকে অবক্তব্য আমার কি আছে?

মৃ। আগে অত না বাড়াইয়া—আগে আদরের বোঝা না চাপাইয়া, সংবাদটা দিলে ভাল হয়।

হে। না জিজ্ঞাসা করিলে বলিব কি প্রকারে!

মৃ। কালরাত্রেজ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত সরসিতীরে কে আসিয়াছিল?

হেমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তোমার সতীন!"

মৃ। সতীন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি,—কিন্তু লোকটা কে জানিতে চাহি।

হে। কেন, কি প্রয়োজন?

মৃ। প্রয়োজন না থাকিলে কি খোঁজ করি!

হে। এ সংবাদ তোমায় কে দিল?

মৃ। যেই দিক না—তুমি বলিবে কি না তাই বল।

হে। আগে তুমি বল, কে সংবাদ দিলে?

মৃ। ইস্, ভারি যেন একটা কীর্ত্তি করিয়া আসিয়াছেন—তাই হাসিয়া হাসিয়া কথা হইতেছে।—কে বলিবে না?

হে। তোমার সংবাদদাতা কে আগে বল?

মৃ। কেন গিরিজায়া।

হে। গিরিজায়া পোড়ারমুখী কি রাত্রেও ঘুমায় না।

মৃ। চোরের সাধ—সমস্ত গৃহস্থ রাত্রে একেবারে অচেতন হয় না কেন? ছিঃ।—কে বল!

হে। যদি বলি কেহই নহে।

মৃ। বেশ,—আমি আর কি করিব!

"ডেক্‌রা—ঝাঁটা খেগো—

মহারাণী যদি বিচার কর, তবে আমি থাক্‌বো নতুবা জলে ঝাঁপ দিয়ে ম'রে তবে ছাড়ব"—বলিতে বলিতে গর্জ্জন করিতে করিতে অতি দ্রুতপদে গিরিজায়া মৃণালিনীর গৃহে প্রবেশ করিল।

সে অতি দ্রুতপদে আসিয়াছিল, রাজা যে সেখানে আসিয়াছেন, তাহা সে জানিত না, হটাৎ আসিয়া রাজাকে দেখিয়া গিরিজায়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া,—যেমন দ্রুতগতিতে আসিয়াছিল, তেমনিই দ্রুত-গতিতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। হেমচন্দ্র বাধা দিয়া হাসিয়া বলিলেন,

"শোন্ গিরিজায়া।"

গিরিজায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কি শুনিব?"

হে। কি অভিযোগ হইতেছিল,—হউক।

গি। না আর হইবে না।

হে। কেন?

গি। আপনার কাছেও নালিস হইতে গিয়াছে।

হে। কে গেল?

গি। সেই আপনার পোষা জানোয়ার ঝাঁটা খেগো ডেকরা।

হে। তবে তোমার নালিসটাও যথাস্থানে এই সময় হউক।

"উননমুখো মাগী—আমার হাড় জ্বালালে গো হাড় জ্বালালে, মহারাজা যদি বিচার করেন ভাল—নইলে আগুণে পুড়ে ম'রব, তবে ছাড়ব।"

এই বলিতে বলিতে তথায় দিগ্বিজয় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহির হইতে বলিল, "মহারাজা, অধীনের নালিস—"

হেমচন্দ্র ডাকিলেন,

"কে আমার দিগ্বিজয়—ঘরে এস। কি নালিস বলিয়া যাও।"

গিরিজায়া বলিল,

"দেখ রাণি—মহারাজের আদর দেখ, ও দোষ করিবে—আমার হাড় জ্বালাবে—আর দিন রাত্রি আমার নামে লাগাবে।"

"দোহাই ধর্ম্মাবতার কার দোষ বিচার করুণ। কাহার গায়ে ঝাঁটার কাটর দাগ আছে দেখুন।"

বলিতে বলিতে দিগ্বিজয় গৃহ প্রবেশ করিল।

গিরিজায়া গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল,

"রাণী,—দেখ গো দেখ, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—তোমাদের সাক্ষাতেই আমাকে ঝাঁটাখাগী বলিয়াছে।"

দি। দেখ্‌লেন মহারাজ! ও কেমন মিথ্যা কথা বলে।

গি। মিথ্যা কথা বলি, চুরি করে রাজবাড়ীর সন্দেশ খাই—আমি কত দোষী।

দি। তুমি আমাকে চোরই দেখ বৈত নয়!

মৃণালিনীর অধর প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। আকাশে গাঢ় কৃষ্ণমেঘের ছায়া—সহসা একটু যেন বিদ্যুৎছুটিয়া গেল। মৃণালিনী বলিলেন, "আমার বিচারে দিগ্বিজয় তুমি দোষী।"

দি। মহারাণি! অবিচার করিবেন না। আমি কি সন্দেশ চুরি করিয়া খাই,—আমি কি চোর? ও পোড়ারমুখী গাধী ও কি আমাকে চুরি করিতে দেখিয়াছে।

গি। দেখিয়াছি—তিনশবার দেখিয়াছি।

দি। কোথায়?

গি। কাল রাত্রে পুকুরের পাড়ে; মহারাজা সেখানে যাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে।

দি। এবার মরিয়া তুই পোড়ারমুখী গাধা—টীকৃটীকি হবি।

মৃ। সেখানে প্রভুভৃত্য উভয় চোরকেই সখী ধরিয়াছিল।

গি। একটি ধরিনাই—ধরিবার অধিকার নাই—তিনি রাজরাজেশ্বর। অন্যের ধরিবার সাধ্য নাই—যেখানে তিনি সাধে ধরাদিয়াছেন, সেইখানে বলিয়া দিয়াছি, আর একটি ধরিয়া ঝাঁটায় ঝাড়িয়াছি।

হেমচন্দ্র উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"গিরিজায়া! তুমিত শতমুখীদ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিয়াছ, কৈ তোমার রাণীত কিছুই করেন না।"

গিরিজায়া নতমুখে বলিল,

"ধর্ম্মাবতার! বলিতে ভয়হয়—দাসী বলিয়া ক্ষমা করিও। দেবতারা পাপকার্য্য করিলে, তাহাকে পাপ বলেনা—তাহাকে বলে লীলা। রাজার লুণ্ঠন বীরত্ব,—আর আমরা দরিদ্র আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে। ঐ দেখুন গায়ে চিহ্ন!"

হে। পাপ করিলে সকলেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। বলি, দিগ্বিজয়ের কি পাপ দেখিয়াছ?

গি। পাপ কি দেখা যায় ধর্ম্মাবতার?

হে। তবে কি?

গি। পাপের অনুষ্ঠান দেখিয়া স্থির করিতে হয়।

হে। ভাল, তাহাই কি দেখিয়াছ?

গি। আমাকে লুকাইয়া সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছে।

হে। কবে?

গি। কাল রাত্রে মহারাজ!

হে। রাত্রে সন্দেশ চুরি করিয়া খাইয়াছে! কত রাত্রে?

গি। ক্ষমা করিবেন,—আমি বলিব না।

হে। কেন?

গি। ভয় করে

হে। তুমি কি ভয় খাইবার মেয়ে! বল।

গি। মহারাজের পুকুর পাড়ে যাইবার কিয়ৎক্ষণ অগ্রে।

হে। দিগ্বিজয় সত্য?

দি। মহারাজ! অতরাত্রে সন্দেশ খাওয়া সত্য কি হয়?

হে। তবে কি?

দি। গিরিজায়াকে জিজ্ঞাসা করুন।

হে। গিরিজায়া বল।

গি। উহাকে জিজ্ঞাসা করুন—ও রাত্রে আমাকে লুকাইয়া বাগানে পুকুরের ধারে কি জন্য যায়?

হে। কি জন্য গিয়াছিলে দিগ্বিজয়।

দি। মহারাজ! বড় গরম বোধ হইতেছিল, তাই একটু নৈশবায়ু সেবন করিতে গিয়াছিলাম।

গি। দেখুন মহারাজ! আমার নিকট কি নৈশবায়ু ছিল না,—যতদিন ঝাঁটা আছে, তত দিন নৈশবায়ু খাওয়া আমার নিকটেই হইবে। তাহারা দুইজনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

হেমচন্দ্র বলিলেন,

"মৃণালিনী, সাক্ষীত দেওয়াইলে,—কিন্তু মন্দ অভিসন্ধি ছিল না। তাহারা ভদ্রকন্যা।"

মৃ। নতুবা অত গভীর রাত্রে—পুকুরের পাড়ে মহারাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়!

হে। রাজকার্য্য অত্যন্ত কঠোর—সমস্ত প্রজাগণের অভাব অভিযোগ, সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি সকলেরই প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

মৃ। শাস্ত্রে সকলের অভাব রাজাকে পূরণ করিতে অনুমতি নাই। যাহা হউক, সে কে বলিবে না?

হে। সে রত্নেরশ্বর শ্রেষ্ঠীর সুন্দরী কন্যা তিলোত্তমা।

মৃ। আর একটি।

হে। জানিনা,—সম্ভবতঃ সেও ভদ্রকন্যা।

মৃ। কোন্‌টি রাধা—কোন্‌টি বৃন্দা ?

হে। মিথ্যা কথা—কেহই রাধা নহে। রাধা রুক্মিণী সবই আমার তুমি।

মৃ। তবে সে কি জন্য আসিয়াছিল ?

হে। প্রয়োজন ছিল।

মৃণালিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। হেমচন্দ্রের হস্তোপরি হস্ত রক্ষা করিয়া বলিলেন,

"মহারাজ! স্বামিন্! ক্ষমা করিও। আমি তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করি নাই। তোমাকে অবিশ্বাস আমার নাই। তুমি আমার হৃদয়ের ধ্রুবতারা! তবে অভিমানে আত্মহারা হইয়াছিলাম! তুমি বল সে কেহ নহে।"

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর ফুল্লরক্ত কুসুমকান্তি অধর যুগলে, ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি অধর যুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক দাম্পত্যের প্রণয় চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,

"পুরোহিত ঠাকুর মহারাজা ও রাণীকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ জন্য আহ্বান করিতেছেন।"

নহবৎ খানায় মঙ্গল সূচক রাগিণী বাজিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পত্রপ্রাপ্তি—সহানুভূতি।

পাইলে বাতাস লাগিলে তরণী যেমন গমনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে,—গত রজনীর ঘটনার পর তিলোত্তমা তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মনের স্থিরতা যেন কমিয়া গিয়াছে,—সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে।

এই সময় তাহার গৃহে পিয়ারী আগমন করিল। পিয়ারী দেখিল,—বড় চিন্তায়—মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তিলোত্তমার সুন্দর রং কালি হইয়া উঠিয়াছে, যেন ম্লান গোলাপের রঙ্গের মত তাহার সৌন্দর্য্য বিমলিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পিয়ারী তিলোত্তমার গণ্ড টীপিয়া বলিল, "সখি, মর্‌বি নাকি?"

তি। মরিব কি?—মরিয়াছি।

পি। তুমি এখনও আমার কথা শোন, এখনও ফিরিয়া পড়।

তি। ন্যায়রত্ন মহাশয় কোথায় গিয়াছেন?

পি। মহারাজার যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন।

তি। কি উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হইতেছে?

পি। দেশের হিতার্থে।

তি। আমি কা'ল রাত্রে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

পি। স্বপ্নে?

তি। না, জাগ্রতে।

পি। দূর, মিছে কথা!

তি। না সখি সত্য। কাল সমস্ত মাগধপুরী নিদ্রিত হইলে শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া নন্দনাবাসে গিয়াছিলাম।

পিয়ারী চমকিয়া উঠিল। বলিল, "সাক্ষাৎ পাইয়াছিলে?"

তি। হাঁ।

পি। কি বলিলে?

তি। বলিলাম, তোমাকে দেখিয়া—জন্মের শোধ দেখিয়া মরিব—তাই দেখিতে আসিয়াছি।

পি। অবাক্ করিলে—পাগ্‌লীর সঙ্গে বড় পাগ্‌লামী করিয়াছ। তারপর মহারাজা কি বলিলেন?

তি। বলিলেন,—তা বেশ্ মর।

পি। কবুল জবাব?

তি। হাঁ,—কবুল জবাব।

পি। সখি, কাজ কি ভাল হইয়াছে?

তি। যে মরিবে, মরণ যাহার নিশ্চয়—তাহার আবার ভাল মন্দ কি সখি?

পিয়ারী নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

তিলোত্তমা বলিল, "আর এক কথা শো'ন—কাল শান্তশীলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—"

পিয়ারী চমকিয়া উঠিল। বলিল, "কোন্ শান্তশীল?"

তি। যাহার সহিত আমার পূর্ব্বে বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল,—সে এখন যবনের উচ্ছিষ্টান্নভোজী।

পি। ইহাও কি স্বপ্ন নহে?

তি। না,—আমার এই ঘরে সে আগমন করিয়াছিল। সে বলে, এখনও আমার রূপবহ্নিতে সে বিদগ্ধ হইতেছে।

পিয়ারী শিহরিয়া উঠিল। তাহার মস্তকের ভিতর ঝিমঝিম করিতে লাগিল। সে বলিল, "সখি—বড়ই সর্ব্বনাশের কথা! মুসলমানের নজর এই রাজ্যেও পড়িয়াছে;—তারপরে?"

তি। তার পরে সে আমাকে চায়।

পি। তুমি কি বলিলে?

তি। সে যখন বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল,—তখন এই বামপদ দেখাইয়া বলিলাম হিন্দুদ্বেষীর বক্ষে ইহারই আঘাত উপযুক্ত।

পিয়ারী আরও ভীতা হইল। বলিল, "তার পর?"

তি। তারপর সে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, দেখিব—তোমার হিন্দুরাজার বাহুতে কত বল! দেখিব—তোমায় কে রক্ষা করিবে।

সর্পদংশনভীত পথিকের ন্যায় পিয়ারী কাঁপিয়া উঠিল। বলিল,

"সখি! বড় সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বুঝি এ ক্ষুদ্র রাজ্য রসাতলে যায়!"

তি। যাইবে না।

পি। কে রক্ষা করিবে?

তি। হেমচন্দ্র!

পি। মুসলমানের সহিত যুদ্ধে পারিবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

তি। না হয় মরিব।

পি। সমগ্র মাগধপুরী মরিবে।

তি। আমি মরিলেই সমস্ত মিটিয়া যাইবে।

পিয়ারির দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "এইবার বুঝিলাম তুমি সত্য সত্যই মরিবে। কেন সখি, দু'দিনের জন্য আমায় মজাইলি ?"

তিলোত্তমা কাঁদিল না। সে স্থির হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। মূর্ত্তি বড় স্থির, বড় গম্ভীর। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "সখি, আমার একটা উপকার করিতে পারিবে ?"

পি। সাধ্য থাকিলে নিশ্চয়ই করিব।

তি। আমি হেমচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া দেই,—এই মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে পার ?

একটু খানি চিন্তা করিয়া পিয়ারী বলিল, "এ বেলা পাঠাইবার কোন সুবিধা দেখিতেছি না। ন্যায়রত্ন মহাশয় বাড়ী নাই—গরীব দুঃখীদের দু'চারটা পয়সা দিয়া পাঠাইব, তাহারও উপায় নাই—কেহই তাহারা বাড়ী নাই, সকলেই নন্দনাবাসে ভিক্ষা লইতে গিয়াছে। রাজা আজি সকলেরই মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন।

দ্বারের পার্শ্ব হইতে কে বলিল, "আমি দিয়া আসিব।"

উভয়ে চাহিয়া দেখিল, গৃহ মধ্যে শ্যামা প্রবেশ করিল।

পিয়ারী বলিল, "হাঁ শ্যামা! কা'ল সখীকে লইয়া তোর কি রাজবাড়ীতে যাওয়া উচিৎ হ'য়েছিল!"

শ্যামা হাঃ হাঃ, করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি পাগল উচিৎ অনুচিৎ বুঝি না—তুমিও যে বুঝ, তাহাও বুঝি না—যার প্রাণ যায়, সে আপনিই যায়—রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।"

তি। শ্যামা! এ দুর্দ্দিনে তুমিই আমার সখী। একখানা পত্র মহারাজাকে এখনই দিয়া আসবি ?

শ্যা। আস্‌বো না ত কি!
আমি কি বৃকভাণুর ঝি?
আমি বৃন্দাদূতি
আস্‌বো যাব নিতি।

পি। এ যেন কবিত্বের ফোয়ারা। গান আর কবিতায় যেন শ্যামার হৃদয় ভরা।

শ্যা। গান আর কবিতা কাহাকে বলে?—সে কি পাগলের পাগ্‌লা ভাবের নাম?

তিলোত্তমা তাড়াতাড়ি একখানা পত্র লিখিয়া খামে আঁটিয়া শ্যামার হাতে প্রদান করিল।

পি। শ্যামা! আজি রাজা বড় ব্যস্ত!—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন—দান, কাঙ্গালী ভোজন, ভিখারীকে ভিক্ষা দান—এ সমস্তে তাঁহার অবসর নাই! কেমন করিয়া পত্র দিবি?

শ্যা। প্রভাসতীরে যজ্ঞ কেবল শ্রীরাধিকার মিলন জন্য বৈত নয়।

শ্যামা আর দাঁড়াইল না, সে পত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া তিলোত্তমা ও পিয়ারী শুনিল, শ্যামা উদ্যান মধ্য দিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"সাধিব চরণে ধরি কহিব বিনয়ে,
আছে গো, প্রেমিকা এক তোমারে চাহিয়ে।
পাতিয়া হৃদয়াসন সাজায়ে কুসুমে
প্রেমের সুগন্ধি তায় দিয়াছে মাখায়ে—
চল চল বীরশ্রেষ্ঠ, বীরবর্ম্ম পরিয়ে

সম্মুখ সমরে পীড় সত্বর অরিরে ;
নতুবা মরিবে বালা ;—চল চল চল ত্বরা
জুড়াব নয়ন দ্বয় যুগলে হেরিয়ে।”

শ্যামা যখন গিয়া নন্দনাবাসে উপস্থিত হইল, তখন সেখানে মহাসমারোহ কাণ্ড!

বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে,—সহস্র সহস্র লোকে সে বিস্তৃত প্রাসাদ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলেই পান ভোজনে পরিতৃপ্ত—দীন দুঃখীগণ ভিক্ষালব্ধ ধনেসন্তুষ্ট—গীতবাদ্যে সে প্রাসাদ উদ্ভাসিত।

হেমচন্দ্র সস্ত্রীক যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়া, নিজে নগ্নপদে সমস্ত সমাগত আত্মীয়বর্গকে মধুরসম্ভাষণায় পরিতুষ্ট করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাণী মৃণালিনী বাটীর মধ্যে কুটুম্বিনীদিগকে যথোচিৎ আদর অপ্যায়িতে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

শ্যামার ইচ্ছা হইল, একবার বাটীর মধ্যে ঘুরিয়া দেখিয়া আসি। সে বাটীরমধ্যে গমন করিল। সেখানে গিয়া দেখে, দুইটি সুন্দরী রমণী একত্রে বসিয়া গল্প করিতেছেন,—শ্যামা সেই স্থানে দর্শন দান করিলেন। রমণীদ্বয় তাহার আগমনে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কে গা ?”

শ্যা। তোমরাই বা কে গা ?

১ম সু। আ মরণ! আমাদের যেন চেনেন না।

শ্যা। আমরণ—আমাকেই যেন চেনেন না।

২য় সু। ছুঁড়ীত বড় দুষ্টু।

শ্যা। আপনারাই বা কম কি ?—আমার মত গান গাহিতে পারেন ?

১ম স্ত্রী। পোড়া কপাল তোমার গানের। যে মিষ্টভাষিণী!

শ্যা। আপনাদের কথাও যেন কাকের মত।

আর দুই তিন জন স্ত্রীলোক তখন সেখানে আসিয়া জুটিলেন। একজন বলিলেন, "তুমি কাদের মেয়ে গা?"

শ্যা। একটা মেয়ে আমি—ক'জনের হ'ব? একটা মেয়ে একজনের হওয়াই সম্ভব।

স্ত্রী। মরণ আর কি! বলি, তুমি কি জাতি?

শ্যা। চোকের মাথা খাও,—আমাকে দেখিয়া কি চিনিতে পার নাই! আমি স্ত্রীজাতি।

২য় স্ত্রী। সে কথা নহে—বলি তুমি হিন্দু, না মুসলমান।

শ্যা। হিন্দু, কিন্তু ব্যবহারে মুসলমান।

২য় স্ত্রী। এখানে কেন?

শ্যা। শুনিয়াছি, নন্দনাবাসে অনেক সুন্দরীর আগমন হইয়াছে, তাহাই দেখিতে।

২য় স্ত্রী। তুমি পাগল!

শ্যা। ঐ কথাটী অনেকেই বলিয়া থাকে।

তখন সেই রমণী সপ্তরথী একত্র হইয়া শ্যামা অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। ভারি একটা হৈ-চৈ বকা-বকি আরম্ভ হইল।

সেই সময় সহসা সেখানে হেমচন্দ্র আগমন করিয়া কহিলেন, "গোলমাল কিগা?—ঝগড়া কেন?"

শ্যামা সকলকে ছাড়িয়া হেমচন্দ্রকে পাইয়া বসিল। বলিল, "ছিঃ! মহারাজ, অবাক হইলাম। একটা নহে, দুটা নহে,—আমরা সাত আটটা মাগী একত্র হইয়াছি,—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ঝগড়া কিসের? যেমন ঘটীবাটী একত্রে থাকিলে

তাহার ঠুনঠুনানি অবশ্যই হইবে,—তেমনি একত্রে একাধিক রমণী একত্র হইলেই ঝগ্‌ড়া হইবে।”

হেমচন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ও কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন,—এই রমণী গত কল্য রাত্রে তিলোত্তমার সঙ্গে আগমন করিয়াছিল।

শ্যামা হাসিয়া কহিলেন, “মহারাজ! একখানি পত্র আছে, লইবেন কি ?„

হে। কে লিখিয়াছে ?

শ্যা। জানি না—পত্র লইবেন ?”

হে। দাও—পত্র পাঠে দোষ কি ?

শ্যা। যদিই মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, পুরুষের মনের বাঁধ—ফল্গু নদীর বালি দিয়া।

অতঃপর শ্যামা হেমচন্দ্রের হস্তে পত্র দিয়া প্রস্থান করিল। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল, “মহারাজ! একজন মুসলমান পদাতিক আসিয়া আপনাকে একখানি পত্র দিয়া বলিয়া গেল, মহারাজের নিজহস্তে দিবে। এখন লইতে আজ্ঞা হইবে কি ?”

হে। পদাতিক কোথায় গেল ?

ভৃ। সে যায় নাই, আছে—পত্রের জবাব লইয়া যাইবে।

হে। তাহার বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ?

ভৃ। আজ্ঞে হইয়াছে।

হে। পত্র দাও!

ভৃত্য পত্র প্রদান করিল। হেমচন্দ্র সে পত্রখানিও লইলেন। পত্র দুইখানি হস্তে লইয়া, একটি নিভৃত কক্ষে গমন পূর্ব্বক প্রথমে ভৃত্য প্রদত্ত পত্র পাঠ করিলেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে;

"মহাশয়! আমার নমস্কার জানিবেন। আপনি এখনও দীল্লির সম্রাটের সনন্দ প্রাপ্ত হন নাই—সুতরাং রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, কাজেই সেরূপ অভিবাদনাদি করা হইল না।

"আমার নাম শান্তশীল—বোধ হয়, নাম শুনিয়া থাকিবেন। আমার প্রয়োজন এই যে, আপনার পুরীমধ্যে রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী নামক একজন ধনী বাস করেন, তাঁহার একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা আছে, তাহার নাম তিলোত্তমা। তিলোত্তমাকে আমার নিকট আপনি অতি ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন। সে আমার দাসী হইবে—কেন এবং কিসে তাহাকে আমার প্রয়োজন, তাহা আপনাকে না বলিলেও ক্ষতি নাই—কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন। মনঃসংযোগ পূর্ব্বক আমার প্রয়োজন-সাধনে যত্ন করিবেন এবং তাহাকে পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে আমি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে আপনার সনন্দ লইয়া দিব। অন্যথা করিলে আপনার ক্ষুদ্র মাগধনগরী মুসলমানপদে বিদলিত হইবে।"

"শ্রীশান্তশীল।"

পত্র পাঠান্তে হেমচন্দ্রের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কুকুর! কুকুরের কি অহঙ্কারের কথা! আমাকে মুসলমানের সনন্দ দিয়া কৃতার্থ করিবে—আর আমি তদ্বিনিময়ে একটি ভদ্রমহিলাকে তাহার বিলাসের জন্য স্বহস্তে পাঠাইয়া দিব।"

তখনই সে পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পদদ্বারা দলিত করিলেন। অতঃপর শ্যামা-প্রদত্ত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"মহারাজ! দাসীর অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। কা'ল রাত্রে একবার আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া যথেষ্ট প্রগল্‌ভতার পরিচয় দিয়াছি, মার্জ্জনা করিবেন। আর মনে ভাবিবেন না যে, এ হৃদয়স্থ সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঐরূপ চঞ্চল। মরণের সময় নিন্দা, সুখ্যাতি কি? শ্মশানে লজ্জা কোথায়?

আপনার নিকট বলিয়াছিলাম, আমরা নদী পার হইয়া যাইবার সময় একজন মুসলমান সৈনিককে নদী পার হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু আরও ভয়ানক কথা শুনুন। আমি শূন্যহৃদয়ের ব্যথাটুকু লইয়া উদাসভাবে গৃহে প্রবেশ করিলাম,—গৃহটি তখন অন্ধকার; অন্ধকারে ঘরে যেন মানুষের পায়ের শব্দ অনুভূত করিলাম। ভয়ে হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঝটিতি আলো জ্বালিয়া অনুসন্ধান করিয়া কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া, ব্যথিত হৃদয়ের চকিত ভাব-প্রসূ বলিয়া সে শব্দকে আর গ্রাহ্য করিলাম না। শয্যায় শয়ন করিলাম,—কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি, আমার সম্মুখে পুরুষ-মূর্ত্তি! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—মনে মনে মহারাজের জয়যুক্ত এবং পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করতঃ তাহার পরিচয় জানিলাম—সে মুসলমানের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর শান্তশীল। সে আমাকে চায়, আমি অতি বিরক্ত হইয়াই তাহাকে বলিয়াছি, তোমার বক্ষে আমার বামপদের আঘাতই উপযুক্ত। তাহাতে সে ক্রোধকম্পিত কলেবরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল,—কে তোকে রক্ষা করে, দেখিব। যদি চাহিবামাত্র না পাই—ক্ষুদ্র

মাগধনগরী চূর্ণ করিয়া অতল সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিব। আর যাহা বলিয়াছিল,—তাহা লিখিব না।

সম্ভবতঃ আমাকে প্রার্থনা করিয়া মহারাজকে পত্র লিখিবে। আমাকে না প্রদান করিলে, সে কুকুর নিশ্চয়ই একটা গোলযোগ বাধাইবে। মুসলমান-অত্যাচারে কাহারও রক্ষা নাই—কেন না, তাহাদিগের এখন পড়তা ভাল। আমার নিকট খুব তীব্র বিষ আছে, আমাকে পাঠাইতে ভয় করিবেন না। আমি ক্ষুদ্র নারী, আমার জন্য হিন্দুর আশা-ভরসা—মাগধনগরীর শ্রী-সৌষ্ঠব যেন নষ্ট না হয়। মহারাজের শ্রীচরণে যেন কুশাঙ্কুর না বিঁধে। আরও আমার মরণ যখন অতি নিকটে,—তখন দেশের একটু কাজ করিয়া মরিতে পাইলেও জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। বিশেষতঃ আমার জন্যই বুঝি এ গোলযোগ।"

"দাসী——তিলোত্তমা।"

হেমচন্দ্র পত্রপাঠ করিয়া অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলেন। রক্তবর্ণোজ্জ্বল কান্তিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিয়া ভাবিয়া এক উচ্চ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শেষ লেখনী ও মসীপত্র লইয়া দুইখানি পত্র লিখিলেন। একখানিতে লিখিলেন—

শান্তশীল! তোমার প্রস্তাবে কার্য্য করিতে কেহই পারে না। আমি সনন্দ প্রার্থী নহি। ভরসা করি, তুমি কখনও আমার রাজ্য মধ্যে পদার্পণ করিবেনা।"

দ্বিতীয় পত্র খানিতে লিখিলেন,—

"মরিতে হয়, তুমি ঘরের কোণে মরিও। আমি তোমাকে হাতে করিয়া বিষ খাওয়াইতে পারিব না। কুকুরের ভয়ে দেবী-

প্রতিমা কোন হিন্দু বিসর্জ্জন দেয় না। রাজ্য সম্বন্ধে কি করা উচিত না উচিত, তাহা স্ত্রীলোকের পরামর্শে হয় না।"

অতঃপর পত্র দুইখানি যথাযথ স্থানে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। দিনমণি পশ্চিমগগন প্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। নন্দনাবাসের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ পান-ভোজন ও আমোদ-আহ্লাদে পরিতুষ্ট হইয়া সন্তুষ্ট মনে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিতে লাগিলেন।

হেমচন্দ্রের আদেশমতে শিবিকা আসিল—সুসজ্জিত শিবিকা-রোহণে সস্ত্রীক তিনি মাগধপুরীতে গমন করিলেন। অন্যান্য সকলেও যথাযোগ্য যানবাহনারোহণে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। নন্দনাবাস সমস্ত দিনের আনন্দোন্মাদনার পর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; সেখানে কেবল কতকগুলি প্রহরী বিরাজ করিতে লাগিল। আর তাহার ক্ষুদ্র দুর্গে কতকগুলি সৈন্য যেমন পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতি করিত, তেমনই তাহারা রহিল।

হেমচন্দ্র রাজপ্রাসাদে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রীগণকে ডাকিয়া প্রাগুক্ত ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মহারাজের প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের জন্য রসদ—গোলা গুলি, বারুদ ও সেনাবল বৃদ্ধির পরামর্শ করিলেন। আর যাহাতে পুরী সম্যক্ প্রকারে সুরক্ষিত হয়, কোন প্রকারে মুসলমান বা বিদেশীয় কোন ব্যক্তি বিনা আদেশে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করা হইল। এবং পুরীরক্ষকগণকে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনে মনঃসংযোগ জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পতন—না, উত্থান।

আধুনিক তমলুকের সহিত আমরা পরিচিত। তমলুক মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা; কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় আঠার ক্রোশ দূরে সংস্থাপিত। তমলুকের প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত;—পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্ত অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তখন তাম্রলিপ্তের পাদমূলধৌত করিয়া সুনীল সিন্ধু চঞ্চল তরঙ্গ তুলিয়া সফেন উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইত, আর সেই বন্দর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান মন্দপবনে কেতন উড়াহিয়া যাত্রী ও পণ্য লইয়া চীন প্রভৃতি দূর দেশে যাইত। এখন আর সে দিন নাই,—এখন সেই পদতলবাহী সিন্ধুস্রোতের মত তাম্রলিপ্তের গৌরবও

বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র হইতে দূরে, বিগতগৌরব তাম্রলিপ্ত সমৃদ্ধির শ্মশানের মত পড়িয়া আছে।

কামরূপ হইতে বিতাড়িত হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে,—সমগ্র মুসলমান সেনা বাঙ্গলার চারিদিকে কয়েকটি বিভক্তদলে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারই একদল চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আজি দুইমাস ধরিয়া এই তমলুকের নিকট সিন্ধু-কিনারে ছাউনি করিয়া আছে। তাহাদের অত্যাচারে, লুণ্ঠনে—পাপে দেশবাসীর মধ্যে হাহাকার রব উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পর মুসলমান সৈনিকগণের শিবিরে শিবিরে সহস্র সহস্র আলোকমালা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে নৃত্যগীত ও সুরাপানজনিত মত্ততার স্রোত বহিতে লাগিল। কোথাও জীবকুল জবাই হইতেছে, কোথাও পিঁয়াজ-রসুনের সুরভিপূর্ণ গন্ধ উঠিয়া নৈশবায়ুকে মাতাইয়া দিতেছে,—কোথাও সতরঞ্চ ক্রীড়া হইতেছে।

এই সময়ে একটি অতি সুসজ্জিত পটগৃহে দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। একের নাম রুস্তমআলি, অপরের নাম শান্তশীল।

র। দেখুন,—আপনি আমাদের কাজে অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

শা। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যবন-কার্য্যে উৎসর্গীকৃত। যবন-সেনার হিতসাধনার্থ আমি সমস্ত কার্য্যেই প্রস্তুত আছি।

র। দেখুন,—আপনি এত অল্পদিনের মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইয়াছেন,কেবল আপনার পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মেরজন্য।

শা। যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন একই ভাবে যবনকার্য্য সাধিত করিব।

র। আমাদের ইচ্ছা—আপনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ আলির সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।

শা। মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও আপত্তি নাই।

র। তবে আপত্তি কিসে আছে?

শা। আপনাকেত আমি বলিয়াছি—আমার প্রতি দয়া করিতে হইবে।

র আপনার হিতজন্য আমরা অসাধ্য সাধনেও প্রস্তুত আছি।

শা। গন্ধমূষিক হেমচন্দ্র মাগধনগরী নামক ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে। সেই রাজ্যটি মুসলমানের পদানত করিতে হইবে—হেমচন্দ্রকে গোমাংস ভক্ষণ করাইয়া মুসলমান করিতে হইবে। আর সেই নগরে রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর এককন্যা আছে—তাহাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর বাঁদী করিয়া দিতে হইবে।

র। (হাসিতে হাসিতে) আপনার স্ত্রী কোথায়?

শা। আমি বিবাহ করিব—মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানকন্যা বিবাহ করিব।

র। হেমচন্দ্র গন্ধমূষিক হইলেও তাহার বাহুতে বড় প্রতাপ, তাহার বুদ্ধি-কৌশলও খুব অধিক।

শা। তবে কি তাহার ভয়ে মুসলমান সেনা তথায় প্রবেশ করিবে না?

র। আমার ইচ্ছা—মহম্মদ আলি পূর্ব্বদেশ হইতে সসৈন্যে ফিরিয়া আসিলে মাগধনগরী আক্রমণ করা যাইবে।

শা। ততদিন সময় দিলে গন্ধমূষিক বহুল সেনাবল ও যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে।

র। কিন্তু এই দশ সহস্রমাত্র সৈন্য লইয়া হেমচন্দ্রকে আক্রমণ করাও যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

শা। আমি আশা করি যে, ইহারও কম—পাঁচ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া আমি মাগধনগরী আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব।

র। যদি ভাল বিবেচনা করেন—তাহাই করিবেন। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম—

শা। কি বলিতেছিলেন—আজ্ঞা করুন।

র। বলিতেছিলাম—রাধানগরে আপনাদের কি ঠাকুর আছে?

শা। হাঁ—রাধাবল্লভ।

র। শুনিয়াছি—ঐ ঠাকুরের গায়ে নাকি লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার আছে; লুণ্ঠন করিতে যাইবেন?

শা। আমার বিশেষ আপত্তি কিছুই নাই।

র। আপনি আগামী কল্য প্রত্যুষেই আবশ্যকীয় সৈন্যাদি লইয়া ঐ অলঙ্কার লুণ্ঠন করিতে গমন করিবেন। ফিরিয়া আসিয়া মাগধনগরী আক্রমণের জন্য অনুমতি পাইবেন।

শা। যে আজ্ঞা।

র। শরীরটা বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে—সেরাজী খাইব।

শা। আমি তবে এখন যাই।

র। আপনি আমার দোস্ত—একত্রে খাইব।

ভৃত্য সেরাজী আনিয়া গ্লাস পূর্ণ করিয়া দিল—উভয়ে তাহা পান করিলেন পুনরায় দুই গ্লাস পূর্ণ সেরাজী তাঁহাদের উদরস্থ

হইল—রস্তম আলির আদেশমতে দুইখণ্ড গোমাংস আনিয়া ভৃত্য স্বর্ণপাত্রে রক্ষা করিল। রস্তম আলি বলিলেন, "দোস্ত খাইয়া ফেল।"

শা। আমি খাইতে পারিব না।

র। কেন?

শা। শ্রদ্ধা হইবে না।

র। তোমাদের কাঁচাকলা সিদ্ধ হইতে উহা অতি উত্তম—উহার নাম কোপ্তা।

শা। তাহা হইলেও রুচিকর হইবে না।

র। হিন্দুকে মুসলমানের বিশ্বাস করিতে ও ঐরূপ শ্রদ্ধা বা রুচি হয় না——পরস্পরেরই অশ্রদ্ধা। বর্ত্তমানে একটা ঘুচাইয়া দিলে আর একটা ঘুচিতে পারে।

শান্তশীল সেরাজী খাইয়া গোমাংসের কোপ্তা অতি ম্লানমুখে খাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।—সূত্রপাত।

মাগধনগরীর ইন্দ্রালয়তুল্য প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদমধ্যে মন্ত্রণা-গৃহের সিংহাসনোপরি রাজা হেমচন্দ্র উপবিষ্ট। পার্শ্বে বৃদ্ধ ও তরুণ মন্ত্রণাসচীবগণ এবং সেনাধিনায়কগণ গম্ভীর বদনে বসিয়া আছেন। পুরোভাগে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শোভা পাইতেছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। যেন

গাম্ভীর্য্যের পূর্ণমূর্ত্তি সকল উপবিষ্ট—কিন্তু সকলেরই আকৃতি প্রকৃতিতে গভীর চিন্তার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বর্ণাধারে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকমালা সুগন্ধি তৈলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই স্তব্ধগৃহটীকে সজীব রাখিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে হেমচন্দ্র অতি গম্ভীরস্বরে কহিলেন।—"আমি তাহাই স্থির রাখিব বলিয়া ভাবিতেছি।"

বৃ-ম। আমারও মতে তাহাই কর্ত্তব্য, আপনাদিগের সকলের মত কি?

২য়-ম। আমার বিবেচনায় আরও কিছু সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া তবে আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

হে। কেন, বর্ত্তমানে আমার প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য আছে—ইহার মধ্যে বিংশতি সহস্র সৈন্য পুরীরক্ষা করুক এবং স্বয়ং সৈন্যাধক্ষ মহাশয় তাহাদিগের পরিচালনার ভার লউন। আর আমি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মুসলমানশিবির আক্রমণ করিব।

বৃ-ম। দ্বিতীয়ামত্য মহাশয় যাহা প্রস্তাব করিতেছেন,—তাহাও মন্দ নহে। কেননা, মুসলমান সৈন্য অতি দুর্দ্ধর্ষ, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইলে, বিশেষ বল-সংগ্রহের প্রয়োজন।

হে। অতর্কিত ভাবে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আমি আক্রমণ করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব।

২য়-ম। তমলুকে তাহাদিগের গতিবিধি দর্শনার্থ কে গমন করিয়াছিলেন?

হে। দ্বিতীয় চৌরোদ্ধরনিক কেশব গিয়াছিলেন। ঐ তিনি আপনার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।

২য়-ম। মহাশয়! আপনি সেখানে তাহাদের কিরূপ অবস্থা

ও কত সৈন্য দর্শন করিলেন, এবং পরামর্শ আদি কিরূপ শ্রুত হইলেন, কিরূপ অবস্থায়, কত দিন বা তাহাদের শিবিরে অতিবাহিত করিয়াছিলেন?

কে। সাধারণ ভৃত্যের বেশে তাহাদিগের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেখানে প্রায় পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

হে। কি খাইতেন?

কে। আমি শান্তশীলের ভৃত্য হইয়াছিলাম। যদিও তাহার খানা-পিনা মুসলমানের হাতেই হয়, তথাপিও তাহার অনেকগুলি হিন্দু ভৃত্যও আছে। আমি হিন্দু ভৃত্যই ছিলাম এবং একবেলা রন্ধন করিয়া খাইতাম, অপরবেলা অমনিই থাকিতাম।

ম। তাহাদের সৈন্যসংখ্যা কত দেখিলেন?

কে। দশ সহস্রের উপরে হইবে না।

ম। কে তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান?

কে। রস্তম আলি, কিন্তু শান্তশীলের পরামর্শেই সে পরিচালিত।

হে। মাগধনগরী আক্রমণ সম্বন্ধে তাহাদের কি পরামর্শ হইতেছে?

কে। স্বসৈন্যে মহম্মদ আলি আসিয়া তাহাদিগের সহিত যোগদান করিলে, মাগধনগরী আক্রমণ করিবে, ইহাই তাহদিগের স্থির হইয়াছে।

হে। মহম্মদ আলি কত দিনে আসিবে, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছ কি?

কে। তাহাকে আসিবার সংবাদ প্রদান করিতে লোক গিয়াছে।

হেমচন্দ্র দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আপনারা সকলেই সমস্ত শুনিতে পাইলেন,—মহম্মদ আলি কত সৈন্য লইয়া আসিয়া উহাদিগের সহিত যোগ দিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তখন হয়ত উহাদিগের সৈন্য সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িবে। আমার বিবেচনায় তাহারা আসিয়া উহাদিগের সহিত সংমিলিত হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে বিধ্বস্ত করা যাউক। তাহা হইলে মহম্মদ আলির দল আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদিগকেও সহজে পরাজিত করা যাইতে পারিবে।

ম। আর যদি আপনি তমলুক গমন করিলে মহম্মদ আলি বহুসৈন্য লইয়া মাগধনগরী আক্রমণ করে!

হে। এখানে বিংশতি সহস্র সৈন্য ও সৈন্যাধক্ষ থাকিলেন।

কে। আর একটি কথা—শান্তশীল একদিন মদ খাইয়া অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আমি তখন তাহার নিকট ছিলাম,—তাহাকে মাগধনগরী আক্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিয়াছিল—রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে পাইলে সে আর এ পুরী আক্রমণ করিবে না। বরং মুসলমানের সহিত সখ্যতা করাইয়া দিতে পারে।

দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন, "সেই নরপিশাচ —হিন্দুকুলগ্লানি কুকুরকে আমি যথোচিৎ শাস্তি প্রদান করিব।"

ম। যদি নিতান্তই এই সময়ে রস্তমআলির শিবির আক্রমণ করা আপনার অভিমতি হয়, তবে দয়ানন্দ সরস্বতি মহাশয় ও ন্যায়রত্ন মহাশয়ও বাহির হউন—যত পারেন, চারিদিক হইতে হিন্দু যোয়ানগণকে আনিয়া মাগধনগরীতে পদাতিক সৈন্যমধ্যে সংযোজিত করুণ।

হে। সে যুক্তি মন্দ নহে।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "যাহার যেরূপ ধনের আবশ্যক হইবে, বিশেষ বিবেচনায় এবং স্বচ্ছলতার সহিত তাহাকে সেই পরিমাণে ধন দান করিবে। কার্পণ্যতা বা অপরিমিতত্তা যেন না ঘটিতে পারে।"

ধনাধ্যক্ষ অভিবাদন করিয়া সম্মতি জানাইল। বণিক শ্রেষ্ঠকে হেমচন্দ্র বলিলেন, "আপনি সমস্ত বণিককুলকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করুন। মাগধনগরীতে এমত পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ হইয়া থাকা চাই—যাহাতে অন্ততঃ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য একবৎসর কাল বসিয়া খাইতে পারে।"

বণিকশ্রেষ্ঠ "যে আজ্ঞা বলিয়া"—অভিবাদন করিল।

হে। মন্ত্রীগণ! অমাত্যগণ! বন্ধুগণ! আপনারা সকলেই এখানে উপস্থিত। আপনাদের স্নেহ, অনুরাগ, ভালবাসা এবং স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি প্রীতি স্মরণ করিয়া—আর দেশের প্রতি অত্যাচার মনে করিয়া অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। যাঁহার যে বিষয়ে যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য আছে—প্রাণপণে তিনি তাহাই সংসাধন করিবেন। সকলের সমবেত চেষ্টায় দানব-কুল নির্ম্মূল হয়—মুসলমানত কোন্ ছার!

সকলেই সমস্বরে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে যথাসাধ্য স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

তখন যে যে সৈন্যদল, অশ্ব, হস্তি, যান ও অস্ত্রশস্ত্র এবং যে পরিমাণে খাদ্যাদি লইয়া হেমচন্দ্র যাত্রা করিবেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত হইল।

দৈবজ্ঞ ক্ষণ মুহূর্ত্ত লগ্ন স্থির করিয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন।

অতঃপর সভাভঙ্গ জনিত তূর্য্য নিনাদিত হইলে, সভাভঙ্গ করিয়া সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

প্রভেদ—কে কে।

গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে দম্পতি-যুগলে কথা হইতেছিল। মৃণালিনীর অসংযত চূর্ণকুন্তলরাশি যথাস্থানে স্থাপন করিতে করিতে হেমচন্দ্র কহিলেন, "স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষার্থ যদি এ ক্ষুদ্র জীবনও নষ্ট হয়, তবে তাহা হইতে আর কি আনন্দ আছে ?"

মৃণালিনী ব্যথিত কম্পিত স্বরে কহিলেন; "একি কথা কহিতেছ, মৃণালিনীর হৃদয় সর্ব্বস্বধনের—অন্ধের যষ্টি অপহরণের কথা কেন শুনাইতেছ ?"

হে। না,—মরিবই যে, তাহারত নিশ্চয়তা নাই। তুমি হাসি মুখে বিদায় দাও।

মৃ। হৃদয় যে কেমন করে!

হে। বীরপত্নীর কথা উহা নহে।

মৃ। তুমি যদি আমার দরিদ্র হইতে, উভয়ে যদিপর্ণকুটীরে শাকান্ন ভোজনে চীরবসন পরিধানে পত্রশয্যায় শয়নে কাল কাটাইতাম আমার বিবেচনায় ইহা হইতে অধিক সুখী হইতে পারিতাম।—তুমি আমার ত্রিভুবনের রাজ্যাপেক্ষা অধিক।

হে। প্রাণাধিকে! তুমি ভালবাস বলিয়া এমন বলিতেছ—কিন্তু তোমার আঁচলের মধ্যে মাথা লুকাইয়া যদি আমি বসিয়া থাকি—তবেই কি তুমি আমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে?

মৃ। তাই বলিয়া কে হৃদয়-সর্ব্বস্বকে মরণের মুখে তুলিয়া দিতে পারে? আমি তোমাকে যাইতে দিব না। যদিই যাবে,আগে তোমার কোষস্থিত অসিতে আমাকে বধ করিয়া যাও।

হে। মৃণালিনী;—বীরপত্নী স্বামীকে যদি হাসিমুখে রণক্ষেত্রে বৈর নির্য্যাতনে পাঠানতবে সে বীর দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুনিধনে সক্ষম হন তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায়দাও। বীরপত্নীর যশঃকীর্ত্তি লাভকর।

মৃ। চাহিনা—আমি যশঃ কীর্ত্তি কিছুই চাহিনা—চাহি তোমাকে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।

হে। আজি সমস্ত মাগধনগরী—বীরোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া আমার মুখাপেক্ষী আছে—ঐ শুন, ঐ দেখ—চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলে চাহিয়া দেখ—বীরগণ রণোন্মাদে সারি বাঁধিয়া শত্রুনিপাত কামনায় জয়োচ্চারণ করিতে করিতে নগরের বাহির হইয়া পড়িতেছে।

মৃ। বেশ্—উহারা তোমার অর্থে—তোমার অন্নে শত্রু-নিপাত-জন্য—দেহপোষণ করিয়া আসিতেছে! আজি তাহারা শত্রুনিপাত করিতে গমন করুক।

হে। আর আমি বসিয়া তোমার সহিত প্রেমের আলাপ করি।

মৃ। কেন, তাহাতে কি দোষ হয়?

হে। নিশ্চয়ই দোষ হয়।

মৃ। কি দোষ হয়—আমি মুগ্ধা, জানি না।

হে। রাজ-ধর্ম্ম—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষা করা।

মৃ। তোমার সৈন্যগণ গিয়া যুদ্ধ করুক।

হে। ঐ দোষেই সোণার বঙ্গ মুসলমানের পদদলিত হইয়াছে। গৌড়াধিপ যদি কাপুরুষ না হইতেন—মুষ্টিমেয় মুসলমান আসিয়া কি নবদ্বীপ জয় করিতে পারিত?

মৃ। জগৎ হইতে কি যুদ্ধ বিগ্রহ বিদূরিত হইবেনা?—মানুষে মানুষের মৃত্যুমুখ দেখিয়া, মানুষে মানুষের রক্ত দেখিয়া, মানুষে মানুষের হৃদয়ের ধনকে কালের কোলে বলি দিয়া কেমন সুখ পায়? ধন-রত্ন কি হবে নাথ?—কত দিনে জগৎ হইতে এই ভীষণ নারকীয় প্রথা—ভীষণ অগ্নি-কাণ্ড বিদূরিত হইবে?—কত-দিনে মানুষে মানুষের দুঃখ বুঝিতে পারিবে?

হে। তাহা হইলে অবশ্য ই পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অসম্ভব।

মৃ। তুমি যুদ্ধে যেও না—আমি বাঁচিব না।

হে। আর কত বলিব—আমাকে যাইতেই হইবে। তবে যাইবার সময় তোমার হাসিমুখ দেখিয়া যাইতে পারিলে, বড় আনন্দে—বড় সুখে যাইতে পারিতাম।

মৃ। হাসি আসিবে কেমন করিয়া নাথ! দস্যু যদি বলে, তুমি দাঁড়াইয়া হাস—আমি তোমার বুকে ছুরি দিয়া তোমার জীবন বাহির করি—কে হাসিতে পারে!

হে। আমি যুদ্ধে জয় করিয়া—বিজয়-পতাকা উড়াইয়া যখন রাজ্যে আগমন করিব, তখন তোমার কি আনন্দ হইবে বল দেখি?

মৃ। তুমি আমার হৃদয়-নিধি, গৃহে আসিলে অপার আনন্দ হইবে। কিন্তু যুদ্ধজয়ে অধিক আনন্দ হইবে না।

হে। সে কি? কেন হইবে না।

মৃ। কত দুঃখিনীর হৃদয়নিধিকে শমনসদনে পাঠাইয়া আসিবে বল দেখি।

হেমচন্দ্র মৃণালিনীর ম্লানমুখে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমার স্বভাব অতি কোমল। তুমি প্রেমেরপ্রতিমা। কিন্তু রাজার পত্নী—বীরের পত্নীর মত আমাকে বিদায় দাও।"

মৃণালিনীর দুই চক্ষু বহিয়া বহিয়া জলস্রোত পড়িল।

মৃ। তুমি যুদ্ধে গমন করিলে—আমি কি বলিয়া মন বাঁধিয়া গৃহে থাকিব?

হে। আমি শত্রুনিপাত করিয়া সত্বরেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমার মুখদর্শনে সুখী হইব।

মৃণালিনীর হৃদয় আলোড়ন করিয়া এক তপ্ত নিশ্বাস বহির্গত হইল। সে ব্যথিত হৃদয়ে, উদাস চাহনিতে হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভগবান তোমায় সেই শত্রুসঙ্কুল স্থানে রক্ষা করিবেন। তুমি বীর—বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যাইতেছ—দাসীর কথা মনে রাখিও—সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে।"

মৃণালিনীর ম্লানমুখে চুম্বণ করিয়া হেমচন্দ্র গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। বাহিরে আরব্যদেশীয় সুশিক্ষিত সমরাশ্ব লইয়া অশ্বরক্ষক অপেক্ষা করিতেছিল,—হেমচন্দ্র তাহাতে আরোহণ করিলেন। হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে গ্রীবা বাঁকাইতে বাঁকাইতে অশ্ব গন্তব্য পথাভিমুখে চলিয়া গেল।

সে দিন শুক্লাচতুর্দ্দশীর চন্দ্র আকাশে বসিয়া করবর্ষণে পৃথিবীতলে সৌন্দর্য্যসুষমা ঢালিতেছিলেন। সুশীতল নৈশবায়ু প্রকৃতির অঙ্গে অলস-মদিরতা ঢালিয়া দিতেছিল। জগৎ সুখে নিদ্রিত,—কেবল রাজ-

প্রাসাদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া রাণী মৃণালিনী বিরহ-বিদগ্ধ হৃদয়টুকু লইয়া যাতনার মর্ম্মান্তিক দংশনে দহ্যমানা হইতেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আম্রকাননে—ধূমোদ্গম।

প্রলয়ের কল্লোলিত-উচ্ছ্বাস বুকে করিয়া, বিশালকায় সিন্ধু ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়া—উন্মাদের মত কে জানে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত-শুভ্র ফেনবিমণ্ডিত আকাশ প্রমাণ তরঙ্গরাজির ভীষণ গর্জ্জন। সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া সিন্ধুর সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া—যেন সমস্ত জড় প্রকৃতি ভয়ে নিস্তব্ধ।

বারিপ্রবাহ-পরিধৌত-সৈকত ভূমি চুম্বণ করিয়া, এক ঘন-পল্লবময় আম্রকানন। বিশ্বের অন্ধকার সেই ঘন-সন্নিবেশিত বিটপীরাজির পাতার নীচে, শাখার অন্তরালে, বৃক্ষাবলম্বী দুর্ভেদ্য গুল্মরাজির আশে পাশে খদ্যোৎ খচিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। এই আম্রকাননের মধ্যে—আজি রাত্রে দশসহস্রাধিক সৈন্য আসিয়া অতি সাবধানে আশ্রয় লইয়াছে। সেনাধিনায়কের এমনি সতর্কতা ও শাসন যে, এত লোক সমবেত হইয়াছে,—কিন্তু তথাপিও সে কাননের নিস্তব্ধতা বিন্দুমাত্রও বিনষ্ট হয় নাই।

বিরাটপ্রকৃতি শব্দশূন্য। সমস্তই যেন গভীর নিদ্রার ঘোর

মায়ায় সমাচ্ছন্ন। জাগিয়া আছে—কেবল মৃদু প্রবাহিত সমীরণ—বিটপীশীর্ষপুঞ্জীকৃত খদ্যোতের রাশি—অন্ধকারে আধফুটন্ত ফুল কলিকা—আর সেই জগতের আদি হইতে চির নিদ্রাহীন—বিচিত্র নীলাকাশের দীপ্তিময় তারকার রাশি।

সৈন্যপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত নিস্তব্ধতা—অন্ধকারে মিশিয়া সকলেই বসিয়া আছে, কাহারও মুখে কথাটিও নাই—কোন সাড়া শব্দ কিছুই নাই।

অতি ধীরে, এক বেগবান অশ্বপৃষ্ঠে এক মহাবলবান পুরুষ অতি সঙ্কোচে—অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া সেই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যিনি আসিলেন,—তিনি হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র আসিয়া অতি সাবধানে দুইবার হাতে তালি দিলেন,—তড়িদ্গতিতে দুইজন সেনাপতি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিল। অতি ধীরে, হেমচন্দ্র বলিলেন,—"রতণচাঁদ! তুমি দুই সহস্র সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদিকে যাইবে। সে দিকে একটা খুব বড় তালের বাগান আছে—সেই তালবাগানের মধ্যে তোমার সেনারক্ষণ ও ব্যূহ রচনা করিবে। কদাচ তোমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিও না। কিন্তু উহারা পশ্চাৎ হটিবামাত্রই আক্রমণ করিবে। আর ভগবান না করুণ,—যদি আমরা অপারগ হইয়া উঠি তখন সাঙ্কেতিক শব্দ প্রাপ্ত হইলে যুদ্ধস্থলে আসিয়াই আক্রমণ করিবে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্ব গজ অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি ও দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া রতণচাঁদ চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে এত লোক—এত অশ্বগজ—এত দ্রব্যসম্ভার গমন করিল,—কিন্তু কোন প্রকার শব্দ বা গোলযোগ হইল না;—এমনই সুশিক্ষা!

অতঃপর হেমচন্দ্র দ্বিতীয় সেনাপতিকে কহিলেন, "তুমিও দুইসহস্র সৈন্য লইয়া পশ্চিমদিকে যাও—ঐরূপ যদি মুসলমান সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া যায়, তবে আক্রমণ করিবে। আর আমরা যদি পরাস্ত হই—তখন আসিয়াই আক্রমণ করিবে। পশ্চিমদিকে একটা অতি পুরাতন গভীর পুষ্করিণী আছে—তাহারই পশ্চিম পার্শ্বে ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্যসংরক্ষণ করিবে।"

দ্বিতীয় সেনাপতিও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৈন্যাদি লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন।

পুনরায় আর একবার হস্ততল শব্দ করিলে একজন আসিয়া হেমচন্দ্রকে অভিবাদন করিল।

হে। চারি সহস্র সৈন্য লইয়া মুসলমান শিবিরের উত্তরভাগে গমন কর। উত্তরভাগে কোনরূপ আশ্রয় আদি নাই—সৈন্যগণকে চরণব্যূহ করিয়া রক্ষা করিবে—এবং আমাদিগের কামানেরশব্দ পাইলে ভীমবিক্রমে মুসলমান শিবির আক্রমণ করিবে। আমি দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করিব—আর তুমি পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বিসহস্র সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছে।"

সেনাপতি সৈন্যাদি লইয়া পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দেই চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দুই সহস্র সৈন্য—অশ্ব গজ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি পূর্ণ কতকগুলি গোযান মাত্র সেই আম্রকাননে রহিল। হেমচন্দ্র সেই স্থানে—সেইরূপ ভাবে অশ্বপৃষ্ঠেই অবস্থিত রহিলেন।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের রাজত্ব—হেমচন্দ্র যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া দেখিলেন, কেবলই গাঢ় অন্ধকার—বৃক্ষ-বল্লরী প্রভৃতি যেন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের আবরণ মস্তকে করিয়া স্থির নিশ্চল দাঁড়াইয়া

কত গাঢ় চিন্তায় মগ্ন আছে। চিন্তা বুঝি সকলেরই হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে। চিন্তা নাই কাহার?

হেমচন্দ্রের হৃদয়েও চিন্তার একাধিপত্য। হেমচন্দ্র ভাবিতে-ছেন—হে ভগবান,—শুধু কেবল তোমার বিঘ্নবিনাশন নাম স্মরণ করিয়াই এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি। তুমি না রক্ষা করিলে,—রক্ষার আর কোন উপায় নাই। দেশের জন্য—দেশের জন্য স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য মুসলমানের তেজোবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছি—রক্ষার ভার তোমার উপর। আশ্রিতকে যেন ভুলিও না প্রভু!"

ভাবিতে ভাবিতে একখানি মুখ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়া উঠিল।—সে মৃণালিনীর বর্ষাবারিপূর্ণ ম্লান গোলাপের মত জলভারাক্রান্ত মুখ—সে মুখ যদি হেমচন্দ্র আর দেখিতে না পান! যদি এই মুসলমান-সমরে তাঁহার জীবনপ্রদীপ জন্মের মত নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির নিকট স্বার্থপরতা! ছিঃ! হেমচন্দ্রের হৃদয়ে লজ্জার উদয় হইল। নিজের সুখের জন্য—প্রাণের এক বিন্দু আনন্দের জন্য হেমচন্দ্র কি মাতৃভূমির সেবা হইতে বিরত হইতে পারেন! দেশে অশান্তির পূর্ণরাজত্ব—দেশ জুড়িয়া হাহাকার—হেমচন্দ্র কি গৃহে বসিয়া মৃণালিনীর প্রেম-সুধা পান করিবে! ছিঃ! তিনি কি বীর নহেন! তাঁহার হৃদয়ে কি রাজ-রক্তের উত্তেজনা নাই। কিন্তু বিদায় কালীন সেই ম্লানমুখখানি মনে করিলে—হেমচন্দ্রের প্রাণ যে কেমন করিয়া উঠে!

প্রভাত হইলেই মুসলমানশিবির আক্রমণ করিতে হইবে—জয়

পরাজয় ভাগ্যচক্রের উপর নির্ভর করে। যদি হেমচন্দ্র পরাভূত হয়েন, কেমন করিয়া মাগধনগরীতে ফিরিয়া যাইবেন!

সহসা তাঁহার মনে অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার হইল। মাতৃভূমির সেবার জন্য প্রাণের আকুলবাসনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। যতশীঘ্র সম্ভব—মুসলমানশিবির আক্রমণ করিতে পারিলে যেন তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।

মৃদু-শীতল সমীরণ সংস্পর্শে হেমচন্দ্র পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, জগতে উষার আলোক দেখা দিয়াছে।

আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে—মনে মনে অতি ভক্তিভরে ইষ্টনাম স্মরণ পূর্ব্বক, হেমচন্দ্র সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্রে সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইল—সারি দিয়া ব্যূহাকারে প্রথমে গোলন্দাজ, তৎপরে বন্দুকধারী—তৎপরে বর্যা-বল্লমস্ত শড়্কী লইয়া অশ্বারোহীগণ, তৎপশ্চাতে পদাতিক সৈন্যের শ্রেণী—সর্ব্বাগ্রে হেমচন্দ্র সমরকুশল একতেজস্বীঅশ্বে আরোহণ করিয়া মুসলমান-শিবিরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বহ্নিদর্শন।

অতিপ্রত্যূষে—হেমচন্দ্রের পরিচালিত সৈন্যগণ মুসলমানশিবিরের অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখনও ভগবান মরীচিমালী অধিকদূর উঠেন নাই; নবনলিন-

দল-সম্পুটভেদ করিয়া যেমন কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত পাটল আভাটি দেখা যায়, তখন সূর্য্যের বর্ণটিও তদ্রুপ। তখনও বৃক্ষপত্রান্তরালে বসিয়া বিহগকুল কূজন করিতেছে। মুসলমান শিবিরের সকলে তখনও নিদ্রা হইতে উঠে নাই—সহসা প্রলয়ের গভীর গর্জ্জনবৎ কামানের শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহারা চমকিয়া উঠিল। সেনাপতি রস্তমআলি—শান্তশীল প্রভৃতি অতিত্বরায় যুদ্ধজন্য সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিলেন। অতি ত্বরায় সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। অশ্ব-গজ-যাদি-নিষাদী সকলেই শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত ও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল,—আবার সিন্ধুজল বিক্ষোভিত করিয়া—কানন প্রান্তর দিগন্তআলোড়ন করিয়া হিন্দুর কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—তন্মুহূর্ত্তেই মুসলমানের কামান রাশি সধূম অনল উদ্গীরণ করিয়া হিন্দু সৈন্যের কামানের প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

মুহূর্ত্তমাত্রে উভয় দলের রণদামামা বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমাত্রে উভয়দলের কামানরাশি হইতে সধূম অনলমালা উদ্গীরণ করিতে লাগিল।—মুহূর্ত্তমাত্রে উভয়দলের শাণিতাস্ত্র সমুদয় বালার্কাকিরণো-দ্ভাসিত হইয়া ঝক্মক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—মুহূর্ত্তমাত্রে উভয়দলের অশ্বের হ্রেষারব ও, গজের বৃংহতীতে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন কারয়া তুলিল,—মুহূর্ত্তমাত্রে উভয় দল হইতে অসংখ্যবীর চিরনিদ্র হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

মুসলমানগণ প্রথমে একটু পরাজিত হইতেছিল,—কারণ তাহারা বিপক্ষাক্রমণ পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই,—দেখিতে দেখিতে তাহারা সমস্ত গুছাইয়া লইয়া ভীমাক্রমণে হিন্দুর উপরে আপতিত হইল, তাহাদিগের সে তেজ—সে ভাগ্যানুকূলতা হেমচন্দ্রকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

হেমচন্দ্র সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন,—উত্তরদিক হইতে তাঁহার সেনাপতি চারিহাজার সৈন্য লইয়া মুসলমানগণের পশ্চাৎ হইতে আক্রামণ করিল। মুসলমানগণ পুনরায় বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল—মুসলমান সৈন্যগণ সম্মুখ দিকে ব্যুহিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। সহসা পশ্চাৎদিকে ভীষণ ভাবে আক্রমিত হওয়ায় তাহারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িল। হিন্দুর নিকট মুসলমান সৈন্য পরাস্ত হইয়া বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়া পড়িতে লাগিল।

মুসলমান সৈন্য তখনও সংখ্যায় অনেক অধিক। সেনাপতির আদেশে কতকগুলি সৈন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি কামান ফিরাইয়া উত্তরমুখী করিয়া তাহাতে অনলরাশি ছড়াইতে লাগিল—কিন্তু সম্মুখে পশ্চাতে দুইদিকে—দুইমুখ হইতে হিন্দুগণের কামানোদ্গারিত অনলে মুসলমানগণ দগ্ধ হইতে লাগিল—তথাপিও কিন্তু তাহাদের অদম্যতেজ—অসীম সাহস! দেখিতে দেখিতে তাহারা ক্ষুব্ধ-সাগর-তরঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বেগে হিন্দুগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল—কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা মুসলমানেরই অধিক।

হেমচন্দ্র আবার সাংকেতিক শব্দ করিলেন। পশ্চিমদিক হইতে দ্বিসহস্র সৈন্য লইয়া সেনাপতি আসিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় মুসলমানসৈন্যের উপর আপতিত হইল। তাহারা আসিয়া কামান বন্দুক চালাইল না,—শড়কী-বল্লম-তরবারি লইয়া একেবারে মুসলমানসৈন্যগণকে আক্রমণ করিল,—এবারে মুসলমানসৈন্য বড়ই বিপদ গণিল। উত্তর দক্ষিণ—দুইদিকে অবিশ্রান্ত প্রলয়াগ্নিরন্যায় সহস্র সহস্র কামান-উদ্গীরীত অগ্নিরাশি—সৈন্য সমুদয়—উত্তর দক্ষিণ—উভয় দিকে—দুইদলে বিভক্ত হইয়া দুইদিকে মুখ করিয়া

যুদ্ধ করিতেছিল—সহসা পার্শ্বাক্রমণে তাহারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উঠিল—শত সহস্র মুসলমান সে আক্রমণেরবহ্নিতে জীবনাহুতি প্রদান করিল।

জনৈক সাহসী মুসলমানসৈনিক সে দিকে কতকগুলি সৈন্য লইয়া আসিয়া উপনীত হইলে, হেমচন্দ্র পুনরায় সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন। পূর্ব্বদিক হইতে সৈন্য লইয়া সেনাপতি আসিয়া সে দিক আক্রমণ করিল।

পশ্চিমদিক হইতে আসিয়া সৈন্যগণ মুসলমানসৈন্যগণকে যেরূপে বিপর্য্যস্ত ও নিহত করিয়াছিল,—পূর্ব্বদিকের সৈন্যগণ সেরূপ পারিল না। কারণ সুচতুর মুসলমান সেনাপতি পূর্ব্বদিক হইতেও আক্রমণ হইতে পারে ভাবিয়া—সেদিকেও সেনা পাঠাইয়াছিলেন,—কিন্তু তথাপিও হিন্দু সৈন্যের হস্তে কিঞ্চিন্ন্যূন সহস্র সৈন্য জীবনাহুতি প্রদান করিল। সুশিক্ষা ও সুকৌশলের গুণে অল্পসংখ্যক হিন্দু সৈন্য—বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে বহ্নিরাশি আসিয়া মধ্যস্থলের শুষ্কতৃণকুলকে যেরূপে ভস্মাবশেষে পর্য্যবসিত করিয়া তুলে—চারিদিক হইতে হিন্দু সৈন্যগণে তদ্রূপে মুসলমানসৈন্যধ্বংস করিতে লাগিল।

অমিততেজঃসম্পন্ন যবনবীরেরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহারা রণে ভঙ্গ দিবার লোক নহে—বিশেষতঃ পলায়নেরও পথ নাই—কাজেই অদম্য উৎসাহে, ভীমবিক্রমে উভয়দলে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহতী, সৈন্যগণের সিংহনাদ, বন্দুক কামানের নির্ঘোষ, আহতগণের চিৎকার, রণভূমিতে এক মহাভয়ঙ্কর দৃশ্যের অভিনয় করিতে লাগিল।

সমস্ত দিন—একই ভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। সৈন্যগণের বিশ্রাম নাই—বিরাম নাই—আহার নাই, পান নাই—কেবল যুদ্ধ; কেবলই রণোন্মত্ততা।

এদিকে দিনমণি অস্তাচল গুহাশ্রয়ী হইলেন। সে দিবস সন্ধ্যাসতী যেন যুদ্ধ ব্যাপার দর্শন করিয়াই ঘোরা মলিনা হইলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রহর বাজিল। আকাশে চাঁদ উঠিল,——তথাপিও হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধের বিরাম নাই। যদি রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত—উভয় দলের রণশিবির ও অন্যান্য বিষয়ক সুবন্দোবস্ত থাকিত,—তবে নিশাসমাগমে যুদ্ধের বিরাম হইলেও হইতে পারিত। একদল লুণ্ঠণকারী—অত্যাচারী; অপরদল তাহার বিরোধী। একদল নূতন আসিয়া শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিরপদে শৃঙ্খল পরাইবে, আর একদল তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে,—কাজেই এক দলের পতন ভিন্ন এ সমরানল নির্ব্বাণের উপায় নাই। যুদ্ধও সুতরাং বিরাম প্রাপ্ত হইতেছে না—অস্ত্রের ঝঞ্ঝাবাত, কামান বন্দুকের প্রলয়াগ্নির ন্যায় অগ্নি উদ্গীরণ সুতরাং বন্ধ হইতেছে না, উভয় দলেই প্রাণপণে অবিশ্রান্ত উদ্যমে যুদ্ধ করিতেছে।

হেমচন্দ্র বীরমদমত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইলেন,—দৃঢ়করে করাল করবাল গ্রহণে মুসলমান ব্যূহমধ্যে যাইতে সুশিক্ষিত সমরাশ্বকে পুনঃ পুনঃ বল্গাঘাত করিলেন। রণোন্মত্ত তেজস্বী অশ্ব চরণভরে বিপক্ষসৈন্য নিষ্পেষিত করিয়া ব্যূহ প্রবেশ করিল। হেমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চল্লিশজন অস্ত্রধারী সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য সে ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হেমচন্দ্র ও তদীয় সৈন্যগণ ভীম বিক্রমে

অস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া মুসলমানগণ দেখিল—তাহাদের সৈন্যগণ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রস্তমআলি ও শান্তশীল মরণ নিশ্চয় করিয়া পার্শ্ব কাটাইয়া পথ করিবার চেষ্টা করিলেন—হেমচন্দ্র ক্ষিপ্রগতিতে সে দিকে ছুটিলেন, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অনেক এবং প্রাণভয়ে পলায়নপর—তাঁহাকে নিষ্পেষণ করিয়া—সম্মুখস্থ সৈন্যগণকে নিষ্পেষণ করিয়া পলায়ন করিল।

হেমচন্দ্র তন্মধ্যস্থ একজনের শূলাঘাতে ঘোটকের উপর ঢলিয়া পড়িতেছিলেনএকজন অল্পবয়স্কযুবকঅশ্বারোহী তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল,এবং অতি সত্বর নিজের অশ্বে তুলিয়া লইল,—তখন হেমচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে মূর্চ্ছিত—তাঁহার নাসিকা ও মুখদিয়া রক্ত নির্গত হইতেছিল। সেই যুবকসৈনিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হেমচন্দ্রকে লইয়া পলায়ন করিল।

মুসলমান প্রায় নির্ম্মূল ও পলায়নপর হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে পাঁচশত হত ও প্রায় দুইশত আহত হইয়াছে। কিন্তু কৈ, মহারাজা হেমচন্দ্র কোথায়? যুদ্ধ জয়েও তাহাদিগের আনন্দ কৈ? মহারাজ কোথায়—প্রাণপণে সকলে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহার সহিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদিগকে ডাকাইয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

একজন অতি করুণ স্বরে কহিল, "যখন বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত মুসলমান সৈন্য বাহির হইয়া পড়ে—তখন মহারাজা তাহাদিগের সম্মুখে গিয়া পড়িয়াছিলেন!"

সৈন্যাধ্যক্ষ ভ্রূকুটী কুটিলনানে কহিলেন, "তোমরা তাঁহার সঙ্গে আর কেহ কেন যাও নাই?"

সৈ। সে সাধ্য তিনি ভিন্ন আর কাহার আছে ? আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, অগ্রগামী হই।

সৈ-ধ্য। তার পর ?

সৈ। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম,—মহারাজ অদম্য তেজে মুসলমানের গতিরোধ করিতেছেন—এক আঘাতে দশ বিশটা করিয়া মুসলমান যমালয়ে প্রেরণ করিতেছেন।

সৈ-ধ্য। তার পর—বলিয়া যাও।

সৈ। সহসা একটা মুসলমানের ভীষণ শূল তাঁহার বক্ষস্থলে পড়িল—তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ঘোঁড়ার উপর পড়িলেন।

সৈ-ধ্য। আর তোমরা প্রাণের ভয় করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলে ?

সৈ। আমরা সকলেই সমবেত শক্তিতে যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একটা অল্প বয়স্ক অশ্বারোহীসৈন্য মহারাজকে নিজ অশ্বে তুলিয়া লইয়া মুসলমানসৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

সৈ-ধ্য। সে কি মুসলমান সৈনিক ?

সৈ। আমি খুব দূর হইতে দেখিয়াছি—আর তখন আলোর উজ্জ্বলতাও কম হইয়া গিয়াছিল, ভাল চিনিতে পারি নাই।

সৈন্যাধ্যক্ষের চক্ষু পুরিয়া জল আসিল। তখন যে তিনি কি করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হায়, মহারাজ! আপনি কি আমাদিগকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ? কে মুসলমান কোপ-বহ্নি হইতে আপনার সাধের মাগধনগরী রক্ষা করবে! কে বঙ্গভূমির শৃঙ্খল মোচনে অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিবে! কাহার ওজস্বিনী ভাষায় আর বঙ্গের কৃষককুল পর্য্যন্ত অস্ত্রধারণ করিয়া রণোন্মত্ত হইবে!

সৈন্যাধ্যক্ষ ভাবিলেন,—মহারাজ যদি মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকেন। তথনই আক্রমণ করিতে পারিলে তাঁহাকে উদ্ধার করা গেলে যাইতে পারিত—কিন্তু এখন মুসলমান কোথায়? কোথায় গেলে তাহাদিগের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়? প্রাণ দিলে কি মহারাজের প্রাণ পাওয়া যায় না!

সৈন্যাধ্যক্ষ অতি বিষণ্ণ মনে সৈন্যদিগকে লইয়া সিন্ধুতীরস্থ আম্রকাননে গমন করিলেন। রণক্লান্ত সৈন্যগণ সেখানে গিয়া সিন্ধুজলে গায়ের রক্ত ধৌত করিতে লাগিল। পাচকগণ আহারাদির আয়োজন করিল—সহীসগণ রণশ্রান্ত অশ্বগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শান্ত করিতে লাগিল—এবং তাহাদিগের আহারীয় দিতে লাগিল—হস্তী, উষ্ট্র, বলদ সকলকেই শান্ত করিয়া তাহাদিগের আহার দেওয়া হইতে লাগিল।

সৈন্যগণ জয়োল্লাসে উল্লাসিত হইতে পারে নাই—তাহাদিগের যে চূড়া খসিয়া গিয়াছে—তাহারা সমস্ত দিনের অক্লান্ত উদ্যমে যাহা লাভ করিয়াছে—যে জয়শ্রীসঞ্চার করিয়াছে—তাহা ভোগ করা তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না,—তাহারা অতি ম্লান মুখে কিছু কিছু পান আহার করিয়া আম্রকাননের মধ্যে মুক্ত বাতাসে পড়িয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর।

রজনী তৃতীয় যামে পদার্পণ করিয়াছে। নীলাম্বরে অসংখ্য নক্ষত্র খচিত—আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত—সিন্ধুর বক্ষ দিয়া বায়ু-প্রবাহ বহিয়া বহিয়া বৃক্ষশাখা কম্পিত করিতেছিল; বনমধ্যে শৃগালের দল একবার চিৎকার করিয়া নিবৃত্ত হইল, এবং দুই একটি শৃগাল দুই একবার বৃক্ষতলস্থিত শববৎ শায়িত মানুষটির প্রতি স্পৃহনীয় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

সিন্ধুতীরস্থিত দূরান্তব্যাপী কানন মধ্যস্থ বহুশাখা-প্রশাখা বিলম্বিত শমীবৃক্ষতলে একটি আহত বীরপুরুষ একখানি উত্তরীয় বসনোপরি অজ্ঞানাবস্থায় শায়িত—তদীয় ক্লিষ্ট মুখের নিকট একটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বসিয়া নবপত্রদলসঞ্চালনে ব্যজন করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশতল হইতে চন্দ্রকিরণ শ্যামসবুজ-বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া আসিয়া আহত যুবকের মুখের উপর পড়িয়াছে—যুবতীর সুন্দর আননের উপর পড়িয়াছে। দুইখানি সুন্দর মুখের উপর চাঁদের আলো, আরও সুষমা ধারণ কবিয়াছে।

যুবতী একদৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, সহসা দেখিল—যুবক হাঁ করিলেন,—আর মুখ দিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িল। যুবতীর মুখখানি বড় কাতর ভাবে অপ্রসন্ন হইল। সে ধীরে

ধীরে—অতি সাবধানে বসনাঞ্চলে রক্ত মুছাইয়া মুখে সিন্ধুর শীতল জল প্রদান করিল।

আহত যুবক আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে রহিলেন,—যুবতী নিস্তব্ধে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। যুবক আবার হাঁ করিলেন,—এবার আর রক্ত নির্গমন হইল না,—যুবতীর মুখে যেন একটু আশার ভাব দেখা গেল—সে যুবকের মুখে পুনরায় একটু জল দিল।

যুবক আবার নিস্তব্ধে থাকিলেন। কতক্ষণএইরূপে কাটিয়াগেল।

অনেকক্ষণ পরে যুবকের নাসিকারন্ধ্র দিয়া তপ্ত নিশ্বাস প্রবাহিত হইল। জড়িতস্বরে কহিলেন,—"কে আছ?"

যুবতী অতি ব্যস্ততার সহিত কহিল, "আমি আছি।"

যুবক আর সে কথার উত্তরে কোন কথা কহিলেন না। আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন। যুবতী সেই চন্দ্রালোকে একদৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আবার যুবকের জ্ঞান হইল। যুবক বলিলেন, "আমি কোথায়?"

যুবতী অতি আদরে এবং বাঁশীর মত মিষ্ট স্বরে কহিল, "তুমি সিন্ধুতীরে—বনের মধ্যে।"

যুবক। আমি কি আহত হইয়াছিলাম?

যুবতী। হাঁ, তুমি অত্যন্ত কঠিনরূপেই আহত হইয়াছিলে।

যুবক। তুমি কি আমার সৈন্য?

যুবতী। না, আমি সৈন্য নহি।

যুবক। তুমি কি মুসলমান—আমি কি বন্দী?

যুবতী। আমি মুসলমান নহি—তুমিও বন্দী নহ।

যুবক! আমার সৈন্যগণ কোথায়?

যুবতী। আমি তাহা জানিনা,—এখনও তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হও নাই। আর একটু ঘুমাও—ঘুমাইলে সকল শ্রম দূর হইবে—তৎপরে উঠিলে আমি তোমাকে সমস্ত কথা বলিব।

যুবকের শরীর দুর্ব্বল ছিল,—একটু নিস্তব্ধ হইতেই আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ পরে যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যুবক এবার উঠিয়া বসিলেন,—যুবতী বলিল, "নিরবলম্বনে বসিলে ক্ষত মুখ হইতে রক্তস্রাব হইবে, এখন আমার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন কর, আমি সমস্ত কথা বলিয়া যাইতেছি শ্রবণ কর।"

যুবক, যুবতীর মুখের দিকে চাহিতেছিলেন,—কিন্তু অত্যন্ত রক্তস্রাব নিবন্ধন শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল—ধীরে ধীরে তিনি যুবতীর মন্মথাবাস ফুলের তোড়ার মত কোমল অথচ পর্ব্বতের ন্যায় গুরু উরু দেশে মস্তক সংস্থাপন করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এ কি?—এ কে?

যুবতী। মহারাজ;—হেমচন্দ্র! এখন শরীর কেমন বোধ হইতেছে?

হেম। তুমি কে?—তোমার এত রূপ! তুমি কি বনদেবী?

যুবতী। আমি তোমার দাসী।

হেম। আমার দাসী দূরের কথা—আমার রাণীরও এতরূপ নহে। তুমি বোধ হয়, আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছ?

যুবতী। আমি দাসীর কর্ম্ম করিয়াছি মাত্র—প্রাণ বাঁচাইবার আমি কে?

হেম। আমি কি প্রকারে আহত হইয়াছিলাম, বলিতে পার?

যু। পারি,—যখন মুসলমান সৈন্য একত্র হইয়া পলায়ণপর হইল, তখন আপনি তাহাদের সম্মুখীন হইলেন—অন্যান্য সৈনিকেরা আপনার সঙ্গে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কেহই পারিল না,—আমি গিয়াছিলাম।

হে। (সবিস্ময়ে) তুমি?—তুমি যে স্ত্রীলোক। যুদ্ধস্থলে তুমি কি করিতেছিলে?

যু। আমি তখন স্ত্রীলোক ছিলাম না—তোমার সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বারোহী দলের একজন সেনা ছিলাম।

হে। (অধিকতর বিস্ময়ে)—তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি মানুষ নহ?

যু। (হাসিয়া)—আমি মানুষ নহি কি ভূত?

হে। আমার কতকটা সেইরূপই জ্ঞান হইতেছে—তখন স্ত্রীলোক ছিলে না, তখন সৈনিক ছিলে, আর ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক হইলে?—না স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছ মাত্র।

এই সময় একটা বাতাস আসিল—যুবতীর সমুন্নত বক্ষ স্থলের বসন ঈষদুন্মুক্ত হইয়া গেল। যুবতী বলিল,

"এখনই স্ব বেশে আছি—তখন পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়াছিলাম।

হে। আর কোন সৈনিক আমার সঙ্গে যাইতে পারিল না—আর তুমি স্ত্রীলোক হইয়া মুসলমান সৈন্য মথিত করিয়া আমার নিকট গিয়াছিলে! ইহা কি হইতে পারে?

যুবতী হাসিয়া কহিল,"কেন স্ত্রীবাহুতে কি বল নাই? ত্রিদিবজয়ী শুম্ভ নিশুম্ভ বধ কি পুরুষে করিয়াছিল?"

হেমচন্দ্র চাঁদের আলোতে চাহিয়া দেখিলেন,যুবতীর সহাস সুন্দর মুখে—সুনীল নয়নে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ খেলিতেছে,স মস্ত দেহ দিয়া

রূপের ছটা ছুটিয়া উধাও হইয়া কোন্ স্বপ্নরাজ্যের দিকে প্রধাবিত হইতেছে;—এরূপেবুঝি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়হইতে পারে,হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন,—"তুমি কে? আমি যেন তোমায় কোথায় দেখিয়াছি।"

যুবতী মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমায় কোথায় দেখিবে? আমার বাড়ী এই দেশে।"

হে। তোমার বাড়ী এইদেশে! তোমার নাম কি?

যু। আগে শোন,—

হে। কি বলিতে চাহিতেছ?

যু। মুসলমান সৈন্যের ভীষণ শূলপ্রহারে তুমি অজ্ঞান হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িলে।

হে। তারপর?

যু। তারপর আমি আমার অশ্বে তোমাকে তুলিয়া লইলাম।

হে। তুমি কি খুব শক্তি ধর?

যু। কেন, লড়িবে না কি?

হে। স্ত্রীলোকের সহিত—অদৃষ্টে তাহাই আছে।

যু। স্ত্রীলোকের বাহুবলে—ভীষণ শত্রুহস্তে জীবন প্রাপ্ত হইলে,—আবার স্ত্রীলোকে ঘৃণা।

হে। তুমি যদি না আনিতে কি হইত?

যু। মুসলমান পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে।

হে। তুমি কেন আনিলে?

যু। আমার রক্ষিত জীবনে ঘৃণা হইল নাকি?

হে। না,—তবে এমনই একটা ভাব মনে হয় বটে।

যু। তবে আমার রক্ষিত—ঘৃণিত প্রাণটা না হয়, আমাকেই দান কর না কেন?

হে। আমার জীবন দান বা পাত করিলে যদি তোমার কোন উপকার হয়, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। হেমচন্দ্র উপকারীর উপকার করিতে বিস্মৃত হয় না। কিন্তু তুমি কে?—আমি যেন তোমায় কোথায় দেখিয়াছি।

যু। কোথায় দেখিবে?—আমাকে যে পাগল করিলে গো!

হে। হাঁ, তোমার কি করিতে হইবে বলিতেছিলে?

যু। আমাকে তোমার প্রাণটি দিতে পার?

হে। সে কি?

যু। এই যে বলিলে—তোমার উপকারার্থ আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

হে। হাঁ—তাহা দিতে পারিব—আমার প্রাণতি তুমি রক্ষা না করলে গিয়াছিলই। তোমার উপকারার্থ যদি পুনরায় প্রাণ নষ্ট হয়, তাহা কেন না করিব?

যু। প্রাণ নষ্ট হইবে কেন?

হে। বল—তোমার কি উপকার করিতে পারি?

যু। মহারাণী মৃণালিনীর কাছে—অবিশ্বাসী হইতে পারিবে?

হে। সে কি, তুমি কে?—মৃণালিনীর নাম জানিলে কি প্রকারে?

যু। আমি কে? তুমি চিন না—আমি তোমাকে চিনি।

হে। তাহাত দেখিতেছি।—কিন্তু তোমাকে আমি কোথায় দেখিয়াছি।

যু। আমি তিলোত্তমা।

হে। তুমি তিলোত্তমা—মগধনগরীর তিলোত্তমা! সর্ব্বনাশী; তুমি এখানে কেন? তুমি কি আমায় মজাইবে?

যু। মহারাজ ; আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিনা, যখন শুনিলাম—তুমি বীর—বীরকার্য্যে যুদ্ধে গমন করিতেছ—তখন আমি সৈনিকের পরিচ্ছদ খরিদ করিয়া, সৈন্যদলে মিশিয়া এখানে আসিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার আশা মিটিয়াছে—আমি তোমার সেবা করিতে পারিয়াছি। আমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে।

হেমচন্দ্র তিলোত্তমার উরুদেশ হইতে মস্তকোত্তলন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে নিঃশব্দে কি ভাবিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তিলোত্তমা! বীরের তোমার মত স্ত্রীই প্রার্থনীয়! রূপেগুণে তুমি অদ্বিতীয়া। কিন্তুআমি কৃতদার!"

তিলোত্তমা হেমচন্দ্রের মুখের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "হেমচন্দ্র! মহারাজ! দাসী তোমাকে ভুলিতে পারিবে না। জীবনে মরণে তুমিই আমার উপাস্যদেবতা।"

হে। যদি আমি কৃতদার না হইতাম—তোমাকে বিবাহ করিতাম। কিন্তু মৃণালিনীকে আমি বড় ভালবাসি। তাহার নিকট আমি অবিশ্বাসী হইব না।

তি। মহারাজের জয় হউক।

হে। আমার সৈন্যগণ কোথায় আছে জান?

তি। তাহারা সেই আম্রকাননে অবস্থান করিতেছে।

হে। আমি এখন স্বচ্ছন্দে সেখানে হাঁটিয়া যাইতে পারিব।

তি। তবে যান। কিন্তু কষ্ট হইবে নাত?

হে। না—তুমি কোথায় যাইবে?

তি! যোখনে ইচ্ছা।

হে! মুসলমান দমিত হইয়াছে,—আমরা আগামী কল্যই বোধহয়—মাগধনগরী যাত্রা করিব।

তি। আমিও বোধ হয় যাইব।

হে। তোমার পিতামাতা এতদিন অনুপস্থিতিতে কি বলিবেন?

তি। আমি তাহার সুযোগ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্ত্রীর সহিত তীর্থযাত্রায় গেলাম বলিয়া বাহির হইয়াছি।

হে। তিনিত গৃহেই আছেন?

তি। না—তিনি আমার জন্য বাটী হইতে স্থানান্তরে কোন আত্মীয়গৃহে গমন করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় আপনার সৈন্য সংগ্রহার্থ বাঙ্গলায় গিয়াছেন।

হে। তুমি যদি বাড়ী যাও—তবে তোমার সৈনিকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার সঙ্গে সেনানিবাসে চল—আমি শিবিকায় করিয়া তোমাকে বাড়ী পৌছিয়া দিব।

তি। আমি অশ্বারোহণে অনিপুণা নহি।

যুবক হেমচন্দ্র স্নিগ্ধচন্দ্রকর-প্লাবিত তিলোত্তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার দুই নয়ন দিয়া বারিরাশি প্রবাহিত হইয়া গণ্ড দ্বয় বিপ্লাবিত করিতেছে—যেন ম্লান গোলাপের উপর বর্ষাবারি নিপতিত হইতেছে।

হেমচন্দ্র বলিলেন, "তিলোত্তমা তবে চল।"

তিলোত্তমারা উঠিয়া দাঁড়াইল—অদূরে তাহার সৈনিক পরিচ্ছদ পড়িয়াছিল, সে তাহা পরিধান করিল। হেমচন্দ্রও উঠিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বগগনে উষার ধূসরবর্ণ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাতের সুমৃদু বাতাস প্রবাহিত হইয়া জগতে শান্তি ঘোষণা করিতেছে।

হেমচন্দ্র তিলোত্তমাকে সঙ্গে লইয়া যখন আম্রকাননে উপস্থিত

হইলেন, তখন আকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। মহারাজের আগমনে সৈন্যগণ যেন আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইল—সকলে আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত হইয়া "জয় মহারাজের জয়" বলিয়া সিংহনাদ ছাড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্রোতোমুখী।

একরাত্রে প্রায় দশক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, মুসলমান সৈন্যগণ নিশ্বাস ফেলিল। আজি তাহারা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল;—বাঙ্গলায় আসিয়া তাহারা এমন দুর্দ্দশায় কখনও পতিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদের ভাবনা কি? ধনরত্ন—খাদ্যদ্রব্য বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সঞ্চিত; তাহাদিগের প্রয়োজন হইলেই তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইতে পারিবে।

যখন পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদিত হইয়া জগতে করবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন,—যখন সরোবরে নলিনী ফুটিয়া শোভার-সম্ভার খুলিয়া দিল,—যখন প্রস্ফুটিত কমলের মধুপান করিয়া ষট্‌পদ আনন্দে গুঞ্জরণ করিয়া সঙ্গীত জগতে বাহবা লইতে লাগিল,—যখন রাখালেরা গাভীকুল লইয়া মাঠে বাহির হইল—তখন শ্রান্ত, বিতাড়িত মুসলমানসৈন্যগণ একটা নদীর ধারে অশ্বত্থ তরু মূলে উপবেশন করিল। সকলেরই মুখম্লান—মানুষের মুখম্লান

হইতে পারে, মুসলমান সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত হইতে পারে—প্রথমে না হউক, এবারেতাহারা তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে।

বর্ষার মেঘভরা আকাশের মত আঁধার মুখে রস্তমআলি বলিলেন, "দোস্ত—শান্তশীল! একটা গন্ধমূষিক আমাদিগকে কিরূপেই ছিন্নভিন্ন ও বিপদগ্রস্থ করিয়াছে। আমার দশসহস্র সৈন্যের মধ্যে এই সামান্য কয়টি মাত্র জীবিত।"

শান্তশীল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "আমরা যে অব্যাহাত পাইয়াছি—ইহাই যথেষ্ট।"

র। সে আশাও ছিল না,—তবে আল্লার দয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গিয়াছে।

শা। বেটা কিরূপে সন্ধান পাইয়াছে যে, আমরা এখানে অবস্থান করিতেছি। বোধ হয়, মাগধনগরী আক্রমণ করা হইবে—তাহারও সন্ধান পাইয়াছিল।

র। হেমচন্দ্র আমাদের প্রধান শত্রু—হেমচন্দ্র অত্যন্ত চতুর ও ধূর্ত্ত—উহার গুপ্তচর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়।

শা। হেমচন্দ্রকে বিশেষরূপে নিগৃহীত না করিতে পারিলে মুসলমানের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকা কঠিন হইবে।

রস্তমআলি ম্লানমুখে অনেকক্ষণ কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে কহিলেন, "শান্তশীল—দোস্ত; আমি বিবেচনা করি, আপাততঃ হেমচন্দ্রের রাজ্যাশা পরিত্যাগ করিয়া আমরা উত্তর দেশ লুণ্ঠনে গমন করিব।

শা। তদুপযুক্ত সৈন্য কোথায়?

র। মহম্মদআলি পূর্ব্বদেশ লুণ্ঠনে গমন করিয়াছেন—

তাঁহার সঙ্গে অনেক সৈন্য আছে—তাঁহাকে এখানে আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইয়াছে—যদি আইসেন,তাহা হইতে কিছু সৈন্য লইব।

শা। অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া উত্তর দেশে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

র। চারি পাঁচ হাজার সৈন্য আমাদের সঙ্গে থাকিলেই যথেষ্ট। সর্ব্বত্রত আর হেমচন্দ্র নাই।

শা। আমি একটা কথা ভাবিতেছিলাম।

র। কি বলুন।

শা। মহম্মদআলি কত দিনে এখানে আসিতে পারেন ?

র। যদি ফুর্সদ থাকে,—চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই আসিতে পারেন।

শা। তাঁহার সহিত অনুমান কত সৈন্য আছে ?

র। কুড়ি হাজার হইতে পারে।

শা। আর কোন দল নিকটে নাই ?

র। গোলামআলির দল পূর্ণিয়া লুণ্ঠন করিতে গিয়াছে।

শা। তাঁহাকে এখানে আনিতে কত দিন লাগিতে পারে ?

র। দশ বার দিন লাগিতে পারে।

শা। তাঁহার সহিত কত সৈন্য থাকিবার সম্ভাবনা ?

র। পাঁচিশ হাজার থাকিতে পারে।

শা। এখান হইতে অন্য কোন দূর স্থানে গিয়া আমরা অবস্থান করিয়া উভয় দলকে সংবাদ দেওয়া হউক।

র। ভাল,—তারপর।

শা। এই সমস্ত সমবেত সৈন্য লইয়া হেমচন্দ্রের মাগধনগরী আক্রমণ করিব।

র। তাহার বাহুর বল—শিক্ষার কৌশল দেখিয়াছেনত। তাহার একটি সৈন্য যেন সহস্রটি কামানের গোলা। আমরা লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছি—আপাততঃ তাহাই করি।

শা। হেমচন্দ্রকে পরাজিত করিতে না পারিলে, অধিক দিন যে মুসলমান সৈন্য বাঙ্গলায় তিষ্ঠিতে পারিবে, তাহা বুঝি না।

রস্তমআলি আবার ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "ভাল,—আমরা আক্রমণ করিয়াও যদি হটিয়া যাই।"

শা। এবার আমরা কৌশলে তাহার পুরী আক্রমণ করিব। সে যেমন সহসা চারিদিক হইতে কৌশলে আসিয়া মুসলমান সৈন্য ধ্বংশ করিয়া গেল,—আমরাও তদ্রূপ চারিদিক হইতে তাহার পুরী আক্রমণ করিব।

র। যে, সে কৌশল করিতে জানে, সে যে, সে কৌশল হইতে পুরীরক্ষার কোন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে না, তাহার সম্ভাবনা কোথায় ?

শা। অবশ্য তাহা করিতে পারে। কিন্তু আমি তাহার সে কৌশল দূর করিতে পারিব।

র। কি প্রকারে ?

শা। পুরী আক্রমণ স্থির হইলে—পূর্ব্বেই আমি মাগধনগরীতে প্রবেশ করিয়া প্রবেশদ্বার খুলিয়া দিব। আর কয়েকটি বিশ্বাসী সৈন্য লইয়া যাইব—তাহাদিগের দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করাইব, তাহাতে কার্য্যোদ্ধার হইবে।

র। আপনার বুদ্ধিকৌশল যথেষ্ট আছে—তাহার ভরসায় আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি। কিন্তু হেমচন্দ্র বড় ধূর্ত্ত—বিষম শঠ। যদি আপনাকে চিনিতে পারে ?

শা। সে উপায় থাকিবে না।

র। তাহার স্পর্দ্ধায়—কন্যকার অপমানে হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে, তাহাতে সাধ্য থাকিলে এই দণ্ডেই হেমচন্দ্রের মস্তক চূর্ণ করিতাম। কিন্তু পূর্ণিয়ায় এবং মহম্মদআলির নিকট লোক পাঠান হউক—তাঁহারা আসিয়া সংমিলিত হইলে, আপনার বুদ্ধি কৌশলে সে সম্বন্ধে যে বিবেচনা হয়, তাহাই করা যাইবে। বর্ত্তমানে সৈন্যগণের আহারাদির উপায় কি ?

শা। সম্মুখে কোন গ্রাম দেখিয়া লুণ্ঠন করা যাউক।

র। এমন কি পরিধেয় পায়জামাটি পর্য্যন্ত নাই।

শা। লুণ্ঠনে সমস্তই হইবে।

তখন তাহাই স্থিরীকৃত হইল। মুসলমান সৈন্যগণ উঠিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাহারা সম্মুখে একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল। গ্রামখানি নাতি ক্ষুদ্র। গ্রামের নিম্নভাগ দিয়া অলসগমনে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা। প্রায়াগতমধ্যাহ্নকালে গ্রামবাসীগণ কেবল সন্তান সন্ততি লইয়া আহারাদির উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে,—কোথাও শ্রান্ত ক্লান্ত কৃষককুল মাঠ হইতে বড় তৃষ্ণাতুর হইয়া বাটী আসিয়া একঘটী জল খাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে—পুরবধূগণ নরন্ধ কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন—এমন সময় "আল্লা হো" রবে মুসলমান সৈন্যগণ সেই গ্রামের উপর আপতিত হইল।

গৃহস্থ মুখের ভাত ফেলিয়া বুকের সন্তান বুকে লইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিল—কোন সৈন্য তাহাকে এক লাঠির আঘাতে হত্যা করিয়া, বুকের ছেলে আছাড়িয়া তাহার ধন-রত্ন অপহরণ

করিল। সতীর আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহার পতিরত্নকে তরবালের আঘাতে দ্বিখণ্ড করিল। মাতার নয়নমণি পুত্ররত্নকে মাতার সম্মুখেই যমের হাতে ডালি দিল। পতির বক্ষ্যবিচ্যুত করিয়া সতীর দুর্দ্দশা করিল—গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল।

গ্রাম ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল—গৃহস্থের চালে চালে লাফাইয়া লাফাইয়া অগ্নিদেব ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মুসলমান সৈনিকগণ ধনরত্ন গরু ভেড়া অপহরণ করিয়া, মানুষ মারিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা মুসলমানের হাতে মরিয়া মুক্তি পাইতে লাগিল—কেহ কেহ পলাইয়া বাঁচিল—কেহ কেহ মরিয়া বাঁচিল। যাহারা আহত হইল—তাহারাই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

প্রহরৈক কাল মধ্যে মুসলমানগণ গ্রাম হইতে সমস্ত ধন-রত্ন, চাউল, দাউল, ধান্য, ছাগল, ভেড়া, গরু ও অশ্ব প্রভৃতি অপহরণ করিয়া গ্রামের বাহির করিয়া ফেলিল। গ্রাম হইতেই গোশকট সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। দুই একশত যুবতী স্ত্রী ও সেই সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে—বক্ষস্থলে করাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এই সমস্ত লইয়া মুসলমানগণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিল। তাহারা কোথায় যাইয়া ছাউনী করিবে, বর্ত্তমানে তাহার স্থিরতা নাই, যে দেশে গমন করিলে, হেমচন্দ্র সহজে সন্ধান পাইবে না, এমন দেশেই তাহারা চলিয়াছে। গমন করিতে করিতে আরও যে দশকুড়ি খানি গ্রাম তাহাদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় নাই, তাহা নহে।

বহুদূর যাইয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়প্রান্তে তাহারা ছাউনী করিয়া রহিল। এবং পূর্ণিয়ায় ও মহম্মদআলির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের প্রতীক্ষায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ছলনা—না, আসলকথা।

আজি মাগধনগরী ধ্বজপতাকায় সুশোভিত, দীপমালায় উদ্ভাসিত—তোরণপ্রাকারে নবপত্রদল সুসজ্জিত,—নগরবাসীগণ আনন্দউচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত। মহারাজা হেমচন্দ্র মুসলমান দমন করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলেরই বদন প্রসন্নতার ভাবে অভিব্যক্ত। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেই মহারাজের জয় গান করিতেছে।

বিকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিয়াছে,—শীতল বাতাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—রৌদ্র করোত্তপ্ত পৃথিবীতে যেন একটু শান্তিবারি নিপতিত হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া মহারাজা হেমচন্দ্র ও রাণী মৃণালিনী কথোপকথন করিতেছিলেন। হেমচন্দ্র কহিলেন,

"ফিরিয়া আসিব বলিয়া ভরসা ছিল না—তবে একটি সৈনিক যুবকের সাহায্যে কেবল এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি।"

মৃ। যে কথা বলিলে, তাহাতে আর তোমাকে কখনও আমি যুদ্ধে যাইতে দিব না। সে সৈনিক বাঁচিয়া থাকুক—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক। তাহাকে কি পুরস্কার দিয়াছ ?

হে। সে যে পুরস্কার চাহে, তাহা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।

মৃ। সে কি ?

হে। তাহার একটি যুবতী ভগিনী আছে—আমাকে বিবাহ করিতে বলে।

মৃ। সে যদি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে—তবে তাহার এই সামান্য প্রার্থনায় কেন তুমি অমত করিবে ?

হে। তোমার মত কি ?

মৃ। আমার যে মত তাহাত বলিলাম।

হে। তোমার কষ্ট হইবে না ?

মৃ। আমার কষ্টের জন্য—তুমি উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে ভুলিবে কেন ?

হে। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার তাহাতে কষ্ট হইবে কি না ?

মৃ। আমিওত বলিলাম—আমার কষ্টের জন্য তুমি কেন উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে ভুলিবে ?

হে। আমার নূতন বৌকে তুমি কি বলিয়া ডাকিবে ?

মৃ। বরের বৌ।

হে। সে কি বলিয়া তোমায় ডাকিবে ?

মৃ। কেন, দীদী বলিয়া ডাকিবে।

হে। সে যদি বরের বৌ বলিয়া ডাকে ?

মৃ। আমি কথা কহিব না।

হে। কেন?

মৃ। বর আমার—সে বরের বৌ বলিবে কেন?

হে। তাহার কে?

মৃ। আমি জানি না।

হে। সেও যদি বলে আমার বর—?

মৃ। বলিলে কি করিব—কাণ আছে শুনিয়া যাইব।

হে। মৃণালিনি!

মৃ। কেন?

হে। আমি তোমাকে তেমন ভালবাসি না।

মৃ। আমার অদৃষ্ট—কিন্তু আমি বড় ভালবাসি।

হে। যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাইবার হইত—তবে দেখাইতাম তোমায় কত ভালবাসি।

মৃ। কিন্তু অধিক দিন থাকিবে না।

হে। কেন?

মৃ। নূতন পাইলে বাসি ফুলে কে পরিতৃপ্ত হয়?

হে। তুমি কি আমার বাসি?

মৃ। বাসি বৈ কি।

হে। তুমি আমার নিকট নিত্যই নূতন—তোমাকে যখন দেখি, তখনই নূতন দেখি।

মৃ। বিবাহ করিবে না কেন বল?

হে। মানুষের কি তুইটা বিবাহ করিতে আছে!

মৃ। স্ত্রীলোকের নাই—পুরুষের আছে।

হে। বিপত্নীক হইলেও থাকিতে পারে।

মৃ। তবে না হয় আমি মরি।

হে। কেমন করিয়া মরিবে?

মৃ। কেন বিষ খাইয়া।

হে। আত্মহত্যা করিবে?

মৃ। তাহাতে কি হয়?

হে। মহাপাতক হয়।

মৃ। আর যদি আমার অন্তরায়ে তুমি স্বইচ্ছা সাধন করিতে না পার—তবে কি তাহাতে মহাপাতক হয় না?

হে। আমার ইচ্ছা কি?

মৃ। বিবাহ করা।

হে। বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা?—যদি তুমি—ঈশ্বর না করুন—কোন রোগাদিতে স্বর্গারোহণ কর, আমি তাহা হইলেও বিবাহ করি না। তোমার ঐ মধুর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া—আর জন্মভূমির সেবা করিয়া জীবনের বাঁকি কয়টা দিন কাটাইয়া দেই।

মৃণালিনীর নীলনয়নেন্দিবরযুগল জলভারাকীর্ণ হইল। ভুজলতাদ্বারা স্বামীর গলা জড়াইয়া বলিলেন,

"আমারই নারী জন্ম সার্থক!"

হেমচন্দ্র আদরে—সোহাগে, প্রিয়তমা পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমি একবার সেনানিবাসে গমন করিব।"

চকিতার ন্যায় মস্তকোত্তলন করিয়া, মৃণালিনী বলিলেন,

"আবার সেনানিবাসে কেন?"

হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমার সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে নাকি? মুসলমান কি এতই দুর্ব্বল যে,সামান্য সংখ্যক মুসলমান সৈন্য মথিত করিয়া বঙ্গদেশ নিরুপদ্রব করিতে পারিয়াছি।

বর্ষার মেঘভরা আকাশের মত মুখখানা ভার করিয়া মৃণালিনী কহিলেন,—"আবার যুদ্ধে যাইতে হইবে ?"

হে। যুদ্ধে যাইতে হইবে না—এবার বোধ হয়, এই স্থানে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে হইবে। মুসলমানেরা বোধ হয় পুরী আক্রমণ করিবে। তবে সর্ব্বত্র গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিয়াছি—কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে এতদুর অগ্রসর হইতে দিব না।

ম্লানমুখে মৃণালিনী কহিলেন, "এবার মরিয়া তোমাকে লইয়া দরিদ্র হবো। রাজত্বে কি সুখ!"

নবম পরিচ্ছেদ।

বাক্যেকথা—দয়ারধারা।

হেমচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নী মৃণালিনীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেনানিবাসে গমন করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সৈন্যাদির পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক প্রায়াগতাসন্ধ্যাসময়ে ফিরিয়া আসিতেছেন, দেখিলেন পথের ধারে একটি সুন্দরী রমণী বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার সম্মুখে একটি সপ্তম বর্ষীয় বালক বসিয়া আছে, সেও কাঁদিতেছে।

হেমচন্দ্র তাহাদিগের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর দিল না;—বালকটি কহিল, "মহাশয়! বাবা মারিয়াছেন বলিয়া আমার মা অত কাঁদিতেছেন।"

হে। তোমার বাবার নাম কি?

বালক তাহার পিতার নাম বলিতে পারিল না।

হে। তোমার বাবা কি কাজ করেন ?

বা। লড়াই।

হে। কোথায় থাকেন ?

বা। যেখানে সৈন্যেরা থাকে।

হেমচন্দ্র স্ত্রীলোকটিকে কহিলেন, "তোমার স্বামী কে—কেন তিনি তোমায় প্রহার করিয়াছেন ?"

স্ত্রীলোকটি হেমচন্দ্রকে চিনিত না—তবে তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ দর্শনে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে পারেন—এবং হয়ত স্বামীকে শাস্তি দিতে পারেন, এই ভয়ে সে কোন কথা কহিল না।

হে। দেখ,—তোমার স্বামী তোমাকে প্রহার করে, এবং তুমি কাঁদিতেছ, তবু তাঁহার নাম বলিবে না—বোধ হয়,ভাবিতেছ. পাছে তাঁহার কোন অনিষ্ট হয়। ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, তুমিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নহ।"

স্ত্রীলোকটি আরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হায়, সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় ! আমার স্বামী সহস্র গুণের আধার ! কিন্তু দোষের মধ্যে তিনি বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত। যখন তাঁহার রাগ হয়, তখন কিছুতেই তাহা দমন করিতে পারেন না। তিনি আমার স্বামী—আমি তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করি এবং এইটিই আমাদের পুত্র।"

এই কথা বলিয়া সে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে সস্নেহে বালকের মুখচুম্বন করিল।

হেমচন্দ্র এই সামান্য সাংসারিক অভিনয়ে বিশেষ ব্যথিতচিত্ত

হইলেন। সাম্রাজ্যের সহস্রচিন্তাভার বহন করিলেও তিনি ক্ষণিকের তরে সে চিন্তা বিস্মৃত হইয়া এই দুঃখিনীর নেত্রবারি ঘুচাইতে পারেন, তাহাই সদয় হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন। রমণীকে পুনরায় বলিলেন, "শুভে! তোমাদের উভয়ের ভালবাসা থাকুক আর নাই থাকুক—তুমি যে তাহার প্রহার খাইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে—অতএব কোন প্রকারে তোমার স্বামীর নামটি আমাকে বল। আমি মহারাজের নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করিব।"

এই কথা শুনিয়া রমণীর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল,—সে দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল।

"ওকি কথা বলিতেছেন? আপনি নিজে মহারাজা হইলেও আমি বলিব না,—কারণ আমি জানি যে, তাহা হইলে তাঁহার সাজা হইবে।"

হে। সামান্য কিছু অর্থ দণ্ড হইতে পারে।

র। তাঁহার উপার্জ্জন আমাদেরই জন্য—তিনি গায়ের রক্তজল করিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা আমরাই ঘরে বসিয়া উপভোগ করি—হায়! তিনি আমাদের অন্নদাতা!

হে। তবে সামান্য প্রকারে শারীরিক সাজা হইবে।

র। তাঁহার শরীর বড় কোমল—আমার শরীরে আমি প্রহার সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তাঁহার শরীর আমার প্রাণের মত।

হে। না—কোন সাজাই হইবে না। আমি শুধু তোমার স্বামীকে তোমার প্রতি ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার এবং যত্ন করিতে শিক্ষা দিতে চাই।

র। আমার স্বামী যদি আমাকে ভাল না বাসেন—তবে আপনি কি করিতে পারেন! মহারাজাই বা কি করিবেন? মহারাজা শরীরের প্রভু, মনের উপর তাঁহার কি আধিপত্য আছে! আমরা চাই—মন, প্রাণের ভালবাসা না পাইলে নারীজাতি তৃপ্ত হয় না।

হেমচন্দ্র সে স্থানে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিলেন না, ঘোঁড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। স্বস্থানে ফিরিয়াই হেমচন্দ্র সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক, তাহার স্বামী ও বালকটির বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার স্বামী একজন পদাতিক,—সে সাহসী এবং সৎস্বভাব সম্পন্ন—কিন্তু বিনা কারণে স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধ। বিনা কারণে স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত প্রহার করে।

হেমচন্দ্র সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, "আচ্ছা সে আমাকে কখনও দেখিয়াছে কি না, সন্ধান লও—এবং যদি কখনও দেখিয়া না থাকে, তাহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস।"

সৈনিকের বয়স অনুমান পঁচিশ বৎসর—দেখিতে সুপুরুষ। নূতন সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছে বলিয়া, সে মহারাজাকে কখনও দেখে নাই।

যথা সময়ে সে হেমচন্দ্রের সম্মুখে আনীত হইল। হেমচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রীকে প্রহার কর কেন? সে অতি সুশীলা ও সৎস্বভাবা।"

যুবক প্রশ্নকর্ত্তাকে সৈনিকের অন্যতম অধিনায়ক মনে করিয়াছিল। এবং প্রশ্ন শুনিয়া স্থির করিল, তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কথা ইঁহার গোচরে আসিয়াছে। আত্মপক্ষ সমর্থ-

নার্থ সে উত্তর করিল—"স্ত্রীলোকের কথায় যদি প্রত্যয় করিতে হয়, তবে তাহাদের নিজেদের দোষ কিছুই থাকে না।"

হে। তোমার স্ত্রীর দোষ কি?

যু। সে বড় মুখরা—সর্ব্বদা গল্প আর হাসি তাহার একমাত্র কার্য্য।

হে। তাহাতে কি দোষ হয়?

যু। আমার বিশ্বাস এরূপ স্ত্রীচরিত্র কলুষিত।

হে। তুমি ভুল বুঝিয়াছ—স্ত্রীলোকের মুখ বন্ধ করিতে চাও, ঐটিই তোমার ভুল—তুমি নদীর গতি ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছ। তাহার চরিত্র মন্দ হইলে, সে কখনই প্রফুল্ল থাকিতে পারিত না, পাপে তাহাকে সর্ব্বদাই বিমর্ষে রাখিত। আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি স্ত্রীকে আর প্রহার করিবে না,—যদি ইহার ব্যতিক্রম, হয় তবে একথা মহারাজের কাণে উঠিবে। মনে কর, স্বয়ং মহারাজাই যদি তোমাকে ভৎর্সনা করেন,—তুমি তাহা হইলে কি বলিবে?

সৈনিক দেখিল, তাহার স্ত্রী বড় অধিক চাল্ চালিয়াছে। যাহাহউক—সে দাম্পত্য ব্যবহার সম্বন্ধে এত কঠিন আজ্ঞা প্রতিপালন কঠোর বিবেচনায় একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয়! স্ত্রী আমার, এবং তাহাকে প্রহার করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিতাম যে, আপনি শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখুন—আমার স্ত্রীকে শাসন করিবার ভার আমার।"

হেমচন্দ্র সৈনিকের সাহসিকতায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "শাস্ত্র তাহা নহে—সকলেই রাজার প্রজা—স্বামী-স্ত্রী সকলেই

তাঁহার অধীন, কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলে, রাজা তাহার বিচার করিবেন।”

সৈ। বিচার করা সহজ—কিন্তু রাজা বাহাদুর যদি আমাদের মত এইরূপ বুনো ওলের হাতে পড়েন, বুঝিতে পারেন। লক্ষ্মীর অংশে রাণীমাদের জন্ম, কোন বালাই নাই—আর এ সকল গেছো পেত্নী—লাঠি ঔষধ মধ্যে মধ্যে চাই বইকি!

হেমচন্দ্র উচ্চহাস্য করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “মনে কর, তুমি স্বয়ং মহারাজের সহিতই কথা কহিতেছ।”

এই কথাগুলি ইন্দ্রজালের ন্যায় সৈনিকের মর্ম্মে প্রবেশ করিল। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—তাঁহার পরিচ্ছদে রাজচিহ্ন অঙ্কিত আছে। সে অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় হেঁট করিল, এবং ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, “সে কথা স্বতন্ত্র। স্বয়ং মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, দাস পালন করিতে বাধ্য।”

হে। আমি তোমার স্ত্রীর সচ্চরিত্রতা বিষয়ে সাক্ষী—তোমার স্ত্রী তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তাহাও আমি অবগত হইয়াছি। তুমি তোমার স্ত্রীকে প্রাণভরিয়া ভালবাসিও।”

সৈনিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হেমচন্দ্র তাহাকে বিদায় দিলেন। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। যথা সময়ে কথাটা মৃণালিনীকে বলিয়া উভয়ে যথেষ্ট আনন্দানুভব করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

আঁখিজল।

অনন্ত নীলনির্ম্মল আকাশতলে—খণ্ড বিখণ্ড মেঘচূর্ণ সমীপে চাঁদের আধখানি মুখ শোভা পাইতেছিল—একটা চকোর তাহার সুধাপানাশয়ে উদগ্রীব হইয়া বসিয়া বসিয়া করুণ কাহিনীতে দিগন্ত পূর্ণ করিতেছিল। মলয়মারুত মাতালের মত টলিতে টলিতে কুসুম রাশির উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। মঞ্জুরিত কুসুমশাখাগ্র হেলাইয়া লতিকাকুল গাছের কাছে প্রেমের গান গাহিতেছিল।

জগৎ প্রেমে বিভোর—সর্ব্বত্রই প্রেমের লীলা-খেলা—সর্ব্বত্রই প্রেমের ছড়াছড়ি—সর্ব্বত্রই প্রেমময়ের প্রেমলীলার বিস্তৃতি।

মাগধপুরীর প্রান্তে একটি বৃহৎ অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া দুইটি যুবতী কথোপকথন করিতেছিল। কক্ষে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রথমা কহিল, "শ্যামা! প্রাণ দিলেও কি প্রেম মিলে না?"

শ্যামা স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিল,—"প্রেমের খবর জানি না সখি;—প্রাণের মূল্যও বুঝি না।"

তি। বুঝনা কিন্তু তুমি ভালবাস—প্রাণ ভরিয়া ভালবাস। কাহাকে ভালবাস শ্যামা?

শ্যা। ভালবাসি—কাহাকে ভালবাসি শুন্‌বে?

তি। বল।

শ্যা। যমকে।

তি। সে কি!

শ্যা। যাহাকে ভালবাসি—তাহাকে যমও ভালবাসিতেছে, আগে যমের ভালবাসা সারা না হইলে, আমার ভালবাসার আশা মিটিবে না।

তি। কি বলিস্?

শ্যা। আসল কথাই বলি।

তি। আমি বুঝিলাম না।

শ্যা। বুঝিয়াও কাজ নাই,—যাহা একটু বুঝিয়াছ, তাহারই জন্য জঙ্গলে বনে রণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ।

শ্যামা হাসিল,—হাসি অস্বাভাবিক। হাসিতে হাসিতে শ্যামা গাহিল,—

সই! শ্যামের পীরিতে আমার সকলি ঘুচিল রে!
ধরম-করম কুল-শীল-মান ফেলেছি চরণে দলিয়া রে!
ফিরি বনে বনে গহনে কান্তারে
চাহিয়া আকাশে আকাশে রে—
কুসুম সুবাস, মলয়ার শ্বাস
বুকের মাঝারে পুরিয়া রে—
(আমরা) কবে দেখা পাব—হৃদয়ে ধরিব
হৃদি-নিধি শ্যাম চাঁদে রে।”

তি। শ্যামা; তোর গান বড় মিষ্ট।

শ্যা। তোমার প্রেম বড় মিষ্ট।

তি। সে বুঝিল কৈ?

শ্যামা গাহিল,—

নিঠুর কপট কালা জানে না রে,
কত ভালবাসি তারে গোপনে রে।
ধারে না রসের ধার,
গোচারণ কর্ম্ম তার,
ভালবাসি বল্‌তে গেলে—পাঁচনি দেখায় রে।

তি। তুমি মর।

শ্যা। তুমি সে বলিলে কেন? মহারাজাধিরাজ—শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা হেমচন্দ্র বাহাদুরকে সে বলিলে?

তি। ভুল হইয়াছে—ক্ষমা কর।

শ্যা। আমি ক্ষমা জানিনা—কাল রাজদরবারে বলিয়া তোমায় সাজা দেওয়াইব।

সে গাহিল,—

ব'লে দিব মহারাজে এসেছে এক ভিখারিণী।
কাঁদে আর কটুবলে যেন ঘোর উন্মাদিনী।
দু' নয়নে বহে ধারা, স্থির তার নয়ন-তারা,
ব'লে আমার পায়ে ধরা মথুরার নৃপমণি।

তি। তুমি বড় জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছ।

শ্যা। তবে চলিলাম।

তি। শ্যামা যাইও না,—তোমার জন্য—তোমার মধুর কথার জন্য আমি একটু তৃপ্ত থাকি।

শ্যা। আমি তোমার জন্য রাত্রি জাগিয়া মরিব কেন?

তি। আমার জন্য তোমার কি কষ্ট হয়?

শ্যা। হাঁ হয়।—কেন হয় শুনিবে—

সে গাহিল—

"চমক তড়িৎ ওকি;
বাসনার বহ্নি তাতে?
আর্দ্র এ শীতল বায়ু—
কেবা জাগে কে ঘুমায়,
মধুর স্বপনে কারো
নিমীলিত আঁখি পাতে;
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদ পাতে?
কি লেখা লিখেছে সে গো
ফুটে না উঠিছে ফুটি,
উদাসে হৃদয় শুধু,
নীরে ভরে আঁখি দুটি।"

তি। অত গান কোথায় শিখিলে?

শ্যা। তুমি অত প্রেম কোথায় শিখিলে?

তি। শ্যামা! আমার প্রেম কোথায়? যদি প্রেম থাকিত, তবে তাঁহার জন্য—তাঁহার প্রত্যাশা জন্য—হৃদয়ে এত কষ্ট হইবে

কেন? যদি প্রেম জানিতাম, তবে সেই প্রেমের আগুণে কেন দগ্ধ হইয়া মরিতাম! প্রেম তুমিই জান, শ্যামা!

শ্যামা গাহিল,—

"ভানু কমলে কলি সেহ হেন নহে;
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে।
চাতক জলদে কহি, সেহ নহে তুলনা;
সময় নহিলে সে না দেয় একৈকণা।
কুসুমে মধুপে কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহ সম নহে,
ত্রিভুবনে হেন নাহি প্রেমিক জন কহে।"

তি। তাহা বুঝি শ্যামা;—কিন্তু বুঝিয়াও যে বুঝিতে পারি না। আগে গৃহে থাকিতাম—পিতামাতা আদর করিতেন, আত্মীয় স্বজনে স্নেহ করিতেন—দাস-দাসী ও পৌরজনবর্গ ভাল বাসিতেন,—আমার কোন জ্বালা ছিল না। সন্ধ্যার শীতল সমীরে কাননে গিয়া ফুল তুলিতাম, মালা গাঁথিতাম, ফুলের গন্ধে আনন্দ অনুভব করিতাম—পাতার ঘোমটা হইতে ফুলের মুখ খুলিয়া দিয়া—আধফোটা ফুলের বুক হইতে অলি তাড়াইয়া দিয়া আনন্দ পাইতাম—আমার কোন জ্বালা ছিল না। গভীর নিশিথে বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া চাঁদের সুষমায় বিপ্লাবিত প্রকৃতির হাসি মুখ দেখিতাম, চাঁদের পানে চকোরের ঐকান্তিক চাহনি দেখিয়া হাসিতাম,—পাপিয়ার আকাশভেদী "চোক গেল" ডাক শুনিতাম—

শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতাম—আমার কোন জ্বালাত ছিলনা।—কেন এমন হইল সখি !

শ্যা। জানি সখী ;—নবকলিদলে শিশির বিন্দু পতিত হইলে সে যে আপনি ফুটিয়া উঠে।

তি। বিরহসূর্য্যের উদয়ে সে শিশির শুকাইয়া গেলে তখন ফুলের গতি কি হয় ?

শ্যা। তখন—

"বনে বনে ফিরি ঝোরে আঁখিবারি
উদাস প্রাণের গাথা—
দীরঘ নিশ্বাস হৃদয়ের শ্বাস
আকুল অন্তরব্যথা।"

আর—

দু'হাত তুলিয়া ডাকিয়া চাঁদেরে—
কহে সে ব্যথিতা নারী—
কোথা গেলে পাব, আমার পিয়ারে
কহ তা আমারে তুমি !

পরে,—

প্রেম-পাগলিনী—ঘোর উন্মাদিনী
পথে পথে ভ্রমে কাঁদি
যাহারে দেখয়ে সুধায় তাহারে
কোথায় জুড়াব হৃদি !

। শ্যামা;—যখন তাঁহাকে পাইবার কোন আশা নাই, তখন মরি না কেন ?

শ্যা। তোমার প্রেম কি স্বার্থ শূন্য নহে ?

তি। কেন সখি !

শ্যা। তাহাকে না পাইলে কি তাহার প্রেমে সুখ নাই ?

ত। আছে কান্না—আছে আঁখিজল।

শ্যা। প্রেমের আঁখিজলই সুন্দর—প্রেমের আঁখিজলেই সুখ প্রেমের কান্নাই আনন্দ।

তি। শুধু কান্নায় কেমন করিয়া দিন কাটে সখি ?

শ্যা। কাঁদিতে কাঁদিতে কান্নার একটা ধূয়ো লাগিয়া যায়।

তি। তার পর ?

শ্যা। তার পর সেই ধূয়ো ধরিয়া—তখন হাস, নাচ—কাজকর্ম্ম কর—আর মধ্যে মধ্যে সেই ধূয়ো ধর। ধূয়ো বড় মিঠা।

তি। তুমি কি সে ধূয়ো ধর।

শ্যা। আমি পাগল—প্রেম জানি না, জানি কেবল মরণ।

তি। এইত বলিলে প্রেমের মরণ কান্না হইতে দোষের।

শ্যা। আমি যে সহমরণে যাব ?

তি। কাহার সঙ্গে ?

শ্যা। যমের সঙ্গে।

তি। সে কি !

শ্যা। সে তাই।

তি। ঐত তোমার পাগলামি ছাই !

শ্যা। আর তুমি যা ব'ল্লে সে কি ভাই ?

তি। সে প্রেম !

শ্যা। আমারও এ হেম।

তি। তবে গলায় পর।

শ্যা। এ হেম—যে দেখেছে, যে পেয়েছে—সেই পরেছে—প'রেছে, মজেছে—মরেছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সংবাদ ও পরামর্শ।

বর্ষাকাল। আকাশে জলদাবরণ, সুখতপনের অদর্শনে ধরণীবদন তমোমলিন ও অশ্রুসিক্ত;—বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। হেমচন্দ্র তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া ভগবদগীতা পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় একটা তালপত্রের ছত্রে বৃষ্টি নিবারণ করিয়া সেই গৃহের দ্বারে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—প্রতিহারী অতি ত্বরায় রাজসদনে ব্রাহ্মণাগমন সংবাদ প্রদান করিল। হেমচন্দ্র পাঠ বন্ধ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণকে গৃহমধ্যে আনিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন।

ব্রাহ্মণের পরিধানে সুশুভ্রবসন—গলে যজ্ঞোপবীত, ললাটে ঊর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্রক। ব্রাহ্মণ ন্যায়রত্ন মহাশয়।

হেমচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদবন্দনা করিয়া কহিলেন, "আপনার কুশলত?"

ন্যায়রত্ন রাজাকে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ আদি করিয়া কহিলেন, "হাঁ মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণপ্রসাদৎ কুশল বটে!"

হে। কতদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন?

ন্যা। বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ঘুরিয়াছি।

হে। কিরূপ অবস্থা দেখিলেন ?

ন্যা। সর্ব্বত্রই অত্যাচার—অবিচার। বঙ্গ যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

হে। অত্যাচারী কি সর্ব্বত্রই মুসলমান ?

ন্যা। মুসলমানই প্রধান বটে—কিন্তু হিন্দুর অত্যাচারও অল্প নহে।

হে। বঙ্গের এই দুঃসময়ে—বাঙ্গালীও অত্যাচারী ?

ন্যা। হাঁ।

হে। তাহারা কোন্ শ্রেণীর ?

ন্যা। শ্রেণী ভেদ নাই।—"যোর যার মুল্লুক তার।"

হে। ভাল করিয়া বলুন,—আমার শরীরের রক্ত হীন হইয়া যাইতেছে।

ন্যা। যদি একবার সে শ্মশানে গমন করেন—তবে বোধ হয়, আপনার কষ্টের সীমা থাকে না।

হে। মুসলমান ভিন্ন আর কাহারা অত্যাচার করিতেছে ?

ন্যা। যদি বাঙ্গালী স্বার্থপর না হইত,—যদি বাঙ্গালী বাঙ্গালীর হৃদয়-শোণিতপানে পিপাসু না হইত—যদি বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে ব্যাকুল না হইত,—যদি বাঙ্গালী বাঙ্গালীপতির বক্ষচ্যুত করিয়া তাহার সুন্দরী সতী-রমণীকে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা না করিত,—যদি বাঙ্গালীর বহু কষ্ট সঞ্চিত ধনরাশি লইয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার বাসনা বাঙ্গালীর না হইত—তবে বঙ্গে এমন দেশব্যাপী হাহাকার হইত না, সোণার বাঙ্গালা এমন শ্মশানের ভৈরবভাবে পূর্ণ হইত না—এমন করিয়া বাঙ্গালীর হাড় ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ধূলিতে মিশিয়া

যাইত না।—মুষ্টিমেয় মুসলমানে বাঙ্গালীর কি করিতে পারিত। আজি বঙ্গবাসী সব রাক্ষস সাজিয়াছে—ঘরে ঘরে দস্যুর দল। বাঙ্গালী জমিদার প্রায় সকলেই অত্যাচারী—লুণ্ঠনকারী। তাই বঙ্গে আজি ভীষণ শ্মশানের অভিনয়। আপনি মুসলমানাক্রমণের রাত্রে নবদ্বীপে যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন—আজি বঙ্গের সর্ব্বত্র সেই ভীষণ দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছে।

হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার নাসিকায় উত্তপ্ত নিশ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "মহাশয়! হেমচন্দ্রের এ ক্ষুদ্র প্রাণের বিনিময়ে বঙ্গে কি শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না?"

ন্যা। সম্ভাবনা নাই—যদি কেবল মুসলমান অত্যাচারী হইত, তবে সে আশা করা গেলেও যাইতে পারিত। স্বদেশদ্রোহী—বাঙ্গালীগণের অত্যাচার হইতে কি প্রকারে বঙ্গদেশকে রক্ষা করা যাইতে পারে!

হে। কোন উপায় নাই কি?

ন্যা। বোধ হয় না।

হে। কেন?

ন্যা। কেন শুনিবেন?—তবে শুনিয়া যাউন।—একে মুসলমানের ভীষণ অত্যাচার;—তাহাই নিবারণ করিতে যদি সমস্ত বঙ্গের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত হইয়া দণ্ডায়মান হয়, তবে বোধ হয়—সে অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না।

হে। কেন হইবে না?

ন্যা। সকলেই স্বার্থান্বেষী। জাতিয় জীবন সংঘটন করিতে

হইলে স্বার্থশূন্য হওয়া চাই—আমিত্ব বিদূরিত করা চাই—কিন্তু বঙ্গের সে অদৃষ্ট নহে।

হে। তার পর—?

ন্যা। তার পর বাঙ্গালী এখন প্রায় সকলেই অত্যাচারী। যাহার শক্তিতে যে অত্যাচারটুকু সম্ভব হইতেছে—সে সেই অত্যাচারই করিয়া লইতেছে। চুরি ডাকাইতি বঙ্গবাসীর একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে—যার যত লাঠির জোর, সে তত বড় লোক। প্রধান প্রধান জমিদারেরা ডাকাইতের দল পুষিয়া যুগপৎ আত্মরক্ষা ও লুণ্ঠনব্যাবসা চালাইতেছেন। যোয়ান কৃষকেরা কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাঠি ধরিয়াছে—সন্ন্যাসী ডাকাইত, অতিথি চোর—প্রতিবাসী সৌন্দর্য্যহারক। দরিদ্র—হীনবল, ভদ্রলোকের তিষ্ঠান দায় হইয়াছে।—বঙ্গের অত্যাচার সীমাতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে।

হেমচন্দ্রের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—

"বৃথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম,—বৃথায় বাহুতে বল হইয়াছিল দেশের লোক, মায়ের সন্তানগণ—স্ত্রীজাতিগণ, বালকবালিকাগণ অত্যাচারের বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে—শৃগাল কুকুরের মত লাঠির আঘাতে মরিতেছে—ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া অপরে আহার করিতেছে—আর আমি সুরম্য অট্টালিকায় সুখাদ্য ভোজনে বিলাসে ভাসিয়া আছি! মা, বঙ্গভূমি! সকল সন্তানই কি তোমার হেমচন্দ্রের মত নির্জীব!"

ন্যায়রত্ন মহাশয় ও কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ! উতলা হইবেন না।"

হে। ইহাতেও যদি উতলা না হইব,—তবে মানুষের প্রাণ আর কিসে উতলা হয়, ভগবন্!

ন্যা। স্থির হইয়া বীরধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে থাকুন।

হে। আমি বীর—রহস্য, বঙ্গে! যদি বীর হইতাম—দেশের অশ্রুজল কি মুছাইতে পারিতাম না?

ন্যা। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য দূর হইতে এখনও অনেক দিন বাঁকি। তবে যাহার শক্তিতে যতদূর সংকুলান হয়, ততটুকু তাহার করা কর্ত্তব্য।

হে। কত দিনে বঙ্গের দুঃখ-দুর্দ্দশার দূর হইবে, জানেন কি?

ন্যা। নবদ্বীপে গিয়াছিলাম,—তথায় আমার পরিচিত একটি জ্যোতিষি আছেন—গোপনে তাঁহার দ্বারা গণাইয়া দেখিয়াছিলাম—সে দিনের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

হে। কত দিন?

ন্যা। পশ্চিমদেশীয় বণিকেরা এইদেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করিবেন। দেশের অত্যাচারে একান্ত উৎপীড়িত হইয়া দেশের হৃদয়বানেরা তাঁহাদের শরণাগত হইলে, তাঁহারা দয়া করিয়া মুসলমানের হাত হইতে বঙ্গরাজ্য গ্রহণ করতঃ অত্যাচার নিবারণ করিবেন। এবং দেশে শান্তির বিমলধারা ঢালিয়া দিবেন—শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালীকে অত্যুন্নত করিবেন—বাঙ্গালী তখন আবার সুখে বাস করিবে—চুরি ডাকাইতি, অত্যাচার অবিচার দেশ হইতে দূর হইবে।

হে। সে দিন কবে আসিবে—যে দেখিবে, তাহারই জন্ম সার্থক।

ন্যা। গৌড়ে গিয়াছিলাম।

হে। হাঁ—সেখানে কি দেখিলেন?

ন্যা। সর্ব্বত্রও যেমন, সেখানেও তেমনি।

হে। আর শুনিব না—শুনিতে চাহি না। সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন?

ন্যা। পারিয়াছি।

হে। কত?

ন্যা। বোধ হয়—বিংশ সহস্র।

হে। সকলেই কি যুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষিত?

ন্যা। কিয়দংশমাত্র শিক্ষিত—আর অধিকাংশই অশিক্ষিত। যোয়ান বটে,—ডাকাইত দলভূক্ত।

হে। সে কি! ডাকাইত পুষিবেন?

ন্যা। তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সে প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিয়াছি। গায়ে জোর আছে, বুকে সাহস আছে। খাইবার উপায়—পরিবার প্রতিপালনের উপায় হইবে, অথচ গায়ের জোর রাখিবারও স্থান হইবে, বিবেচনায় আমার সঙ্গে আসিয়াছে।

হে। উপযুক্ত সৈন্যাধক্ষের অধীনে রাখিয়া যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার প্রয়োজন।

ন্যা। হাঁ।

হে। এক্ষণে তাহারা কোথায় অবস্থিতি করিতেছে?

ন্যা। সেনানিবাসে পাঠান হইয়াছে।

হে। বোধ হয়, শীঘ্রই মুসলমানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা।

ন্যা। যে যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, মা সর্ব্বমঙ্গলার কৃপায় তাহাতে জয় লাভ করিয়াছেন—ইহা পরম মঙ্গলের কথা।

হে। সেটা যুদ্ধ বলিয়াই ধরিবেন না।

ন্যা। বটে,—কিন্তু প্রথমে একটা পরাজয়ের বাতাস উঠিলে সৈন্যগণের হতাশা আসিতে পারিত।

হে। অনেকদিন বঙ্গে ঘুরিয়াছেন—শুনিয়াছি, মুসলমানগণ খণ্ডদলে বিভক্ত হইয়া বাঙ্গালার চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়াবেড়াইতেছে, তাহাদিগের সন্ধান কিছু জানেন কি?

ন্যা। হাঁ—প্রথমে যখন গিয়াছিলাম, তখন চারিদিকে তাহাদিগের অত্যাচার শ্রুত হইয়াছিলাম—কিন্তু ফিরিয়া আসিবার অল্পদিন পূর্ব্ব হইতে আর বড় একটা মুসলমানের খোঁজ খবর পাই নাই।

হে। তাহারা কোথায় গিয়াছে?

ন্যা। সন্ধান পাওয়া যায় নাই;—তবে এই পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে যে,—মুসলমান আর বড় এদিক ওদিক নাই। বোধ হয়, কোন কার্য্য বিশেষে তাহারা একত্র হইতেছে।

হে। তবে বোধ হয় তাহারা মাগধনগরী আক্রমণ করিবে বলিয়া একত্র হইয়া বল সংগ্রহ করিতেছে।

ন্যা। আমারও তাহাই বোধ হইয়াছিল,—এবং সেই জন্যই আমি ত্বরা করিয়া সংগৃহীত লোকজন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

হে। সরস্বতী মহাশয় ফিরিয়া আসিয়াছেন?

ন্যা। হাঁ, তিনিও কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্র একটুখানি চিন্তা করিয়া কহিলেন,

"আপনার বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকুশলতায় অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে যাহাতে পুরী রক্ষা হয়—যাহাতে হিন্দুনাম রক্ষা হয়—যত্ন পূর্ব্বক তাহার উপায় বিধান করুণ।"

ন্যা। অধীনের যতদূর সাধ্য তাহাতে ক্রটী হইবে না। একটা কথা,—

হে। কি বলুন।

ন্যা। আমার স্ত্রী ফেরার হইয়াছেন।

হে। সে কি! কি বলিতেছেন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ন্যা। (হাসিয়া) বলিতেছি—আমার স্ত্রীকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।

হে। কোথায় যাইবার সম্ভাবনা?

ন্যা। সম্ভাবনা কোন সুন্দর পুরুষকে লইয়া সুখান্বেষণে স্থানান্তরে পলায়ন। আমি একে দরিদ্র—তাহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত!

হে। তবে কি কিছু দারিদ্রভয়ভঞ্জন অর্থ চাহিতেছেন? আসল কথা কি বলুন।

ন্যা। আসল কথা এই যে,—আমার স্ত্রী বড় বিব্রতে পড়িয়াছেন—কখন কোথায় থাকেন, কি করেন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বোধ হয় যেন ভূতাবেশ হইয়াছে।

হে। আমার বোধ হইতেছে, সহসা আপনারই বুঝি ভূতাবেশ হইয়া পড়িয়াছে।

ন্যা। না,—আমি যাহা বলিতেছি, আপনি তাহার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না।

হে। নিশ্চয়ই আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

ন্যা। আমি বলিতেছি যে, আমার স্ত্রী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

হে। কেন?

ন্যা। একটা ছুঁড়ির জন্য।

হে। এই দেখুন—আমি বুঝিব কেমন করিয়া? ছুঁড়ীর জন্য আপনার স্ত্রী বিব্রত হইলেন কেন?

ন্যা। আপনি ভাবিতেছেন, তাহার প্রণয়ে পড়িয়াছে।

হে। (হাসিয়া) আপনার পূর্ব্বকথার সহিত মিলাইলে তাহাইত বোধ হয়।

ন্যা। তাহা নহে—আসল কথা এই, একটা ছুঁড়ী আমার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার উপদ্রবে তাঁহার তিষ্ঠান দায় হইয়াছে।

হে। কিরূপ উপদ্রব?

ন্যা। সে তাঁহাকে লইয়া কোথায় চলিয়া যায়।

হে। সে কি?

ন্যা। হাঁ সত্য—আমি সৈন্যসন্ধানে গমন করিলে, সেই ছুঁড়ী তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া, তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ী রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল—আবার আসিয়া তাঁহার সহিত জুটিয়া এখানে আসিয়াছে।

হে। তারপর?—

ন্যা। তারপর—সর্ব্বদাই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না! তাঁহার নিকট পাগলের মত কি বকে। আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদে। মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা যায়।

হে। আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি।

ন্যা। কি বুঝিয়াছেন—কিছু টাকা চাহিতেছি, এই নাকি?

হে। আপনি রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর কন্যার কথা কহিতেছেন।

ন্যা। হাঁ—আপনি জানিলেন কি প্রকারে?

হে। আমি তাহাকে জানি,—সে তমলুকের যুদ্ধে আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে—সে বলিয়াছিল, আপনার স্ত্রীর সহিত তীর্থদর্শনে গিয়াছে, বলিয়া সেখানে গিয়াছিল।

ন্যা। মেয়েটা বড় দুষ্ট।

হে। হউক কিন্তু সে বড় সুন্দরী—বড় বুদ্ধিমতী; বড় চতুরা।

ন্যা। তাহাকে বিবাহ করিলে হয় না?

হে। না,—এক পুরুষের দুই স্ত্রী ভাল নহে।

ন্যা। রাজাদের দোষ কি? আহারের ত অভাব নাই। ঘরেরও কমি নেই।

হে। না থাকুক—অন্য কথা পাড়ুন। উহার কথা আর আমার সহিত বলিবেন না, আমার বিশেষ অনুরোধ!

ন্যায়রত্ন বুঝিলেন,—সে সুন্দর মুখে আকুল করে রাজাকে, হেমচন্দ্র! রূপত মোহের জন্যই হইয়াছে। কিন্তু তুমি বড় কঠিন।

হেমচন্দ্র বলিলেন,

"বর্ত্তমানে আমার অন্য কর্ত্তব্য নাই,—অন্য চিন্তা নাই—মুসলমান আমার পুরী আক্রমণ করিবে, আমি কিসে তাহা হইতে উদ্ধার হইব—তাহাই ভাবিতেছি। ভগবান আমায় রক্ষা করুণ। আপনারা সকলে কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকুন—আর পুরীরক্ষা বিষয়ে যত্নশীল হউন।

তৃতীয় খণ্ড।



তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিদেশীবণিক,—পণ্যদ্রব্য।

মধ্যাহ্নের আকাশ-তলে অশোকবনচ্ছায়ায়, অলসবাহিনী নির্ম্মল তটিনীতীরে একটি বিদেশী বণিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন,—মাগধপুরীর কঠোর নিয়মে কাহারও বিনা অনুমতিতে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার নাই। বিদেশীবণিক সেই অনুমতির প্রার্থনায় নগর বহির্ভাগে,—তটিনীতীরে এই স্থলে উপবিষ্ট।

উপবনে কুরুবক, কিংশুক, কদম্ববৃক্ষ। প্রভাতচ্যুত মল্লিকার ক্ষীণগন্ধ, শাখাপত্রে লুক্কায়িত কপোতীর মধ্যাহ্নমর্ম্ম-স্পর্শী করুণ রব। মধ্যাহ্ন প্রখর নহে—হেমন্তকাল,—কিন্তু মধ্যাহ্নের আলস্য সর্ব্বত্র—বায়ুর বেগে, জলের প্রবাহে, পশুপক্ষীর গতিতে

আকাশের নিথরতায়,—সর্ব্বত্র মধ্যাহ্ন জনিত আলস্য। প্রভাত হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গমাকীর্ণা প্রাচীনা ধরণী দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়া শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় বিংশতি জন সশস্ত্র সৈন্য সমভিব্যহারে একজন সেনাপতি আগমন করিলেন,—আর তৎসহ মাগধনগরীর একজন বণিকও আগমন করিলেন।

বিদেশীবণিক উঠিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন আদি করিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন।

সেনাপতি মাগধনগরীর বণিককে কহিলেন, "ইনিই কি আপনার লোক?"

মা-ব। হাঁ, ইনিই আমার লোক।

সে। আপনার বাসভূমি কোথায়?

বি-ব। আমার নিবাস পাটনায়। মাগধনগরীর মাননীয় এই বণিক মহাশয়ের চাউল, বুট, ঘৃত প্রভৃতি অনেক পণ্য দ্রব্যের প্রয়োজন জানিয়া উঁহার সহিত ব্যবসার্থ আমার এখানে আসা।

সে। আপনি নগর মধ্যে কত দিন থাকিবেন?

বি-ব। যত দিন ব্যবসা চলিবে।

সে। আপনার যে সকল দ্রব্য আসিবে—তাহা কোন্‌পথে আসিবে?

বি-ব। নৌকা যোগেই আসিবে।

সে। তাহাতে লোকজন বা অস্ত্র শস্ত্র আনিতে পারিবেন না। প্রত্যেক নৌকা এই স্থলে উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়া প্রবেশের অনুমতি পাইলে, তবে পুরীপ্রবেশ করিতে পারিবে।

বি-ব। যে আজ্ঞা।

সে। আপনি বিনা অনুমতিপত্র লাভে নগরের বাহিরে যাইতে পাইবেন না। আপনার সহিত কয়জন ভৃত্যাদি থাকিবে?

বি-ব। দশ বার জনের অধিক হইবে না।

সে। আপনাদের নিকট কোন অস্ত্রশস্ত্রাদি থাকিতে পারিবে না।

বি-ব। বণিকের অস্ত্রশস্ত্রে প্রয়োজন?

সে। তথাপিও নিয়মগুলা শুনাইতে হয়।

বি-ব। যে আজ্ঞা।

সেনাপতির আজ্ঞায় জনৈক সৈনিক বিদেশী বণিকের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—তৎপরে তাঁহার নৌকা পরীক্ষা করা হইল—তাঁহার সঙ্গীদিগের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে সনন্দ প্রদত্ত হইল—অপর দিকে সৈন্যের ঘাটিআছে, সে দিক হইতে নূতন লোক বা নৌকা আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিবার উপায় নাই। সেনাপতি ও সৈন্যগণ নিকটস্থ শিবিরে গমন করিল—মাগধনগরীর বণিক বিদেশী বণিককে আদরে নগরমধ্যে লইয়া গেলেন,—তাঁহার তরণী ধীর মন্থর গমনে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

মাগধনগরীর বণিকের নাম রতণদাস। রতণদাস পাটনার বণিকের জন্য নগরমধ্যে উত্তম একটি বিস্তৃত বাটী ভাড়া করিয়া দিলেন,—তিনি তথায় ভৃত্যবর্গ লইয়া অবস্থান পূর্ব্বক ব্যবসা বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

পাটনার বণিক একদিন রতণদাস বণিককে কহিলেন, "মহাশয়! মাগধনগরীতে আসিয়াছি—এবং এই স্থানে অবস্থান

করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছি,—কিন্তু একদিনও রাজদর্শন ঘটিল না। আমার ইচ্ছা, একদিন রাজদর্শনে গমন করি,—যথোপযুক্ত উপহার আদিও সংগ্রহ করিয়াছি, কবে যাইবেন বলুন।"

র। অদ্যই বৈকালে যাইতে পারি।

পা-ব। তবে একবার সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

যথা সময়ে সংবাদ দিয়া উভয়ে রাজদর্শনে গমন করিলেন। মণি মুক্তা প্রবালে স্বর্ণথালা পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া পাটনার বণিক রাজাকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন। অর্থের জয় সর্ব্বত্র! রাজা এত অর্থাসমাগম দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন—বণিককে বিশিষ্টধনী বলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহাকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত ও মধুর বচনে প্রীত করিয়া বিদায় দিলেন।

বণিকও পথে যাইতে যাইতে রত্নদাসের নিকট রাজার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বণিক কহিলেন, "একবার নগরের সর্ব্বত্র দর্শন করার আমার একান্ত ইচ্ছা—এ সখ আমার বাল্যকাল হইতে।"

বণিক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রাজ দরবার হইতে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করিলেন, এবং দুই তিন দিনে তাঁহাকে নগরের সর্ব্বত্র উত্তম রূপে দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন।

মাগধনগরীর পথঘাট, বিদ্যালয়, তোরণদ্বার, পরিখা, সেনা-নিবাস, সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র, সমস্তই বণিক উত্তমরূপে দেখিয়া বেড়াইলেন। শেষ তাঁহার ইচ্ছা হইল,—রাজবাড়ীটি একবার ভাল করিয়া দেখিবেন।

রাজার নিকট তজ্জন্য আবেদন করিলে, তিনি তাহাতে

সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার সম্মতি ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রতণদাস বণিক ও বিদেশী বণিক রাজান্তঃপুর ভিন্ন—রাজবাড়ীর সমস্ত স্থান, সমস্ত দিক দর্শন করিয়া আসিলেন।

বিদেশী বণিক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সেই সময় তাঁহার আর পাঁচখানি বাণিজ্যতরী আসিয়া ঘাটে লাগিল।

সকল পণ্যদ্রব্যগুলি সেবারে রতণদাস বণিককে না দিয়া কতক কতক তাঁহাকে প্রদান করিলেন, কতক কতক বা অন্যত্র বিক্রয় করিবেন বলিয়া নিজালয়ে উঠাইয়া আনিলেন। আনিবার সময় অন্য বাহক দিয়া না আনাইয়া নিজের ভৃত্যগণের দ্বারা তাহা উঠাইয়া আনিলেন। রাত্রে আসিয়া নৌকা ঘাটে লাগিয়াছিল,—সুতরাং রাত্রেই পণ্যদ্রব্য তাঁহার আলয়ে উঠিয়া আসিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০—

সন্ন্যাসী সন্দর্শনে।

সন্ধ্যাকাল। রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর অট্টালিকার উত্তরে ক্ষুদ্র বিন্ধ্যনদী অলস-স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, মাঝীরা নদীতীরে নৌকা বাঁধিয়া কোনও নৌকায় গান আরম্ভ করিয়াছে, কোনও নৌকায় রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে। নদীর অপর পার হইতে দুই এক খানি নৌকার ক্ষীণ আলোক নদীবক্ষে পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন কিয়ৎ পরিমাণ স্থান লইয়া জলে আগুণ লাগিয়াছে।

বিন্ধ্যনদীর তীরে আজি পাঁচ দিন হইতে একজন সন্ন্যাসী

আসিয়া অশ্বত্থতরুতলে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি সিদ্ধপুরুষ—গ্রামশুদ্ধ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতেছে; তাঁহার নিকট রোগোপশম জন্য ঔষধ লইতেছে, মন্ত্র শিখিতেছে—স্ত্রীলোকেরা বন্ধ্যাদোষ নিবারণার্থ ঔষধ ও যুক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেছে। কিশোরকুমারেরা বশীকরণের মন্ত্র বা ঔষধ প্রাপ্তির আশয়ে হাঁটা হাঁটী করিতেছে।

তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও সমুন্নত—চক্ষু জ্যোতি বিশিষ্ট। সম্মুখে প্রজ্বলিত ইন্ধন, গায়ে ভস্ম বিলেপিত—পরিধানে গৈরিকমৃৎ রঞ্জিত বসন।

সন্ধ্যাকালে সেখানে একদল স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল,—ইহাঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা। দিবাভাগে সন্ন্যাসীদর্শন ইহাঁদিগের ভাগ্যে সংঘটন হয় না—কাজেই রাত্রে আসিতে হইয়াছে।

রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর সহধর্ম্মিণী, তদীয় কন্যা তিলোত্তমা, পিয়ারী, শ্যামা প্রভৃতিও এই দলভূক্তা।

সন্ন্যাসী নত বদনে অগ্নি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—স্ত্রীলোকগণ তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া যোড় হাত করিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনাদের কি প্রয়োজন?"

একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক কহিলেন, "আপনি দেবতা—আপনার চরণ দর্শনে পুণ্য আছে বলিয়া দেখিতে আসিয়াছি।"

স। ভাল, আর কি কথা আছে?

তখন বৈশাখের ঝড়ের মত রমণীগণের অজস্রপ্রশ্নবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী দুই এক কথায় তাহার উত্তর দিয়া দিলেন।

রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর সহধর্ম্মিনী তিলোত্তমাকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, "ঠাকুর; আমার এই মেয়েটি—নাম তিলোত্তমা।"

সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিয়া—দীপ্তিমান উজ্জ্বলাগ্নির আলোকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শ্যামা একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—সে মুখ দেখিয়া আরও সরিয়া আসিল। অনিমিষ নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আপনার মেয়ের কি হইয়াছে?"

তি-মা। কি হইয়াছে,—মেয়ে আমার দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছে। কেন এমন হইল,—কোন অপদেবতার দৃষ্টি পড়িল, কি, কি হইল—আপনি দয়া করিয়া বলিয়া দিন—এবং কিসে আমার মেয়ে আরোগ্য হয়, তাহা বলুন—আপনার সেবায় আমি অনেক অর্থ দিব।

তিলোত্তমা বিরক্ত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল—কিন্তু মাতা যাইতে দিলেন না। চাপিয়া ধরিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি প্রশ্ন করিয়া যাই—আপনি উত্তর দিন।

তি-মা। যে আজ্ঞা।

স। আপনার কন্যা আহার করিতে পারেন?

তি-মা। কিছু না বাবা! মার আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন ঘুচিয়া গিয়াছে।

স। নিদ্রা হয় কেমন?

তি-মা। বোধ হয়;—সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক আধ দণ্ড ঘুমায় কি না, সন্দেহ।

সন্ন্যাসী। লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসেন?

তি-মা। একেবারেই না,—কেবল পিয়ারী, আর শ্যামা, এই দুই জনের নিকট একটু আধটু বসিতে চায়।

স। হাসি কান্না কেমন?

তি-মা। হাসি ওমুখে একেবারে নাই—কাঁদিতেও বড় দেখি না—তবে সর্ব্বদাই চক্ষু ছল ছল করে—সর্ব্বদাই আকাশ পানে চাহিয়া থাকে। সর্ব্বদাই মনে মনে কি ভাবে!

স। মেয়ের বিবাহ দেন নাই কেন?

তি-মা। ঘটনাক্রমে হয় নাই।

স। রোগ যাহা হইয়াছে, সহজে সারিবে না।

তি-মা। বিবাহ দিলে সারিবে?

স। না,—আরও বাড়িবে।

তি-মা। সে কি? তবে আমার কি হবে?

স। মহারাজা হেমচন্দ্রের উপর তোমার মেয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

তিলোত্তমা অত্যন্ত বিরক্তিস্বরে কহিল,—"আয়না মা, বাড়ী যাই।"

পিয়ারী বলিল—"ভাল সন্ন্যাসী—যা মনে আসে, তাই বলে। চলুন বাড়ী যাই।"

তি-মা। না, শুনি—

পিয়ারী। কি শুনিবেন, বাজে কথা। চলুন রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল।

তখন সকলে পুনরায় সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া বাড়ী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শ্যামা ইহার একটু পূর্ব্বেই গমন করিয়াছিল, সে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

"আমি মরি মরি তবু মরিতে পারিনা
আছি জীবনে মরণে মিশায়ে,
তুমি স্বপনে পরাণে দেখা দিয়ে
পুন জাগরণে যাও মিলা'য়ে।
স্মৃতিটুকু শুধু মোরে দিয়ে যাও
মরি তাই লয়ে কাঁদিয়ে,
নিমেষের তরে কেন এস তবে
জান যদি যাবে ছলিয়ে!
নয়নের কোণে নিরাশারবারি
নিশি শেষে পড়ে ঝরিয়ে,
আমি স্বপনে তোমায় দেখা পাই ব'লে
তাই মরণে রেখেছি বুঝা'য়ে।"

পিয়ারী তিলোত্তমার কাণে কাণে কহিল, "পাগলীর মরণ নাই!"

তিলোত্তমা অন্যের অশ্রুত স্বরে কহিল, "কি জানি ওর প্রাণে কি ভাব জাগে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-সন্ধান।

গৃহে গমন করিয়া তিলোত্তমা নিজকক্ষে প্রবেশ করিল। বিমুক্তবাতায়নপার্শ্বে উপবেশন করিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিল,—সন্ন্যাসী কি সত্যই সিদ্ধ পুরুষ—সত্য

সত্যই কি সন্ন্যাসী যোগবলে সমস্ত জানিতে পান,—বোধ হয় নিশ্চয়ই তিনি সিদ্ধ পুরুষ, নতুবা আমার অতি গোপনীয় কথা—হেমচন্দ্রের কথা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন! আচ্ছা, সন্ন্যাসী কি জাতি?—জাতিতে প্রয়োজন কি? বোধহয়—ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ না হইলে যোগবলে বলীয়ান হওয়া সহজ কথা নহে। যদি মা ও অন্যান্য সকলে আমার সঙ্গে না থাকিতেন, তবে সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িয়া একবার ভাল করিয়া আমার ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতাম। জিজ্ঞাসা করিতাম, হেমচন্দ্রকে কখনও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব কি না!

তিলোত্তমা একান্তে বসিয়া এই সকল ভাবিতেছে, এমন সময় গান গাহিতে গাহিতে শ্যামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্যামা গাহিতেছিল,

"মাধুরী যা ছিল এ মরমরতে
মিশা'য়ে জোছনা-সনে,—
ধ্যানেরপ্রতিমা আমি ধরণীতে
গড়িয়াছি প্রাণ পণে।
বাকি আছে শুধু প্রাণ দান দিয়ে
ত্যজিতে পরাণ চরণে;
তারি তরে আজো রয়েছি বাঁচিয়ে
নতুবা ডরিনে মরণে।"

তিলোত্তমা উজ্জ্বল দীপালোকে চাহিয়া দেখিল, শ্যামার উজ্জ্বল

চক্ষু দুইটি ফুলিয়া উঠিয়াছে—তাহার ওষ্ঠদ্বয় স্ফীত ও কম্পান্বিত, তাহার মস্তকের কুন্তলরাশি আলুলায়িত ও বায়ুবিক্ষোভিত। শ্যামার এবম্ভূত আকৃতি সন্দর্শনে তিলোত্তমা যেন কিঞ্চিৎ বিচলিতা হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "সখি—শ্যামা! তোমার চেহারা আজি এমন কেন ভাই!"

শ্যামা হাসিল,—হাসি অস্বাভাবিক। যেন বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুদ্বিকাশ। শ্যামা বলিল,

"বড় বিপদে পড়িয়াছি সখি—আজি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।"

তি। আমি বুঝিতে পারিলাম না, সখি! তোমার কথা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ভাল করিয়া আমায় বল—আমি তোমার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইতেছি।

শ্যা। গান শুনিবে?

তি। গান পাছে গাহিবে,—আগে বল, তুমি এমন কেন হইলে?

শ্যা। আমি তোমার কখন কোনও অনিষ্ট করিয়াছি কি?

তি। সে কি সখি?

শ্যা। বল করিয়াছি কি না।

তি। কখনও না,—কেন আমার দ্বারা তুমি কোন প্রকারে অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছ?

শ্যা। হাঁ করিতেছি।

তি। অনিষ্ট করিয়াছি?

শ্যা। না, করিবে।

তি। সে কি?

শ্যা। নিশ্চয় করিবে। কিন্তু আমি তোমায় ইষ্ট না করিলে, তুমি আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

তি। তুমি আমার ইষ্ট না করিলে, আমি তোমার অনিষ্ট করিতে পারিব না,—তবে তুমি আমার ইষ্ট করিও না।

শ্যা। সেই জন্যই ভাবিয়া ভাবিয়া এমন হইয়াছি।

তি। আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে,—আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল সখি!

শ্যা। আগে আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও,—যদি তোমার সাধ্য থাকে, যদি তোমার ক্ষমতায় কুলায়, আমার অনিষ্ট করিবে না; ইষ্ট চেষ্টা করিবে।

তি। আমি নিশ্চয় তোমার অনিষ্ট করিব না।

শ্যা। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আসিয়াছ?

তি। হাঁ, তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি।

শ্যা। সন্ন্যাসী সহজ লোক নহেন, উহাঁর দ্বারা হেমচন্দ্রের অনিষ্টাশঙ্কা আছে—আজি রাত্রিতেই সে আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হইবে। আর তাহার সময় নাই।

বলিতে বলিতে একখানি ছায়ার মত শ্যামা কোথায় চলিয়া গেল। তিলোত্তমা তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল,—কিন্তু চক্ষুর পলক পড়িতে পড়িতে সে কোথায় চলিয়া গেল। শত চেষ্টাতেও তিলোত্তমা তাহাকে রাখিতে পারিল না।—তাহার নিকট কোন কিছুই ভাল করিয়া শ্রবণ করা হইল না।

তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। শ্যামা কি বলিয়া গেল—সত্যই কি সন্ন্যাসী হেমচন্দ্রের অনিষ্ট করিবে! কিন্তু শ্যামা কি বলিল,—তাহার—শ্যামার আমি কি অনিষ্ট করিতে পারিব!

শ্যামা হয় ত পাগলের ঝোঁকে এ সমুদয় বলিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি সত্য হয়—তবে তিলোত্তমার দশা কি হইবে। কিন্তু এখন উপায়! শ্যামা যে বলিয়া গেল, আর সময় নাই—সে বিপদ ঘটিবার সময় উপস্থিত। এখন তিলোত্তমা কি করে!

ভাবিতে ভাবিতে তিলোত্তমা বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিয়া লইল। হেমচন্দ্রের বিপদ! শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবিলে চলিবে না।

তিলোত্তমা ইষ্টনাম স্মরণ পূর্ব্বক উঠিল—একটা বাক্স খুলিয়া দুইখানি শানিত ছুরিকা ও একপাত্র উগ্রবিষ সংগ্রহ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া লইল। কোথাও যাইতে হইলেই তিলোত্তমা ইহা সঙ্গে লইত। অতঃপর পুরুষপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে পা টীপিয়া টীপিয়া বাটীর বাহির হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিল। সে দিন কৃষ্ণ পক্ষের নিশি—অন্ধকারের রাজত্ব। তিলোত্তমা পা টীপিয়া টীপিয়া সন্ন্যাসীর অতি সন্নিকটে একটা বৃক্ষকাণ্ডে দেহভার সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামার কথায় সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই—সন্ন্যাসী কি করেন,—কি প্রকারে হেমচন্দ্রের তিনি অনিষ্ট করিতে পারেন, সে তাহা অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিতে লাগিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, সন্ন্যাসী যেমন অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে করিয়া বসিয়াছিলেন, তেমনই বসিয়া আছেন—এখন আর লোকজনের জনতা নাই—রাত্রি অধিক হওয়ায় জনসমাগম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে স্থান অতি নিরব, নিস্তব্ধ।

তিলোত্তমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কোন কিছুরই সন্ধান পাইল না। কোন ভাবই বুঝিতে পারিল না,—তখন মনে মনে ভাবিল—

ইহা নিশ্চয়ই শ্যামার পাগল মনের ভাব মাত্র। তবে গৃহে চলিয়া যাই,—আবার ভাবিল, তাহা হইবে না। আজি সমস্ত রাত্রি এই বৃক্ষকাণ্ডে আত্মভর নির্ভর করিয়াই কাটাইতে হইবে। কেন না, হেমচন্দ্রের যদি কোন অনিষ্ট হয়!

সহসা তিলোত্তমার কর্ণে মনুষ্যপদশব্দ শ্রুত হইল। শব্দ অতি ধীর,—বোধ হইল, আগন্তুক অতি সাবধানে আসিতেছে। তিলোত্তমা চাহিয়া দেখিল—সন্ন্যাসী সেই স্থানেই বসিয়া আছেন। এবং অতি সত্বর আর একটি মনুষ্য অতি ধীরে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। কি জানি, কোন্ অজানা কারণে তিলোত্তমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কম্পিত হৃদয় চাপিয়া, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তিলোত্তমা আর একটু অগ্রসর হইয়া—সন্ন্যাসীর অতি নিকটে একটা ঝোপের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল।

সন্ন্যাসী অতি ধীরে ধীরে সমাগত ব্যক্তিকে বলিলেন, "কেমন সমস্ত ঠিক হইয়াছে?"

স-ব্য। হাঁ, সমস্তই ঠিক্। আর চারিদণ্ড পরে মহারাজ তাঁহার বিলাসভবনে আগমন করিবেন।

স। সেখানে আর কে কে আসিবেন?

স-ব্য। অনেকে আসিতে পারে।

স। তোমার উপায়?

স-ব্য। আমাকে নিশ্চয় মরিতে হইবে। বাঁচিবার কোন উপায় নাই।

স। গভীর শোকের কথা।

স-ব্য। জাতির উন্নতি করিতে হইলে, আমার মত দুই দশটা জীবন নষ্ট না করিলে তাহা হয় না।

স। এই জন্যই তোমাদের আজি এত প্রতাপ—এত উন্নতি! এখন কিরূপে কার্য্য সমাধা করিবে, স্থির করিয়াছ?

স-ব্য। ক্রমান্বয়ে অনেক অর্থ দিয়া রাজাকে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছি; লুণ্ঠনের অর্থে মায়া কি? তৎপরে কয়েকদিবস হইতে প্রস্তাব করিয়া আজি রাজার প্রমোদভবনে এক নৈশভোজের উদ্‌যোগ করা হইয়াছে। আর কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজা সে স্থানে আসিবেন। আমি সেই সময় কার্য্য সমাধা করিব।

স। তৎপরে তাহাকে নিহত করিলে, তোমাকে হত্যা করিবে!

স-ব্য। তাহা নিশ্চয়। আমি সে জন্য অপ্রস্তুত নহি। গন্ধমূষিককে নিহত করিতে পারিলে,—মুসলমানের আপদ চুকিয়া যায়। আমি মরিলে ক্ষতি কি!

স। তোমার সৈন্যগণ কোথায়?

স-ব্য। আমারই ঘরে।

স। কেহ জানিতে পারে নাই?

স-ব্য। বস্তায় পুরিয়া তুলিয়া লইয়াছিলাম।

স। নৌকা পরীক্ষার সময়?

স-ব্য। উপরের মাল দেখিয়া—আর কিছু আসরফী লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহারা নিচের পাটনাচ করা ছিল।

স। আর সময় নষ্ট করিও না।

স-ব্য। না, আমি যাই—আপনি কতদূর কি করিয়াছেন?

স। সমস্তই ঠিক। মহম্মদ আলি সদরদ্বারে—রুস্তমআলি উত্তরদ্বারে—আর দুইজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি পূর্ব্ব ও পশ্চিমদ্বারে বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে বৃহৎ বৃহৎ কামান সংস্থাপিত হইয়াছে—কিন্তু অতি দূরে।

তুমি হেমচন্দ্রকে নিহত করিতে পারিলে,—সেই গোলযোগে আমি দ্বরওয়াজা খুলিয়া দিব। কতক সৈন্য সেই অবকাশে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দ্বরওয়াজা খুলিয়া দিবে। আরও একটি গোপনীয় কথা আছে।

স-ব্য। বলুন।

সন্ন্যাসী অতি সাবধানে তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন।

তিলোত্তমা তাহা ভালরূপে শুনিতে পাইল না—তবে এই মাত্র শুনিল,—গড়ের জলপ্রবাহ খুলিয়া দিলে বড়ই বিপদ—সমস্ত সৈন্যের গতি একেবারে বন্ধ।

তিলোত্তমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল, মস্তক ঘুর্ণিত হইতেছিল। সমাগত ব্যক্তি কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে যাই, আল্লা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

স। খুব সাবধান।

স-ব্য। যতদূর সাধ্য তাহা করিব।

সমাগত ব্যক্তি উঠিয়া চলিয়া গেল। সে অনেক দূর গমন করিলে, অন্ধকারে অঙ্গ মিশাইয়া মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে তিলোত্তমা রাজবাড়ীর বিলাসভবনাভিমুখে গমন করিল। যাইতে যাইতে তিলোত্তমা শুনিতে পাইল, আম্রকাননোপান্ত হইতে শ্যামা মধুর কণ্ঠে গীত গাহিতেছে। শ্যামা গাহিতেছে,—

আঁখিয়া উদাস করি গেয়ো
পরাণ হামারি,
মরমে লিখি গেয়ে
মূরতি তাহারি,
পিয়াসে রহি গেয়ো
না মিলিল বারি,
পিয়াকো লে গেয়ো
বিধি অবিচারি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০—

ক্রোড়স্থা,—বাঘিনী।

রাজা হেমচন্দ্রের বিলাসভবন আলোকমালায় সুসজ্জিত,—প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে পত্রকুসুম সুশোভিত। নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে,—সভ্যগণ যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হইয়াছেন—রাজসিংহাসন সর্ব্বমধ্যে পাতিত আছে, রাজা হেমচন্দ্র এখনও আইসেন নাই— বিদেশীবণিক—যাঁহার ব্যয়ে এই আনন্দোৎসব, তাঁহার আসন রাজাসনের পার্শ্বে অবস্থাপিত। তিনি আসিয়া আসনে উপবেশন করিয়াছেন।

সহসা প্রহরীগণ অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল,—সভ্যগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, রাজা হেমচন্দ্র আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। নৃত্যগীত ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল,—পুনরায় আরম্ভ হইল।

এই সময়ে আর একটি যুবক তথায় প্রবেশ করিল। প্রথমে তাহাকে প্রবেশ করিতে দিতে প্রহরীগণ আপত্তি করিতেছিল,—কিন্তু সে যখন রাজা হেমচন্দ্রের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দেখাইল,—তখন সসম্মানে প্রহরীগণ দ্বার ছাড়িয়া দিল। যুবক কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না—একেবারে যাইয়া বিদেশী বণিকের পার্শ্বে দাঁড়াইল। যে আসিল, সকলেই তাহার মুখপানে চাহিল—মুখখানি বড় সুন্দর—হেমচন্দ্র সে মুখখানি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

সহসা বিদেশী বণিকের বক্ষঃদেশে সমাগত যুবক তীক্ষ্ণধার

ছুরিকা আমূলবিদ্ধ করিয়া দিল। বণিক ভীষণ চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল,—যুবক তাহার বুকে হাঁটু দিয়া বসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। সভাস্থলে হাহাকার রব উঠিল,—রাজা হেমচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন, চারিজন প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া যুবককে ধরিতে গেল।

যুবক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "মহারাজ! হত্যাপরাধে আমাকে পশ্চাৎ বন্ধন করিবেন, আমি পলায়ন করিব না। অতিশীঘ্র এই সভাস্থ বণিকের ভৃত্যগণকে বন্ধন করিতে আদেশ করুন—তাহারা যেন চিৎকার না করে!"

হেমচন্দ্র যুবকের হস্তে তাঁহার নামাঙ্কিত এক অঙ্গুরীয়ক দেখিলেন। মনে হইল,—এ যুবক এ অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইল! যাহাই হউক—তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া, তদ্দণ্ডে পার্শ্বচর দিগকে বণিকভৃত্যগণকে বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা বস্ত্রমধ্য হইতে ছোরা বাহির করিল—কিন্তু রাজপার্শ্বচরগণ অতি সতর্কতার সহিত তাহাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

হেমচন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন। অতিব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! তুমি কে?"

ততক্ষণ বিদেশী বণিকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। রক্তাক্ত কলেবরে যুবক দাঁড়াইয়া উঠিল,—বণিকের বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া রাজাকে দেখাইল। বলিল, "মহারাজ; আর মুহূর্ত্তমাত্র পরেই ইহার বস্ত্রলুক্কায়িত ছুরিকা আপনার হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিত পান করিত। এব্যক্তি মুসলমান,—আপনাকে সংহার করিবার জন্য বণিকবেশে এই নগরে অবস্থান করিতেছিল।

নৌকায় পুরিয়া পণ্যদ্রব্য আচ্ছাদন করিয়া সৈন্য ও অস্ত্র আনিয়াছে।”

হেমচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু আরক্তিম হইল। কহিলেন, “হাঁ—হাঁ—এত তুমি জানিলে কি প্রকারে? তুমি কে? আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক কোথায় পাইলে?”

যু। তমলুকের যুদ্ধের পর মহারাজ যখন অচেতন অবস্থায় আমার উরুদেশে মস্তকরক্ষা করিয়াছিলেন,তখন চুরি করিয়াছিলাম; আমার নামত মহারাজ জানেন। ব্যস্ত হইবেন না,—ধন্যবাদ পরে দিবেন, আরও ভীষণ সংবাদ আছে।

হেমচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন, “তুমি!—তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না।”

যু। না পারিলে আমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মুসলমানে মাগধনগরী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

হে। হাঁ—বল কি?

যু। নিশ্চয়ই।

হে। তুমি এসংবাদ কোথায় পাইলে?

যু। পরে বলিব। নদীতীরে এক সন্ন্যাসী বসিয়াছিল—সেও মুসলমান সৈন্য এখানে আসিবার অতি অল্প সময় পূর্ব্বে এই সমুদায় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম—তখন অন্য উপায় কিছু না করিতে পারিয়া, নিজেই নরহত্যা করিতে আসিলাম,—কেন না, কোন প্রকার গোলযোগ হইলে, এত সহজে ইহাকে হত্যা করিতে পারা যাইত না। ইহার পশ্চাৎ বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল।

হে। তাহারা কোথায় গেল?

যু। সম্ভবতঃ আপনার সেনাপতি তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

হে। সেনাপতি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?

যু। আমি তাঁহাকে আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া, বণিকের গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে এবং তথায় সৈন্য নিয়োগ করিতে ও নদীতরস্থ সন্ন্যাসীকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে, আর দুর্গপ্রাকারের বাহিরের জলপ্রবাহ খুলিয়া দিতে বলিয়া আসিয়াছি।

হে। সে কি! বাহিরের জলপ্রবাহ খোলা হইল কেন?

যু। দুর্গসান্নিধ্যে গোলামআলি, মহম্মদআলি, রস্তমআলি প্রভৃতি মুসলমান সেনাপতিগণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হে। তারপর? বণিকের সৈন্যগণ পুরদ্বার খুলিয়া দিলে, সৈন্যাগমন করিত—তৎপরে যুদ্ধ। আপনিত আমাকে কাঁদাইয়া—না না,—রাণী মৃণালিনীকে কাঁদাইয়া—প্রজাগণকে কাঁদাইয়া—হিন্দুগণকে কাঁদাইয়া এতক্ষণ কোন্ দেশে চলিয়া যাইতেন। সেই গোলযোগের সময় দ্বার উদ্ঘাটিত হইত—আর মুসলমান সৈন্য আসিয়া সমস্ত মাগধনগরী ধ্বংস করিত।

হে। তুমি আমার জীবনদায়িনী—আর মাগধপুরীর রক্ষাকর্ত্রী।

যু। সে কি মহারাজ; বিপৎকালে। লিঙ্গবোধও অপহৃত হইল! আমি যে যুবক। মহারাজ! মহারাজ! ঐ শুনুন—ঐ শুনুন—কামানের শব্দ হইতেছে। ঐ শুনুন—মুসলমানেরা পুরীর বাহির হইতে, "আল্লা আল্লা" রবে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে শীঘ্র বাহির হউন—যুদ্ধ করিয়া মুসলমান নিপাত করুন।

সম্ভবতঃ জলপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হওয়ায়,তাহারা বুঝিয়াছে—এখানে বিপদ ঘটিয়াছে। তাহাতেই প্রাণপণে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

হে। তুমিই যুদ্ধ জয় করিয়াছ, আমরা এক্ষণে উপলক্ষ মাত্র। যে কৌশল করিয়া আসিয়াছ—আর শত লক্ষ মুসলমানও যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে না। দুর্গপ্রাচীর সংস্থাপিত কামানের অনলরাশিতে বায়ুমুখে তুলার স্থায় তাহারা উড়িয়া যাইবে। তাহাদিগের পশ্চাৎ হটিবার সম্ভাবনা নাই—সম্মুখে প্রাচীর হইতে অগ্নি উৎপাদন হইবে, পশ্চাতে জলচ্ছোস।

যু। তথাপিও নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে—উপেক্ষিত সৈন্য মুসলমান নহে। তবে রাণীকে যদি বুঝাইবার প্রয়োজন হয়, সে ভার না হয় আমার উপর অর্পিত হউক—যুদ্ধে যাওয়া হইতে সে কার্য্যে আমি অধিক পটু।

সভাস্থ সকলে এই যুবকের কার্য্যপ্রণালী ও বাক্‌চাতুর্য্য দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হেমচন্দ্র বুঝিলেন—তিলোত্তমা! তুমিই যথার্থ নারীজন্ম পাইয়াছিলে—রূপে গুণে সাহসে বিধাতা যথার্থই তোমাকে মহারাণী করিয়াছেন।

তদ্দণ্ডেই সকলে বিলাস গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সেনানিবাসে গমন করিয়া হেমচন্দ্র দেখিলেন,—সৈনাধ্যক্ষ অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ বাহির হইয়া গিয়াছেন—দুর্গপ্রাচীরের অভ্যন্তরদিকস্থ বারেণ্ডায় বসিয়া উর্দ্ধভাগস্থ কামান সকল চালাইতেছেন। হেমচন্দ্র চারি দিকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—দেখিতে লাগিলেন, বাহিরে অসংখ্য মুসলমান মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে। তাহারা কামান ছুড়িয়া কিছুই করিতে পারিতেছেনা। কেন না, দুর্গপ্রাচীর জয় না হইলে, তাহাদিগের কোন আশা-ভরসাই

নাই। পশ্চাতে প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস—সম্মুখে সংহারক অনলোদগীরণ!

হেমচন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইলেন, পশ্চিম দিকে এক স্থানে দুর্গ প্রাচীরে লোক ছিল না—সে স্থল অতি সুদৃঢ়; সুতরাং কামানও রক্ষিত হয় নাই—তন্নিম্নে আসিয়া কতকগুলি মুসলমান সৈন্য আশ্রয় লইয়াছে ও উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং তৎপাদদেশে একেবারে শত কামান স্থাপিত করিয়াছে।

তিনি বড় চিন্তিত হইলেন, এদিক ওদিক চারিদিক চাহিতেছেন মুহূর্ত্তমাত্রে একখানা শকট ঘড় ঘড় করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাতে একটা কামান ও বারুদ গোলা বোঝাই ছিল। শকটবান অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। হেমচন্দ্র ত্বরিত গতিতে বারেণ্ডায় উঠিলেন,—সেখানে কামান সংস্থাপন করিলেন,—কিন্তু গোলন্দাজত তিনি হইলেন, বারুদ গোলা যোগায় কে? একখানি রাঙ্গা টুকটুকে হাত দেখিয়া হেমচন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন—তিনিও যেমন ক্ষিপ্রহস্ত—যে হাতে বারুদ অগ্রসর হইতেছিল, সে হস্তও ততোধিক ক্ষিপ্র। হেমচন্দ্রের কামান মুহুর্মুহু অনলোদগীরণ করিতে লাগিল—মুসলমানগণ হটিয়া গেল। আর তাহাদিগের নিস্তার নাই—প্রাণের দায়ে—কামানানল অসহ্য বোধে অনেকে সেই জলপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল—তাহারাও সে প্রবাহে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া মরিতে লাগিল। কতক বা কামানের বেড়া আগুণে পুড়িয়া ভস্মাবশেষে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতে লাগিল। কতক বা জলপ্রবাহে পড়িয়া জল খাইয়া ডুবিয়া মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় ত্রিশ হাজার মুসলমান সৈন্যের মধ্যে বিংশতি সহস্র মুসলমান

মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। হেমচন্দ্রের সম্মুখে আর মুসলমান সৈন্য না থাকায়, তিনি কামান চালানয় নিরস্ত হইলেন। যে নিম্ন হইতে বারুদ গোলা যোগাইয়া দিতে ছিল,—সে বলিল,

"হাতে লাগিল নাকি?"

হে। তুমি পোড়ারমুখী, ভাব আমি এতই দুর্ব্বল?

যে বারুদ যোগাইতেছিল,—সে তিলোত্তমা। তিলোত্তমা বলিল, "একদিন তোমার সহিত লড়িয়া দেখিব।"

হেমচন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "অস্ত্র চালাইতে জান?"

যু। অস্ত্রে তোমাকে পারিলাম কৈ?

হে। কি অস্ত্র?

যু। কেন, আমাদের বিশ্বজয়ী নয়নাস্ত্র।

হে। বিনীত প্রার্থনা, আর সে অস্ত্র এ অধমকে নিক্ষেপ করিও না।

যু। ভাল,—তবে একদিন মল্লযুদ্ধ।

হে। দূর সর্ব্বনাশী।

যু। আমি তোমার এত উপকার করিলাম—দু'বার দু'বার জীবন দিলাম—অন্ততঃ তুমি একথা বল—আর তুমি আমাকে গালি দিলে!

হে। ভাল করি নাই। কিন্তু তুমিওত তাহার প্রতিশোধ লইয়াছ।

যু। কি লইয়াছি?—কি করিয়াছি?

হে। আমাকে অপমান করিয়াছ।

যু। কি প্রকারে?

হে। আমি রাজা—আমাকে "তুমি" বলিয়াছ।

যু। আমরা যাহাকে রাজা বলিয়া স্থির করি, আদর করিয়া তাহাকে তুমি বলি—সম্মান করিয়া "তুই" বলি। বড় সাধ, এক দিন তোমাকে "তুই" বলিব।

হে। বাধিত হইলাম—কিন্তু ততদূর যাইতে পারি কৈ ?

যু। আমার একটা সাধ পুরাইবে ?

হে। সাধ্য থাকিলে পুরাইব।

যু। কেমন করিয়া মুসলমান মরিতেছে, দেখাইবে।

হে। এখানে উঠিতে পারিবে ?

যু। তুমি একটু সাহায্য করিলে পারি।

হে। আইস।

হেমচন্দ্র পা ঝুলাইয়া দিলেন—পোড়ারমুখী তিলোত্তমা তাঁহার পায়ের উপর নিজ চরণ স্থাপিত করিল,—হাত উঁচু করিয়া দিলে নিজ হস্তে হেমচন্দ্র তাহার হস্ত ধরিয়া টানিলেন—সে সড় সড় করিয়া একেবারে হেমচন্দ্রের ক্রোড়দেশে উঠিয়া পড়িল। সেই স্থান হইতেই চাহিয়া দেখিল অগণ্য মুসলমান বাত্যাবিতাড়িত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় কেবল ডুবিতেছে—মরিতেছে। তিলোত্তমা বলিল, "হেমচন্দ্র ! একটা মুসলমানের গোলা আমার বুকে আসিয়া পড়ে না ?"

হে। তাহা হইলে কি হয় ?

তি। বড় সুখে মরিতে পারি—এমন দিন বুঝি আমার আর হইবে না। এমন মরণ বুঝি আর আমি মরিতে পাইব না।

হে। তুমি কি আমায় মজাইবে, তিলোত্তমা ?

তি। তুমি কি আমায় ভাসাইবে হেমচন্দ্র ?

তিলোত্তমার চক্ষু পুরিয়া জল উছলিয়া উঠিল। হকুমে চক্ষুর

জল চক্ষু প্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া আত্মসংযম করিল। বলিল, "এখন কেমন যুদ্ধ চলিতেছে দেখি—ও কি হেমচন্দ্র! মুসলমানগণ শাদা কাপড় তুলিয়া দিল কেন?"

হে। উহারা সন্ধি প্রার্থী হইতেছে।

তি। মুসলমানের আবার সন্ধি। সন্ধিসর্ত্ত নষ্ট করিতে উহাদিগের কতক্ষণ লাগে! কিন্তু বড় নরহত্যা হইতেছে— যদি সম্ভব হয়—সন্ধি কর। এই সর্ত্তে করিবে, উহারা বাঙ্গালা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

হে। স্ত্রীলোকের নিকট যুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিব নাকি।

তি। কি পুরুষসিংহ গো! এতক্ষণ দেহ একস্থানে প্রাণ একস্থানে থাক্‌তো যে।

হে। তুমি যেন আমাকে খেলার পুতুল ভাবিতেছ?

তি। নয়ত কি।

হে। মৃণালিনীর আমি বিবাহিত স্বামী—সে কেমন নাথ, প্রাণেশ্বর বলিয়া ভয়ে ভয়ে কথা কহে। আর তুমি আমার কে?

তি। আমি তোমার কে! কেহ নহি।

হে। তবে অমন কর কেন? যদি তোমায় বিবাহ করি, তবে আমাকে মোটেই গ্রাহ্য কর না।

তি। এখনই যে অধিক করি, তাহা নহে। তুমি বিবাহ কর নাই—আমি করিয়াছি। মন্ত্র কি—সেত প্রতিজ্ঞা? সে প্রতিজ্ঞা আমার হইয়া গিয়াছে।

হে। ভাল কর নাই।

তি। কেন?

হে। আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না।

তি। তাহাতে আমার ক্ষতি নাই।

হে। তবে কিরূপ বিবাহ! ইহাতে সুখ?

তি। হেমচন্দ্র! তোমার গণ্ডস্থলে রক্ত কিসের?

হে। কই!

তিলোত্তমা এতক্ষণ হেমচন্দ্রের বক্ষঃস্থলে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় প্রাচীর গাত্রে লম্বমানা ছিল, এখন একটু উত্থিত হইয়া,—হেমচন্দ্রের গলা ধরিয়া টানিয়া মুখ খানা মত করিয়া নিজের মুখের নিকট আনিয়া হেমচন্দ্রের গণ্ডদেশে নিজ ফুল্লরক্ত কুসুম কান্তি অধরযুগল সংস্থাপন করিয়া এক চুম্বন করিল। হেমচন্দ্র ব্যস্তভাবে তাহাকে ঈষৎ ক্রোড়চ্যুত করিয়া কহিলেন, "হতভাগী,—একি? যদি আমার এত উপকার না করিতে, এতক্ষণ কোষস্থিত অসিতে তোমাকে দ্বিখণ্ড করিতাম।"

তি। তাহা হইলে বড় উপকৃত হইতাম। মরণের এমন সময় আর পাইব না। আমার দোষ লইও না—হাতে বারুদের কালি লাগিয়াছিল—তাই তোমার গণ্ডে হাত না দিয়া মুখ দিয়া রক্ত মুছিলাম।

তিলোত্তমা সনাৎ করিয়া নামিয়া নিম্নস্থ বারেণ্ডায় আসিল। বলিল, "মহারাজা, হেমচন্দ্র, প্রাণেশ্বর; দেখিলে আমার এবিবাহ আমার কি সুখ! রাণী মৃণালিনী গৃহকোণে বসিয়া তোমার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হয়েন,—আর আমি হতভাগিনী—সহস্র সহস্র সৈন্য মথিত করিতে করিতে—সহস্র সহস্র সৈন্যের অধীশ্বর প্রাণনাথের ক্রোড়ে বসিয়া শত্রুজয় করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

তিনি বুঝি কৈলাসের—আর আমি শ্মশানের। তিনি সেবিকা, আর আমি দিগ্বসনা স্বামী হৃদিবিহারিণী। আমি বাঘের বাঘিণী।"

আর তাহাকে দেখা গেলনা। সে সেখান হইতে নামিয়া কোথায় চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছুটী-প্রাণ।

সর্ব্বাঙ্গে বারুদের কালিমাখা তিলোত্তমা রাজপ্রাসাদ সন্নিকটে গমন করিয়া প্রহরীকে রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিল। প্রহরী অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

তৎপরে অন্দরমহলে স্ত্রী প্রহরিণীকেও অঙ্গুরীয়ক দেখাইয়া একেবারে রাণী মৃণালিনীর কক্ষে গিয়া তিলোত্তমা দর্শনদান করিল।

মৃণালিনী তখন একখানা ছোট পালঙ্কের উপর উপবেশন করিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন। তাহার লোহিত গণ্ডদেশ আরও লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল—আয়তলোচনে জবা-কুসুমের রং ফলিয়া ছিল—মস্তকের গাঢ় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ রাশি আসিয়া গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে মুখের উপর পড়িয়া বাতাসে দুলিতেছিল, বোধ হইতেছিল, যেন এক পাল ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর পদ্মের উপর বসিতে যাইতেছে।

তিলোত্তমা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি রাণী মৃণালিনী ?"

দাসী উত্তর করিল, "হাঁ—উনিই আমাদের মহারাণী মৃণালিনী। তোমার কি প্রয়োজন? কাহার আজ্ঞায় বিনা আদেশে—একেবারে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে। কেন তোমাকে প্রহরীগণ দ্বার ছাড়িয়া দিল!

তিলোত্তমা সে কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না। মৃণালিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নিকট আসিয়াছি, বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।" এই কথা বলিয়া সে হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক দেখাইল। মৃণালিনী ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, আমার নাথের কুশলত?

তি। হাঁ, তিনি ভাল আছেন।

মৃ। মুসলমানে নগর আক্রমণ করিয়াছে;—আমার সহিত দেখা না করিয়াই হৃদয়েশ্বর আমার যুদ্ধে গমন করিয়াছেন। যুদ্ধের সংবাদ কিছু বলিতে পার কি?

তি। যুদ্ধে জয় হইয়াছে। মুসলমান অনেক মরিয়াছে, যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারা সন্ধির প্রার্থনা করিতেছে।

মৃ। সন্ধি হইয়াছে বলিতে পার?

তি। না। মুসলমানেরা সন্ধির জন্য শ্বেতপতাকা তুলিয়াছে দেখিয়া আমি যুদ্ধস্থল হইতে চলিয়া আসিয়াছি।

মৃ। ওমা! তুমি মেয়ে মানুষ হইয়া কেমন করিয়া গিয়াছিলে!

তি। আমি না গেলে তোমার রাজা কি যুদ্ধে জয় করিতে পারেন?

মৃ। তুমি কে? রূপ দেখিয়াত তোমাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না।

তি। তবে কি আমি ভূত। রং আমার এমন নয় গো; যুদ্ধ করিয়া বারুদের রঙ্গে কালো হইয়া গিয়াছি।

মৃ। তুমি নিজে যুদ্ধ করিয়াছ?

তি। নহিলে রাজা হেমচন্দ্র যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন?

মৃ। আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছি। তুমি কে বল। তোমার গায়ে বারুদের কাল রং লাগিলেও তোমার আঁখির জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তোমার মত রূপ আমি দেখি নাই।

তি। তোমার মত রূপও আমি দেখি নাই।

মৃ। সে কথা যাউক, তুমি কে,—বল।

তি। তোমার বরের বৌ।

মৃ। ওমা, সে কি গো! তিনিত আর বিবাহ করেন নাই।

তি। তিনি আমাকে বিবাহ করেন নাই, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি।

মৃ। তুমি কি মনে মনে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছ,—তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ? তাই কি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে গমন কর? যদি তাহাই হয়,—তবে তুমিই তাঁহার যথার্থ সহধর্ম্মিনী—সে বীরের উপযুক্ত তুমিই বীরপত্নী।

তি। আর তুমি?

মৃ। আমি তাঁহার সেবা করিবার দাসী।

তি। এবার মরিয়া আমি মৃণালিনী হইব।

মৃ। তুমি আমার হেমচন্দ্রকে ভালবাসিয়াছ?

তি। মিথ্যা কথা—আমি ভালবাসি নাই।

মৃ। তবে ?

তি। তিনিই আমাকে ভালবাসিয়াছেন।

মৃ। বেশত, তবে তাঁহাকে বিবাহ কর।

তি। ঘটক কোথায় ?

মৃ। আমিই ঘটক হইব।

তি। কালসাপিণীর মুখচুম্বণে সাধ কেন রাণী ?

মৃ। স্বামীর যাহাতে সুখ—স্ত্রীরও তাহাতেই সুখ।

তি। তোমার কষ্ট হইবে না ?

মৃ। সে কষ্ট আমি সহজেই সহ্য করিতে পারিব। আমার স্বামীর সুখ হইলেই আমার সুখ।

তি। আমি তোমার সুখের বিঘ্ন হইব না ; কিন্তু—

মৃ। কিন্তু কি—তোমার নাম কি ?

তি। বলিব না।

মৃ। তুমি লড়াই করিতে পার ?

তি। পারি।

মৃ। তোমার বাড়ী কোথায় ?

তি। যমের দক্ষিন দুয়ারে।

মৃ। সেখানে কত দিনে যাবে ?

তি। আর বড় বেশী দেরি নাই।

মৃ। একটু শীঘ্র শীঘ্র গেলে আমার ভয় ঘুচে।

তি। তাহাই যাইব—তবে অনেক গুলি কাজ বাকি আছে, সারিয়া মরিতে পারিলে তবে সুখে মরিব।

মৃ। কি ?

তি। রাজাকে শত্রু শূন্য করিয়া।

মৃ। আমাকে ক্ষমা করিও—আমি যাহা বলিয়াছি, রহস্য করিয়া।

তি। আপন ভাল পাগলেও বুঝে। যাহা হউক, আমি যে জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর।

মৃ। কি বল।

তি। তোমার রাজাকে বলিও—

মৃ। কেন তোমার স্বামীকে বলিবে,—একথা বলিতে কি বুকে বড় লাগে? রাজাত দেশ শুদ্ধ লোকের—আর স্বামী আমার একা। তাহাই বল না কেন?

তি। হেমচন্দ্র ভূস্বামী—হেমচন্দ্র নাগধনগরীর স্বামী—তোমার একা কিসে ভাই?

মৃ। তোমাকে কথায় পারা যাইবেনা। যাহা বলিয়া তুষ্ট হও—বলিয়া যাও।

তি। তোমার রাজাকে বলিও, যেন আমাকে কাটিয়া ফেলেন না।

মৃ। সে কি,—এই তুমি বলিলে, তুমি তাঁহার উপকার করিয়াছ, তাঁহার জীবন দান করিয়াছ,—আবার তিনি তোমায় কাটিয়া ফেলিবেন।

তি। সে সমস্ত মিথ্যা কথা। আমি তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছি।

মৃ। কি অনিষ্ট করিয়াছ?

তি। তাঁহার মুখে চুম্বন করিয়াছি।

মৃ। তুমি কি পাগল?

তি। পাগল ছিলাম না—হেমচন্দ্র আমাকে পাগল করিয়াছে।

মৃ। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

তি। একটা কথা বলিয়া যাই।

মৃ। তোমার কথা শুনিতে চাহি না।

তি। তোমার রাজাকে বলিও—আমার একটা প্রার্থনা আছে, না শুনিয়া যেন সন্ন্যাসীর প্রতি কোন দণ্ড না দেন।

মৃ। সন্ন্যাসী কে?

তি। ছদ্মবেশী মুসলমান হইতে পারে।

মৃ। তাহাকে তুমি কি করিবে?

তি। খসম।

মৃ। খসম কি স্বামী?

তি। আমি ভাবিতাম—ঘোড়ার সহিস।

মৃ। আবার রহস্য।

তি। তাহাও কি হয়।

মৃ। আমি বলিব না।

তি। কেন?

মৃ। পাগলের কথা কে কাহাকে বলিয়া থাকে? তুমি চলিয়া যাও।

তি। চলিলাম কিন্তু, কথাটা বলিও।

মৃ। তোমার নাম কি। কি বলিয়া বলিব।

তি। বলিও—তোমার বারুদ যোগানে মাগি বলিয়াগিয়াছে, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীকে কোন প্রকার দণ্ড দিবার পূর্ব্বে তাহার মতামত জানা হয়।

মৃ। রাজকার্য্য রাজা যেমন বুঝিবেন, তেমনই করিবেন, তুমি কে, যে তোমার মতামত শুনিয়া কার্য্য হইবে।

তি। আমি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিণী—আমার হুকুম অমান্য—তাহাও কি হয়।

মৃ। পোড়ার মুখী—দূর হও, আবার ঐকথা।

তি। আচ্ছা দেখিও—বলিয়া দেখিও—হুকুম অমান্য হয় কি না।

মৃ। বেশ, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিব। ভাল তাহাকে তুমি কি করিবে বলিয়া যাও—রাজা কি বলেন, তাহাও শুনিব—শেষ ফলও দেখিব।

তি। ভাল কথা। আমি তাহাকে বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দিব।

মৃ। তাহা হইলে বুঝিব তুমি আমার বরের বর।

তি। তবে এখন চলিলাম। অভিবাদন করি।

মৃ। আবার কবে দেখা পাইব—তোমার বাড়ী কোথায়?

তি। বাড়ীর ঠিক নাই—আর এক দিন আসিয়া দেখা করিব।

মৃ। আমিও তোমাকে ভালবাসিয়াছি।

তি। দুই স্ত্রী পুরুষেই যদি অধিনীকে ভালবাস, তবে বাঁচিব কেমন করিয়া? দুটানায় পড়িয়া কি শেষে প্রাণ হারাইব!

মৃ। তুমি এস।

তি। আচ্ছা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অস্ত্রত্যাগ—সন্ধি।

মুসলমান সেনাপতি শ্বেতপতাকা উত্তোলন করিলে, যুদ্ধ স্থগিত হইল। হিন্দু সেনাপতি দূত পাঠাইয়া মুসলমান সেনাপতিকে নিরস্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতে আদেশ করিলেন।

দূত সেকথা গিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া হিন্দু সেনাপতির নিকট. নিরস্ত্র হইয়া আগমন করিলেন।

সেনাপতি রাজার নিকটে আসিয়া—সন্ধি সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া পুনরায় মুসলমান সেনাপতিকে যে স্থানে অবস্থান করিতে আদেশ করিয়া আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যদি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবেই আমরা যুদ্ধে বিরাম প্রদান করিতে পারি, নতুবা নহে।"

মুসলমান সেনাপতি রস্তমআলি কহিলেন, "আমরা আর কখনও আপনাদের মাগধনগরী আক্রমণ করিব না—এই সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে পারি।"

হি-সৈ। জানি, আপনাদের সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গ করিতে অধিক সময় লাগেনা—তথাপি আমরা কচুর মত করিয়া আপনাদের প্রাণ সংহারে প্রস্তুত নহি। ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই আপনাদিগকে সংহার করিতে পারি। কিন্তু এরূপ করিয়া আপনাদিগকে সংহার করা, আমাদের মহারাজের ইচ্ছা নহে।

মু-সৈ। তবে এখন কি করিতে চাহেন ?

হি-সৈ। বাঙ্গালা ছাড়িয়া আপনারা চলিয়া যাইবেন, এই মর্ম্মে সন্ধি পত্রে সাক্ষর করিতে হইবে।

মু-সৈ। এই মাত্র না বলিলেন, আমাদের সন্ধিসর্ত্তে আপনাদের বিশ্বাস নাই।

হি-সৈ। হাঁ।

মু-সৈ। তবে সন্ধি করিয়া ফল ?

হি-সৈ। আরও কথা আছে—এই আক্রমণ জন্য আমাদিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আপনাদিগকে পূরণ করিতে হইবে।

মু-সৈ। কত টাকা দিতে হইবে।

হি-সৈ। অন্ততঃ লক্ষ আসরফি।

মু-সৈ। অত আমাদের নাই।

হি-সৈ। কামান বন্দুক, লাঠি, শড়কী—অস্ত্র শস্ত্র যাহা কিছু আছে—আর নগদ টাকা যাহা আছে, সমস্তই আমাদিগকে দিয়া যাইতে হইবে। আর অবাধে বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

মু-সৈ। কি করিয়া দেশে যাইব ? পথে দস্যু তস্করে মারিয়া ফেলিবে। আহারাভাবেও মরিতে পারি।

হি-সৈ। তদুপযুক্ত অর্থ সঙ্গে লইবেন—আর বঙ্গদেশের সীমা পর্য্যন্ত আমাদের সৈন্য আপনাদের সঙ্গে যাইবে। কোথাও লুণ্ঠন আদি করিতে পারিবেন না।

মু-সৈ। কিয়ৎক্ষণ সময় দিউন—আমার সহকারী দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ

চলিয়া গেলেন। সেখানে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—অগত্যা দাঁড়াইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা ঐসর্ত্তেই দিল্লি যাওয়া যাউক—তবে পরে আল্লা দিন দেন, আবার দেখা যাইবে ।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়া ঐ সমুদয় সর্ত্তে স্বীকৃত হইয়া—সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কামান বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র যাহা কিছু ছিল,- সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণ নিরস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় সেনানিবাসে পাঠাইয়া দিয়া—কৌশলময় জল প্রবাহের দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল—প্রহরার্দ্ধ কালের মধ্যে সমস্ত জল বাহির হইয়া গেল—তখন ম্লান মুখে মুসলমানগণ বাহির হইয়া গেল—একদল সাহসী অশ্বারোহী হিন্দু সৈন্য তাহাদিগের সঙ্গে গেল।

সমস্ত মাগধনগরী আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সর্ব্বত্রই জয় ঘোষণা—সর্ব্বত্রই আনন্দ-প্রবাহ—সর্ব্বত্রই মঙ্গলাচরণ।

দেবমন্দিরে দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা হইতে লাগিল। নাট্যশালায় নৃত্যগীত হইতে লাগিল। পথে পথে পুষ্পহার লম্বিত হইল। গৃহে গৃহে ধ্বজপতাকা উড্ডীয়মান হইয়া হিন্দুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। পুরস্ত্রীগণ হুলু ও শঙ্খ ধ্বনিতে মঙ্গল সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

দীন অতুর অন্ধগণ প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে উদর পূর্ণ করিয়া আহার পাইতে লাগিল। ফলতঃ সমস্ত দিন মাগধ-নগরীতে কেবলই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল,—আর নগরের বাহিরে প্রাচীরাঙ্গনে কেবল শব—নরকঙ্কাল, নরমুণ্ড—আর শকুনি গৃধিনীর বিকট শব্দ! বুঝি জগতের

এইরূপই লীলা খেলা! বাহিরে হয়ত শ্মশানের ভীষণ কোলাহল—ভিতরে আনন্দের প্রস্রবণ। বুঝি হাসি কান্না, বিরহ মিলন লইয়াই জগতের কার্য্য—আলো ও আঁধার লইয়াই বুঝি জগতের সৃষ্টি। সুখও দুঃখ লইয়াই বুঝি জগতের গতি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রেম-পীড়িতা।

জয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া রজনীর প্রথম যামেই হেমচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নী মৃণালিনীর কক্ষে গমন করিলেন,—বাতায়ন-পথ প্রবিষ্ট জ্যোৎস্নালোক—কক্ষপূর্ণ দীপোজ্জ্বলালোক—মৃণালিনীর দেহ পূর্ণ যৌবন সৌন্দর্য্যালোক গৃহটিকে আলোকের খনি করিয়া তুলিয়াছে। মৃণালিনী পালঙ্কে বসিয়া তিলোত্তমার কথা ভাবিতেছিলেন,—সহসা সেখানে নিদাঘে নবনীরদবৎ, পীড়িতের উত্তপ্ত ললাটে স্নেহ ভালবাসা মাখান করস্পর্শবৎ হেমচন্দ্রের আগমন হইল। মৃণালিনীর চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে যেন একটু শীতল জলস্পর্শ করিল—যেন বৈকালের বিশুষ্ক বেলায় শিশির কণা নিপতিত হইল।

মৃণালিনী উঠিয়া দয়িতের হাত ধরিয়া পালঙ্কে উপবেশন করাইয়া নিজে তদীয় বামপার্শ্বে বসিলেন। হাসি মুখে স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যুদ্ধের সংবাদ শুনিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন।

হেমচন্দ্র প্রণয়িনীর মুখ চুম্বন করিয়া যুদ্ধ সংবাদ সমস্তই কহিলেন। একটি স্ত্রীলোকের কৌশলে ও বুদ্ধি মত্তায় যে এযাত্রা

যুদ্ধ জয় হইয়াছে—তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে, সেকথা বলিতে হেমচন্দ্র লজ্জিত হইলেন—সুতরাং তাহা আর বলিলেন না।

আত্মগৌরব বিনাশাশঙ্কায় যে হেমচন্দ্র তাহা গোপন করিলেন, তাহা নহে। তিলোত্তমার নাম আর তিনি মৃণালিনীর সম্মুখে মুখে আনিতে পারিলেন না। সে মুখ তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে—প্রাণে ভয় হইয়া গিয়াছে। বুঝি সে কথা মুখে আনিলেই মৃণালিনী বুঝিতে পারিবে—হেমচন্দ্র তাহাকে ভাল বাসিয়াছে।

হেমচন্দ্র জানিতেন না যে, তিনি আসিবার পূর্ব্বেই পোড়ার মুখী তিলোত্তমা আসিয়া বড় গোলযোগ পাকাইয়া গিয়াছে।

বহুবিধ কথার পরে মৃণালিনী—বলিলেন, "একটা বারুদ মাখা মেয়ে আমার নিকটে আসিয়াছিল।

হেমচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। কয়দিনের কথোপকথন ও কার্য্য প্রণালী দেখিয়া হেমচন্দ্র বুঝিয়া ছিলেন, পোড়ারমুখী তিলোত্তমা বড় দুষ্টা। তবে বুঝি সে এখানে আসিয়া একটা কি গোলযোগ বাধাইয়া গিয়াছে।

হেমচন্দ্র তাহা ঢাকিবার জন্য বলিলেন, "সে পাগল। সে তোমার এখানে কেমন করিয়া আসিল?—কে তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল!

মৃণালিনী মৃদু হাসিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মহারাজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে।"

হে। সে পাগল।

মৃ। (হাসিতে হাসিতে) আমিও তাহার কথার ভঙ্গিতে

পাগলই বলিয়াছিলাম। সেও তাহা স্বীকার করিয়াছে, সে বলিয়াছে—আগে পাগল ছিলাম না, এখন হইয়াছি—রাজা আমাকে পাগল করিয়াছে।

হে। সত্য তাহাই বলিয়াছে?—হইতে পারে। রাজকার্য্য বড় কঠিন—হয়ত কোন প্রকারে তাহাদিগের কোন প্রকার মর্ম্মপীড়া দেওয়া হইয়াছে।

মৃ। তা হউক,—সে নাকি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিয়া থাকে?

হে। মিথ্যা কথা।

মৃ। সে তোমাকে একটা হুকুম দিয়া গিয়াছে।

হে। আমাকে হুকুম! কি?

মৃ। সে বলিয়া গিয়াছে,—যে সন্ন্যাসীকে নদীতীর হইতে আনিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে, তাহাকে কোন প্রকার দণ্ড দিবার আগে, তাহার মতামত লওয়া হয়।

হে। তাহার মতামত! সে কে?

মৃ। আমি জানি—সে তোমাকে ভালবাসে—প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে।

হে। কিন্তু আমি তোমার নিকট অবিশ্বাসী হইব না।

মৃ। তাহা না হও—কিন্তু তোমার হৃদয়ে আগুণ জ্বলিয়াছে।

হে। জ্বলিতে পারে—কিন্তু সংযমীর কর্ত্তব্য, জ্ঞানাঙ্কুশে চিত্তবৃত্তিকে সংযমে রাখা।

মৃ। যাহা হউক, তাহার হুকুম প্রতিপালনের কি?

হে। সন্ন্যাসীর সামরিক বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

মৃ। তাহার মতামত জানিবে না?

হে। সামরিক বিচারক বিচার করিয়া যে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কথা কহিবার অধিকার আমারও নাই।

মৃ। কিন্তু তাহার হুকুম।

"সে কে?—তাহার হুকুম!"

এই কথা বলিয়া হেমচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা অত্যন্ত অধিক। মুখভাব গম্ভীর—স্থির, ভাস্বর কটাক্ষ। চাতক যেমন মেঘের পানে চাহিয়া থাকে,—মৃণালিনী সেই রূপে হেমচন্দ্রের চিন্তামেঘগ্রস্থ মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে চাতকের তৃষা ভাঙ্গিল, মেঘ বর্ষিল। হেমচন্দ্র ডাকিলেন, "মৃণালিনী, যথার্থই সেই যুবতী আমার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে যায়। যাথাথ ই সে আমাকে ভালবাসে—"

কথা অসমাপ্তাবস্থাতেই মৃণালিনী কম্পিত স্বরে কহিলেন, "আর তুমি?"

হেম। আমি ভালবাসি না,—তবে তাহার গুণে, তাহার বুদ্ধির কৌশলে, তাহার স্বার্থত্যাগে—পুনঃ পুনঃ আমার প্রাণ রক্ষা করায়,—আর এবারে মাগধনগরী রক্ষা করায়—তাহার অনুরাগী হইয়াছি।

মৃণালিনীর নিকট কথাটা বড় ভাল লাগিল না। মুখখানা অপ্রসন্ন ভাবে ঈষদুন্নত করিয়া কহিলেন, "তাহাও ভাল নহে। সে মেয়েমানুষ নহে—ওমা কি সাহস গো!"

হে। সাহস—বুদ্ধি কৌশল—তাহার মত পুরুষেরও হয় না

মৃ। এখন তাহার হুকুমের কি?

হে। তাহাই ভাবিতেছি,—তাহারই বুদ্ধিতে, তাহারই সন্ধানে, তাহারই কৌশলে, এযাত্রা মাগধপুরী রক্ষা পাইয়াছে, আমি জীবন পাইয়াছি।

মৃ। তবে তাহার হুকুম প্রতিপালন কর।

হে। তাহার যথাজ্ঞা প্রচার হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য প্রভাতেই তাহার ফাঁসী হইবে।

মৃ। তবে কি হইবে?

হে। তাহাই ভাবিতেছি।

মৃ। সে বারুদমাখা যুবতীর নাম কি?

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

মৃ। দেখ নাথ;—আমরা স্ত্রীলোক। বিশেষতঃ আমি কল্পবৎসর ধরিয়া তোমার সেবা করিতেছি—যদি তোমার হৃদয়ভাব না বুঝিতে পারিলাম, তবে এত দিন কি করিলাম?

হে। কি বুঝিয়াছ?

মৃ। বুঝিয়াছি, তুমি তাহাকে ভালবাসিয়াছ।

হে। কেমন করিয়া বুঝিয়াছ?

মৃ। বুঝিতে হয় কয় প্রকারে? এই আমার নিকট তাহার নাম করিতেও তোমার ইতস্ততঃ হইতেছে।

হে। না না, তাহা নহে। মনে আসিতেছিল না।

মৃ। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাহার নামও সহসা মনে হয় না—নাম মনে করিতে গেলে তাহার মুখ মনে হইয়া সকল ভুলাইয়া দেয়।

হে। না, না—অত হয় নাই।

মৃ। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিবাহ কর।

হে। না, জীবন থাকিতেও তোমার পর হইব না।

মৃ। তাহার নাম কি?

হে। তিলোত্তমা।

মৃ। পোড়ার মুখী তিলোত্তমা—তিলোত্তমা তোমাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিয়াছে। আমি তাহাকে ভাল রূপে শিক্ষা দিব।

হে। কি করিবে?

মৃ। আমার যাহা মনে আইসে।

সহসা তাঁহাদের কর্ণে স্ত্রীকণ্ঠ বিনিস্থত মধুর সঙ্গীত ধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। স্বর মর্ম্মস্পর্শী ও অতি মধুর। দম্পতি যুগল বাতায়ণসন্নিধ্যে আসিয়া সে গান শুনিতে লাগিলেন। বোধ হইল—রাজপথের উপর দিয়া কোন স্ত্রীলোক সে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। নিশীথ-নিস্তব্ধ নৈশবায়ু সে সঙ্গীতসুধা আনিয়া রাজপ্রাসাদে দম্পতির কর্ণে পঁহুছিয়া দিতেছে। গায়িকা গাহিতেছে,—

দিয়াছি পরাণ ঢালি, ওরাঙ্গা চরণে সখা,
ভালবাস নাই বাস দিনান্তে দিও গো দেখা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রেমোন্মাদিনী।

রাত্রি শেষ হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের তারা অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। শীতল প্রভাতবায়ুতে নদীর চঞ্চল বক্ষ

শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল। বাগানের মধ্যে রজনীগন্ধা, যুঁথী, নাগকেশর, বেলা প্রভৃতি ফুলগুলা সেই অৰ্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থাতেও প্রভাতবায়ুকে সুগন্ধে ভরপুর করিয়া দিতেছিল। দুই একটা পাখী জাগিয়া উঠিয়া মিষ্টরবে প্রভাতী আরম্ভ করিয়াছিল।

তিলোত্তমা গত রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে নাই—নিদ্রা তাহার হয় নাই; প্রায় সমস্ত রাত্রি সে শয্যায় পড়িয়া কত ছাই ভস্ম মাথামুণ্ড চিন্তা করিয়াছে—যদি এক আধটু নিদ্রার আকর্ষণ হইয়াছে, তাহা স্বপ্নমাখান।

উষা জাগিবার পূর্ব্বেই তিলোত্তমা উঠিয়া বাতায়নপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুশীতল প্রভাতসমীরণে শ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়ে একটু শান্তির আশা। সহসা তিলোত্তমা দেখিল,—প্রাসাদ নিম্নস্থ রাজপথ দিয়া শ্যামা চলিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে গাহিতেছে,—

"আজকে আমি তাঁরে পাব,
হৃদ্‌মাঝারে তুলে কত আদর করিব।
দুটি প্রাণ ঘরে যাব, অবিরত পান করিব,
সুধার হাসি প্রেমের রাশি—ছড়িয়ে বেড়াব।"

তিলোত্তমা উষার আলোকে দেখিতে পাইল,—শ্যামার তড়িচ্চঞ্চল নয়ন কটাক্ষ একেবারে নিশ্চল ও উদাসভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার মস্তকের কেশরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে—সমস্ত রাত্রির শিশির পড়িয়া সিক্ত চুলের রাশি ভিজিয়া গিয়াছে—এখনও অগ্রভাগে দুই চারি বিন্দু মুক্তা ফলবৎ শোভা বিস্তার করিতেছে—সে পাগল আরও পাগল হইয়া গিয়াছে। তাহার ভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা

যায় নাই—কোথাও বসে নাই—সারা নিশি পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে।

তিলোত্তমা অতি ব্যগ্রভাবে শ্যামাকে ডাকিল। দুই তিন ডাকে সে শুনিতে পাইল না। পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকির পর শ্যামা শুনিতে পাইল। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তিলোত্তমা তাহাকে ডাকিতেছে,—সে প্রথমে আসিতে স্বীকৃতা হইতেছিল না—শেষ তিলোত্তমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে উপরে উঠিয়া আসিল। তিলোত্তমা করুণকণ্ঠে কহিল, "সই! এমন কেন হইলে? কি গান গাহিতেছিলে?"

শ্যামা উদাসকণ্ঠে কহিল, "গান শুনিবে?"

তি। গান পাছে শুনিব, আগে তোমার কথা শুনি।

শ্যা। আগে আমার গান শুন,—পরে কথা শুনিবে। গান গাহি——

"আজ্‌কে আমি তারে পাব,
হৃদ্‌মাঝারে তুলে কত আদর করিব।
দুটি প্রাণ ঘরে যাব, অবিরত পান করিব
সুধার রাশি, প্রেমের হাসি—ছড়িয়ে বেড়াব।"

তি। একি গান?—গানত শুনিলাম, অর্থ কি বুঝিলাম?

শ্যা। আমি শ্বশুরবাড়ী যাব।

তি। তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই। তোমার স্বামী কোথায়?

শ্যামার দুইচক্ষু বহিয়া জলধারা নির্গত হইল।

তিলোত্তমা ব্যস্তভাবে বলিল, "সই,—সই! একি? তোমাকেত কখনও চক্ষুর জল ফেলিতে দেখি নাই,—তোমার

স্বামী কোথায়, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কাঁদিলে কেন। বল না ভাই, তোমার স্বামী কোথায় ?

শ্যা। স্বামী আমার বন্দী—আজি তাঁহার ফাঁসি হইবে। আমি পতিঘাতিনী—পতির বধোপায় আমিই বলিয়া দিয়াছি।

তি। সে কি ?—কে তোমার স্বামী ? সন্ন্যাসী কি ?

শ্যা। হাঁ।

তি। পোড়ার মুখী! আগে বল নাই কেন ? সন্ন্যাসী তোমার স্বামী, তুমি চিনিলে কি প্রকারে ?

শ্যা। পাগল;—আপন স্বামী আপনি চিনিতে পারি না!

তি। এই যে বলিয়াছিলে, দশবৎসরে তোমার বিবাহ হইয়াছিল—একাদশে স্বামীর সঙ্গ ছাড়া হইয়াছ।

শ্যা। সই, তুমি পাগল। এগার বছরের মাগী—নিজের বর ঠিক করিয়া রাখিতে পারে না!

তি। তবে তুমি তোমার স্বামীকে ধরাইয়া দিলে কেন ?

শ্যা। নতুবা নিরপরাধী হিন্দুগণ বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে রসাতলে যায়!

তি। কে বিশ্বাসঘাতক ?

শ্যা। বিদেশী বণিকরূপী মুসলমান!

তি। তোমার স্বামীর কি অপরাধ।

শ্যা। তিনি ষড়যন্ত্রের মূল। যদি তাহাকে ধরাইতে না পারিতে কিছুতেই হিন্দুর জয় লাভ হইত না—কিছুতেই মাগধ-নগরী রক্ষা পাইত না—কিছুতেই মুসলমান করে হিন্দুর জাতি মান থাকিত না—হিন্দুর দেবমন্দির যবন হস্তে কলুষিত হইতে কিছুতেই বাকি থাকিত না। আমার স্বামী সহজ নহে।

তি। সই! তোমার স্বামী কি মুসলমান?

শ্যা। না, হিন্দু। আমি হিন্দুর মেয়ে মুসলমান আমার স্বামী!

তি। হিন্দু হইয়া কেন তিনি হিন্দুর অনিষ্ট করিতেন?

শ্যা। আমি তাহা বলিতে চাহি না।

তি। আমার জানা আছে—এক মূঢ় শান্তশীলই হিন্দুদ্বেষী ও যবনের উচ্ছিষ্ট ভোজী। তোমার স্বামীর নাম কি সই?

শ্যা। আমি বলিতে চাহিনা—আমার স্বামী আমার গুরু। তিনি যেমনই হউন, তথাপি আমার গুরু—গুরু নিন্দা শুনিতে নাই—তাঁহার ফাঁসি হইলে, তাঁহার মৃতদেহ চাহিয়া সহমরণে যাইব।—এই উপকারটি আমার করিবে সখি?

তি। সন্ন্যাসী তোমার ইষ্টদেবতা স্বামী—আমাকে কেন পূর্ব্বে বল নাই সই!

শ্যা। আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম—গানে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম—তুমি কেন বুঝ নাই সই!

তি। আমি ভাল বুঝি নাই—তবে কেমন একটু যেন সন্দেহ হইয়াছিল,—সেই জন্য আমি রাণীর নিকট অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি—বলিয়া আসিয়াছি—রাজাকে অনুরোধ করিবেন, সন্ন্যাসীকে দণ্ড দিবার পূর্ব্বে আমার মতামত জানা হয়।

শ্যামা হো হো হাসিয়া উঠিল। হাসিতে যেন ব্যঙ্গ ও নিরাশা মিশান। সে বলিল, "তুমি কি আমায় এখনও পাগল ভাবিতেছ! আমি এখন আর পাগল নহি। আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রভাতেই স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরিয়া যাইব—কোন্ দেশে জান—যে দেশে গেলে স্বামী আর স্ত্রীকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারেন না—স্বামী আর স্ত্রীর কথা না শুনিয়া থাকিতে পারেন না।"

তি। কেন তোমাকে পাগল ভাবিব সই! আমি বরাবরই জানিতাম—তুমি পাগল নহ। আমি সত্য সত্যই রাণীকে সে কথা বলিয়া আসিয়াছি।

শ্যা। বলিলে কি হইবে। তুমি কে? সামরিক বিচারকের বিচারে সূর্য্যোদয় হইলেই তাঁহার ফাঁসি হইবে! সই! যদি তাঁহার দেহটি আমায় দেওয়াইতে পার—যদি তাঁহার সহমরণে যাইবার সাহায্য আমার করিতে পার, আমি বড় উপকৃত হই।

তিলোত্তমা স্খলিত বেণী দুই হাতে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

শ্যা। বৃথা চেষ্টা—আর দু'দণ্ড পরেই তাঁহার ফাঁসি হইবে।

একটি স্ত্রীলোক আসিয়া ডাকিল—"এ ঘরে কি তিলোত্তমা ঠাকুরাণী থাকেন?"

শ্যা। কে গা?

স্ত্রী। আমি রাজবাড়ী হইতে আসিতেছি।

শ্যা। এ ঘরে তিলোত্তমা থাকেন, জানিলে কি প্রকারে?

স্ত্রী। বাড়ীর মধ্যে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকটে জানিয়া এখানে আসিতেছি। যদি তিনি এখানে থাকেন,—একবার দেখা করিব। অনুমতি পাইলে গৃহ প্রবেশ করিতে পারি।

তি। আসিতে পার।

দাসী গৃহ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করতঃ কহিল, "মহারাজ আপনাকে একখানা পত্র দিয়েছেন, এবং ইহার উত্তর লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

তখনও উপেক্ষায় গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত হয় নাই তিলোত্তমা পত্র পাঠ করিল, "তিলোত্তমা; তুমি বড় দুষ্ট

রাণীর নিকট কি বলিয়া গিয়াছ? যাহা হউক, তোমার ঋণ এজীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। সন্ন্যাসীর দণ্ড সম্বন্ধে তোমার হুকুম চাহি;—যদিও বিচারে তাহার দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—তথাপিও তোমার মতামত চাহি। তুমিই তাহাকে আবদ্ধ করাইয়াছ। সাধারণ বিচার হইলে পারিতাম না—সামরিক বিচারের প্রণালী অন্যরূপ! যে মত হয়, লিখিবে; সেইরূপ কার্য্য হইবে—মন্ত্রণা সচীবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই ইহা লিখিত হইল।

সন্ন্যাসীকে যদি মুক্ত করিয়া লও—তবে আমাকে অব্যাহতি দিবে ত? পত্রবাহিকা মারফতে উত্তর দিলে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে তোমার অভিমত মতই কার্য্য হইবে।"

শ্রীহেমচন্দ্র।

তিলোত্তমার নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। একে হেমচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া দোষীকে মুক্ত করিতেছেন,—তাহাকে আদর করিয়া পত্র লিখিয়াছেন—ইহা কি তাহার জীবনে আর ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ শ্যামা—শ্যামা তাহার বড় উপকারিনী বিশেষতঃ সে প্রেমোন্মাদিনী—তাহার স্বামীকে সে মুক্তিপ্রদান করিতে সক্ষম হইল।

তিলোত্তমা মসীপত্র ও লেখনী লইয়া পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁদিয়া কুদিয়া পত্র লিখিল, "দাসীর প্রণাম জানিবেন।—দাসীর প্রার্থনা পূরণ করিতে যে মহারাজের এত আগ্রহ, ইহাতে বড় আনন্দিত হইলাম। সন্ন্যাসীকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে—কিন্তু সে আজ্ঞা তাহাকে শুনাইবার অগ্রে, তাহাকে বন্ধনাবস্থাতেই একবার মহারাজের

নিকট লইতে হইবে। আমার কিছু কথা আছে, সে গুলি অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেখানে আপনি থাকিবেন—আমি থাকিব, আর একটি স্ত্রীলোক থাকিবে—সে স্ত্রীলোকটিকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।—যদি অত দয়া করিয়াছেন, মুখরা বালিকার এ প্রার্থনাটিও পূর্ণ করিবেন।

আপনাকে অব্যাহতি দিব না—সন্ন্যাসী মহান্তের উপাস্ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আমার নিকট তুচ্ছ—তুমি আমার সব।—তবে আপনাকে কষ্ট দিব না—মৃণালিনীর ভালবাসার ভাগ বসাইব না—আমি ভালপথ স্থির করিয়াছি।"

পত্র লেখা সমাপ্ত হইল, পত্রখানি সুন্দররূপে মোড়ক করিয়া দাসীর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া তিলোত্তমা শ্যামার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দোচ্ছাসে গদগদ কণ্ঠে কহিল,—"সই,—ভেব না, তোমার সন্ন্যাসীর আর কোন ভয় নাই।"

শ্যামা এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিল,—উদাস নয়নে কি ভাবিতেছিল, এখন তিলোত্তমার কথা শুনিয়া যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। বলিল, "ও পত্র কি মহারাজা হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন ?"

তি। হাঁ।

শ্যা। কি লিখিয়াছেন ?

তি। লিখিয়াছেন, তোমার প্রার্থনামতে সন্ন্যাসীকে মুক্তি অথবা দণ্ড দেওয়া হইবে।

শ্যা। রাজাজ্ঞা যে প্রচার হইয়া গিয়াছে !

তি। সামরিক বিচারের বিধি স্বতন্ত্র।

শ্যা। তবে কি হইবে ?

তি। তবে কি হইবে, কি—বুঝিলাম না।

শ্যা। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে তিনি চলিয়া যাইবেন।

তি। তাহার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীর সহিত সন্ন্যাসিনীর মিলন করাইয়া দিব।

শ্যা। কেমন করিয়া পারিবে?

তি। রাজা যাহার হুকুমবরদার, তাহার আবার অসাধ্য কি আছে? তোমার স্বামীর নামটি কি বল না ভাই!

শ্যা। বলিব না—বলিলে তুমি ঘৃণা করিবে।

তি। হিন্দুদ্বেষী মাত্রকেই হিন্দু ঘৃণা করে। সে ঘৃণা আর নূতন করিয়া কি করিব!

শ্যা। নাম বলিলে ততোধিক ঘৃণা করিবে।

তি। তোমার স্বামী বলিয়া আমি ঘৃণা করিতে পারিব না। আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা করিতেছে—যদি বল সই!

শ্যা। উহাঁর নাম শান্তশীল।

তি। শান্তশীল! হিন্দুর পরম শত্রু শান্তশীল—আমার পরম শত্রু শান্তশীল—দেশের কুপুত্র শান্তশীল—মাতৃদ্বেষী শান্তশীল! যবনের দাস শান্তশীল—শান্তশীল সন্ন্যাসীবেশে—শান্তশীল তোমার স্বামী!

শ্যা। বলিয়াছিত—তুমি নাম শুনিলে আমার স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।

তিলোত্তমা অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে থাকিল। হাই দিলে দর্পণ যেমন ঘামিয়া উঠে—তিলোত্তমার সুন্দর মুখ তেমনই ঘামিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে আত্মসংযম করিয়া তিলোত্তমা কহিল, "সই! তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার স্বামীকে মুক্তি প্রদান করিব—অবশ্যই তাহা করিব। কিন্তু—"

শ্যা। কিন্তু কি সখি?

তি। কিন্তু তুমি তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

শ্যা। তিনি কি আমায় গ্রহণ করিবেন।

তি। সে চেষ্টা আমি করিব। শান্তশীল যাহাতে মানুষ হয়েন, তাহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তোমার কথা ছাড়িয়া দিলেও—শান্তশীলও আমার উপকার করিয়াছেন।

শ্যা। তিনি তোমার কি উপকার করিয়াছেন, সখি?

তি। তিনি যদি হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে উত্তেজিত না করিতেন, যুদ্ধ বাধাইয়া না দিতেন, তবে আমি হেমচন্দ্রের এত নিকটে পৌঁছিতে পারিতাম না। সই! একটা গান গাও না।

শ্যা। আমার আর গান মনে আসিতেছে না।

তি। বুঝিয়াছি—আজি তোমার প্রেম-নদীতে ভাঁটার টান পড়িয়াছে।

শ্যা। সখীর আমার কিন্তু পূর্ণ জোয়ার।

তি। তুমিই কিন্তু অমাবস্যার কোটাল!

শ্যা। কখন আবার আসিব?

তি। মহারাজের পত্র আসিলে তুমিও আমি তথায় যাইব—সেই স্থানে গিয়া সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর মিলন করিব।

শ্যা। আর রাজা ও রাণীর মিলন করিতে পারিব না?

তি। রাজা কে?

শ্যা। হেমচন্দ্র।

তি। রাণী কে?

শ্যা। তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "সই! সে আশা নাই।"

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ঐ দেখ,—রাণী।

বেলা ছয় দণ্ডের সময় দাসী রাজবাড়ী হইতে পুনরায় পত্র লইয়া তিলোত্তমার নিকট আগমন করিল। তিলোত্তমা পত্র লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখাছিল,—"তোমার সাধ পূর্ণ করিব—কিন্তু গোপনে তুমি কেমন করিয়া আসিয়া আমার দরবারে উপস্থিত হইবে?"

তিলোত্তমা তদুত্তরে পত্র লিখিয়া দাসীকে দিয়া প্রেরণ করিল। তাহাতে লিখিয়া দিল,—"আমি রাজবাড়ী বেড়াইতে যাইব বলিয়া, বিকালে আপনার নিকটে যাইব—সেই সময় সেখানে বন্দীকে আনাইবেন। সে স্ত্রীলোকটিকেও আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

দাসী পত্র লইয়া চলিয়া গেল। পল দণ্ড অতিক্রম করিয়া দিনও শেষ প্রহরে পদার্পণ করিল।

তিলোত্তমা শ্যামাকে সঙ্গে লইয়া যথাযোগ্য যানারোহণে রাজবাড়ীতে গমন করিল।

পুরীমধ্যে একটা নিভৃতকক্ষে হেমচন্দ্র উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন,—একটু দূরে একখানা চৌকীর উপরে শ্যামা ও তিলোত্তমা বসিয়া রহিয়াছে। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই নীরব নিস্তব্ধ।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুইজন প্রহরীতে বন্দী সন্ন্যাসীকে তথায় লইয়া আসিয়া উপস্থিত করিল।

সন্ন্যাসীর আগমন মাত্র শ্যামা উঠিয়া চৌকীর নিম্নে দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্র প্রহরীদ্বয়কে দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন।

তাহারা চলিয়া গেল। হেমচন্দ্র সন্ন্যাসীকে কহিলেন, "তোমার নাম কি?"

সন্ন্যাসী একদৃষ্টে তিলোত্তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। বলিল, "তুমি কি আমায় চিনিয়াছ?"

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমায় চিনিয়াছি। তুমি শান্তশীল।"

হেমচন্দ্রের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল। লোহিতরাগরঞ্জিত কপোল প্রদেশ আরও লোহিত হইল। তিনি অতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"শান্তশীল—তুমি শান্তশীল! হিন্দুদ্বেষী—মাতৃদ্বেষী শান্তশীল। তুমি ক্ষমার অযোগ্য।"

শ্যামা তিলোত্তমার মুখের দিকে অতি দীন নয়নে চাহিল।

তিলোত্তমা নয়নেঙ্গিতে তাহাকে অভয় দিয়া কহিল, শান্তশীল! মনে আছে—একদিন তুমি আমাকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছিলে, তুমি মাগধনগরী চূর্ণ করিবে। হেমচন্দ্রকে নিহত করিবে—আমাকে লইয়া গিয়া তোমার যবনী স্ত্রীর দাসী করিবে!"

শান্তশীল শির নত করিল।

তিলোত্তমা পুনরপি কহিল,—শান্তশীল;—এতক্ষণ তোমার দেহ শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিত—আমি যাহা তোমাকে বলিয়া-

ছিলাম, তাহাও এতক্ষণ আমি সম্পন্ন করিতাম—কেবল তোমার প্রেমে উন্মাদিনী সখীর জন্য সে সকল কিছুই হয় নাই—ইহারই জন্য আমি রাজা ও রাণীর পায় ধরিয়া তোমাকে মুক্ত করিলাম। তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর—তৎপরে স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ সেবায় মনো নি.বশ কর।”

হেমচন্দ্র তিলোত্তমার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন। পোড়ারমুখী তিলোত্তমা যেন তাঁহার নিকটে নূতন নূতন অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে,—কখনও সে প্রেম-পাগলিনী বালিকা, কখন বিরহবিধুরা যুবতী, কখনও যুদ্ধান্তের সেবিকা, কখনও হিতার্থে সন্ধানকারিণী—কখনও রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা—কখনও বা ধর্ম্ম প্রচারিকা, কখনও বা উপদেষ্টৃ সাধিকা—আর সেইরূপ! অপ্সরা বিনিন্দিত রূপের জলন্তজ্যোতিঃ। হেমচন্দ্র একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিলেন।

শান্তশীল অতিনম্রভাবে বলিল, “তিলোত্তমা! তুমি পুরুষ-সিংহ মহারাজা হেমচন্দ্রেরই উপযুক্তা। আমার মত নরাধম—তোমার বামপদের প্রহারেরই উপযুক্ত। কিন্তু ইনি কে? যিনি আমার জীবন রক্ষাজন্য তোমার সাহায্য প্রার্থিনী।

তি। তিনি তোমার সহধর্ম্মিণী!

হেমচন্দ্র অন্তমনস্ক ভাবে তিলোত্তমার মুখের দিকে চাহিয়া-ছিলেন। সহসা এই কথায় তিনি কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে কাহার সহধর্ম্মিনী তিলোত্তমা?”

তিলোত্তমা হাসিতে হাসিতে বলিল, “এইআমি তোমার সহধর্ম্মিনী।”

হেমচন্দ্রও হাসিলেন। বলিলেন, "মর। কি কথা হইতেছিল বল না।"

তি। (হাসিতে হাসিতে) মহারাজ, এতক্ষণ কি বাড়ী ছিলেন না?

হেমচন্দ্র লজ্জিত হইলেন।

তিলোত্তমা বলিল, "আমার এই সখীটি—এই শান্তশীল মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী॥"

শান্তশীল বলিল, "মহারাজ! আমিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তিলোত্তমা। ইহার নাম শ্যামা—পূর্ব্বনিবাস নবদ্বীপ। পিতামাতার সহিত পথে নৌকা ডুবি হয়—তৎপরে মাগধনগরীর কোন ভদ্রলোকের সহিত এখানে আগমন ও তোমার প্রেমে ও বিরহে পাগলের ন্যায় হইয়া দিন যাপন—এখানকার লোকে পাগল বলিয়াই জানে।

শান্ত। শ্যামা,—শ্যামা! এখনও জীবিত আছ? ঐ মুখ—ঐ কণ্ঠের স্বর আমি সে দিনও শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে দিন ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই।

শ্যামাও উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—কাঁদিতে কাঁদিতে শান্তশীলের—বন্দী সন্ন্যাসীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।

শান্তশীলেরও দুই চক্ষু বহিয়া জলরাশি পতিত হইল, বলিল "মহারাজ! আমার জীবনে প্রয়োজন ছিল না। শ্যামাকে বড় ভাল বাসিতাম—শ্যামা মরিয়াছে শুনিয়া হৃদয় হারাইয়া ফেলিয়া পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম—এক্ষণে শ্যামাকে পাইয়া জীবনে প্রয়োজন হইয়াছে—আমার জীবন ভিক্ষা দিন।"

হে। ভিক্ষা যদি দিতে হয়, তিলোত্তমা দিবেন।

তি। আমায় একটি ভিক্ষা দাও—তাহা হইলে আমিও তোমাকে মুক্তি ভিক্ষা দিব।

শা। আমি বন্দী—আপনি রাণী—

তি। (হাসিয়া) রাণী এখনও হই নাই, লক্ষণ বটে!

শা। আমি রাণীই ভাবিতেছি—যাঁহার আজ্ঞায় রাজার কার্য্য, সে রাজারও উপর—কাজেই রাণী।

তি। বন্দীত বেশ রসিক।

শা। হাত ছাড়া হবে নাকি?

তি। তোমার সন্ন্যাসী লইয়া তুমি যাও—রাজা ছাড়িয়া কে সন্ন্যাসী চাহে?

শা। হাঁ—আপনি কি আজ্ঞা করিতেছিলেন?

তি। আমি যখন রাণী, তখন আমার দুইটি প্রার্থনা পূর্ণ করিলে, আমি তোমার একটি প্রর্থনা পূর্ণ করিব।

শা। প্রস্তুত আছি,—বলুন।

তি। আমি যখন তোমার মুক্তীদাত্রী—ও জীবন রক্ষয়ত্রী তখন মাতৃস্থানীয়া। তুমি আমায় একবার মা বলিয়া ডাক।

শান্তশীলের নয়নেজল ধারা নির্গত হইল, সে ভক্তিগদগদ স্বরে বাষ্পনিরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "মা, মা!—আমার জীবন ভিক্ষা দাও। ঐ হতভাগিনী শ্যামাকে দিন কতক বুকে করিয়া বড় ক্লান্ত ও সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত করি।"

তি। আর একটি।

শা। কি আজ্ঞা করুন।

তি। কখনও হিন্দুর বিরুদ্ধে যাইবে না—ও শ্যামাকে পরিত্যাগ করিবে না।

হে। একটিতে যে দুইটি হইল।

তি। হিন্দু নারীর অনুরক্ত জন কখনও হিন্দুদ্বেষী হইবে না—দুইটিতেই একটি।

শা। আমি অতি আনন্দমনে ইহাতেও স্বীকৃত হইলাম।

হে। কিন্তু মাগধপুরীতে তোমার বাস করা হইবে না। পুরীর বাহিরে যেখানে ইচ্ছা গমন করিয়া স্ত্রীপুরুষে বাস কর।

শা। যে আজ্ঞা।

তি। মহারাজ! যুদ্ধ লব্ধ ধন হইতে কিছু অর্থ উহাদিগকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

হে। হুকুম মত কার্য্য হইবে।

রাজা প্রহরীদ্বয়কে ডাকিয়া বন্দীকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। শ্যামাও সেই সঙ্গে চলিয়া গেল।

তিলোত্তমা ডাকিয়া বলিল, "সখি; নগর ছাড়িয়া যাইবার সময় একবার আমার সহিত দেখা করিয়া যাইও।"

শ্যামা স্বীকৃত হইয়া বন্দীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

হেমচন্দ্র ও তিলোত্তমা তখন সেই গৃহে অবস্থিত। সহসা ঝন্ করিয়া পার্শ্বের বাতায়নোন্মোচনের শব্দ হইল—তিলোত্তমা চাহিয়া দেখিল, দুইটি পটলচেরা চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি আসিয়া তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে।

তিলোত্তমা হেমচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল, "ঐ দেখ রাণী।"

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সাহ কুতুবুদ্দীন।

ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে প্রথম ভারতেশ্বর হইয়া বিদেশী সাহ কুতুবদ্দীন দিল্লীর রত্নসিংহাসনে বসিয়া ভারত-ভাগ্যের শুভাশুভ সংঘটন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর ময়ুরতক্তে বসিয়া সাহকুতবুদ্দীন মন্ত্রণা-সচীবগণ ও সেনাপতিগণকে লইয়া কোন্ দেশ নূতন অধিকার করিতে হইবে, ভারতের কোন্ হিন্দু রাজাকে পথের ভিখারী করিতে হইবে—কোন্ স্বর্গসম নগরীকে শ্মশানে পরিণত করিতে হইবে, তাহারই মন্ত্রণা করিতে ছিলেন,—মন্ত্রণা গৃহের চারিদিকে উজ্জ্বলালোক সকল প্রজ্জলিত হইয়া ময়ুরতক্তের হীরামুক্তা প্রবাল

রাশিকে অধিকতর উজ্জ্বলিত করিতেছিল। আকাশের নক্ষত্র-গণকে অপ্রতিভ করিয়া গৃহছাদে হীরা মুক্তা মণির রাশি জলিতেছিল। অদূরে নৈশবায়ু বুকে করিয়া কোন্ পুরাণ স্মৃতির তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে যমুনা আপন মনে কাহার উদ্দেশে কোথায় ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে।

মহম্মদ আলি ও রস্তম আলি উঠিয়া যথাবিধি তিনবার কুর্নিস করিয়া যোড়হস্তে নতশির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহ কুতুবুদ্দীন কহিলেন, "তোমাদের কি বলিবার আছে— বলিয়া যাও। তোমরাই বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছ ?"

পুনরায় কুর্নিস করিয়া রস্তম আলি কহিল, "জাঁহাপানা ;— হাঁ, আমরাই বঙ্গদেশ হইতে অতি অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।"

সাহ। কেন তোমাদের কি সৈন্যবল ছিল না ?

রস্তম। হেমচন্দ্র নামে এক ধূর্ত্ত কাফের—মাগধনগরী নামে এক ক্ষুদ্র নগরী নূতন করিয়া হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে কৃত সংকল্প হইয়াছে। যদি তাহাকে একটু দীর্ঘ সময় দেওয়া যায়, নিশ্চয়ই বঙ্গ হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত হইয়া আসিতে হইবে।

সাহ। আগে সে কোথায় ছিল ?

রস্তম। সে মগধের রাজপুত্র। মৃত বখ্তীয়ার খিলিজি সাহেব তাহার পিতাকে ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য দখল করেন।

সাহ। যে পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে পারে নাই—সে যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিবে ?

র। যে সময়ে খিলিজি সাহেব মগধ জয় করেন, সে সময়ে হেমচন্দ্র মথুরায় ছিল—সে কাফের বাড়ী থাকিলে মগধে প্রবেশ করাই দুর্ঘট হইত।

সা। মহম্মদ আলি কি বল? তুমিত খিলিজি সাহাবের সঙ্গেই ছিলে।

মহম্মদআলি পুনরায় কুর্ণিস করিয়া কহিল, "রস্তমআলি সাহেব যাহা বলিতেছেন—সমস্তই প্রকৃত।"

সা। এক্ষণে তোমাদের অভিমতি কি?

র। জাঁহাপনার আদেশ হউক—অসংখ্য সৈন্য সকল, সুশিক্ষিত সেনাপতি সকল, বহু অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হেমচন্দ্রের রাজ্য দখল ও তাহাকে ধ্বংস করিয়া আসুন।

সা। আর তোমরা?

র। আমরাও সঙ্গে যাইব।

সা। আমার বিবেচনায় সেই কাফেরকে বঙ্গদেশের একজন মোড়ল করিয়া দেই—এক্ষণে একবার যোধপুর আক্রমণের ইচ্ছা করিতেছি—বঙ্গে সৈন্য পাঠাইলে, সে কার্য্য সংসাধিত হইবে না—যদি হেমচন্দ্র আমাকে কর দিয়া মোড়ল হয়—তোমাদিগের নিকট তাহার যেরূপ প্রশংসা শুনিতে পাইতেছি, তাহা হইলে তাহা দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকৃত হইয়া যাইবে।

র। জাঁহাপনা;—গোস্তাকি মাপ করিবেন। সে কাফের বলে, মুসলমান ধ্বংশই আমার জীবনের ব্রত—মুসলমানের সহিত সখ্যতা করা আমার অভিপ্রেত নহে।

সম্রাটের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—

"খোদাতালার ইচ্ছা—সমস্ত জগতে মুসলমান প্রাধান্য হইবে—

সমস্ত জগতের প্রভুত্ব মুসলমানে করিবে,—সমস্ত জগতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাফের তাহার রোধ করিতে চাহে!"

র। জাঁহাপনা! সে কাফেরের তাহাই অভিপ্রায়।

সা। ভাল,—সেনাপতি!

সেনাপতি বসিয়াছিলেন, উঠিয়া যথাবিধি কুর্ণিস্ করিয়া সম্মুখে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাহ কুতুবুদ্দিন গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বঙ্গদেশে এক বেইমান কাফের নাকি বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহাকে শাসন করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ সেনাপতি মনে মনে বলিল—তাহার দেশ—তাহার অধিকৃত স্থান,—তাহার ধর্ম্ম—সে সংরক্ষণ করিতেছে—কিন্তু আপনার হিসাবে সে বেইমান কাফের দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে! আর আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সে দেশ অধিকৃত করিয়া, তাহার প্রাণ সংহার করিয়া, সে দেশবাসীকে অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, শান্তি বিস্তার করিতে হইবে। কি দয়ার প্রস্রবণ। প্রকাশ্যে যোড়হস্তে কহিল, "জাঁহাপনার আদেশ যাহা হয়, তাহাই করিব।"

সাহ। বহুসৈন্য, বহু অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া আপনি নিজে বঙ্গদেশে গমন করুন। রুস্তমআলি ও মহম্মদ আলি আপনার সঙ্গে যাইবে।

সৈ। যে আজ্ঞা-জাঁহাপনা।

অতঃপর সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া সাহ কুতুবুদ্দিন রঙ্গমহলে গমন করিলেন।

শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের মেঝোয় মরকতময় আস্তরণ শোভিত গালিচার উপরে বসিয়া চারিজন সুন্দরী বেগম সঙ্গীত আলোচনা

করিতেছিলেন। সুগন্ধি কুসুমরাশি—বস্‌রাই গোলাপের আতর মৃগনাভি প্রভৃতির সুগন্ধে গন্ধবহ মাতোয়ারা হইয়া সমস্ত গৃহময় অতি গম্ভীর ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল,—সাহ কুতুবুদ্দীন সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বাঁদীকে বলিলেন, "সিরাজি আন্।"

বাঁদী স্বর্ণপাত্রে সিরাজি আনিয়া দিল। সিরাজি পান করিয়া সাহ কুতুবুদ্দীন বেগমগণের রক্তরাগরঞ্জিত চরণতলে ঢলিয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পরামর্শ।

রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া প্রহরীদ্বয় শান্তশীলকে লইয়া সামরিক বিচারকের নিকট গেল। তিনি পূর্ব্বেই রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিলেন। এবং বলিয়া দিলেন, "আপনি আমাদের নৌকারোহণ পূর্ব্বক, আমাদের কয়েকজন সৈন্যের সহিত পুরী হইতে বহির্গত হইয়া যাইবেন, এবং আর কখনও এ পুরীতে আগমন করিবেন না।"

বন্দী শান্তশীল মুক্তিলাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শ্যামা দূরে একটা অশোকমূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—তিনি বাহিরে আসিলে, শ্যামা হাতছানি করিয়া তাঁহাকে তথায় ডাকিল। শান্তশীল তথায় গমন করিলেন।

স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হইল। নিভৃত নির্জ্জন কানন মধ্যে দম্পতির মিলন—প্রথম মিলন হইল। উভয়ে অনেকক্ষণ

সন্তুষ্ট নয়নে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষ শান্তশীলই আগে কথা কহিল, বলিল,—“শ্যামা ;—আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছ ?”

শ্যা। বিবাহের সময় তোমার নাসিকা-পার্শ্বে একটি আঁচিল চিহ্ন দেখিয়াছিলাম—সে আঁচিলটি আজিও বর্ত্তমান আছে, তাহাই দেখিতেছি।

শা। বুঝিয়াছি শ্যামা.—তোমার বামহস্তের কনুইয়ের কাছে, একটা কাটা চিহ্ন ছিল।

“এই দেখ।”—বলিয়া শ্যামা বামহস্ত তুলিয়া দেখাইল।

তখন উভয়ে আবেশ-বিহ্বল হৃদয়ে নদীসৈকত-ভূমির কাননাভ্যন্তরস্থ সেই অশোক-মূলে উপবেশন করিল। আবেশে—অলসে উভয়েই নিস্তব্ধ—উভয়েরই হৃদয়-মধ্যে একটা অননুভূত আনন্দ, অননুভূত প্রীতি, অননুভূত আশা, অননুভূত উদ্বেগ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। উভয়েই নিরব—উভয়েই নিস্তব্ধ।

শান্তশীল অশোকের মূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া উপবিষ্ট ছিল। শ্যামা তাহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া ঈষচ্চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর তরঙ্গমালা নিরীক্ষণ করিতেছিল। আলস্যে কিছু অসংযত, স্খলিত মূর্ত্তি। কেশ অবেণীবদ্ধ, মুক্ত, কুঞ্চিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—কিছু শান্তশীলের অঙ্গে, কিছু আপনার পৃষ্ঠে, কিছু বক্ষদেশে পড়িয়াছে। শান্তশীল সেই কেশের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতেছে; কখন স্থির হইয়া আকাশের দিকে চাহিতেছে। দুই জনের কেহ কোন কথা কহিতেছে না।

অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। শ্যামা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, “নাথ ; স্বামীন্ !—এখন আমরা

কোন্ দেশে যাইব? রাজাজ্ঞায় ত আমাদের এখানে থাকিবার উপায় নাই?”

শা। সে জন্য কোন চিন্তা করিও না।

শ্যা। রাজা এত অনুগ্রহ করিয়াও—এখানে থাকিতে নিষেধ কেন করিলেন?

শা। আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই,—যদি এখানে থাকিয়া কোন প্রকারে মুসলমানগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজ্যের অনিষ্ট করি।

শ্যা। তবে আমরা কোথায় যাইব?

শা। যেখানে গেলে তোমাকে সুখী করিতে পারিব—রাণীরমত সুখে রাখিতে পারিব,—আমি সেই স্থানেই যাইব।

শ্যামার চিরক্লিষ্ট নয়নে অশ্রুবারি বিগলিত হইল। সে বলিল, “সে কোথায়?”

শা। বোধ হয় দীল্লী যাইব।

শ্যা। দীল্লীতে মুসলমান রাজত্ব।

শা। মুসলমানের নিকট আমার প্রতিপত্তি আছে।

শ্যা। আমার ইচ্ছা, কোন হিন্দুরাজত্বে বাস করিব।

শা। হিন্দুরাজত্ব ভারতে থাকিবে না—সর্ব্বত্রই মুসলমান-রাজত্ব হইবে, ইহা নিশ্চিত। ভারতবাসীর জাতিয় শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—নব শক্তি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, সে মুসলমানের। মুসলমানেই ভারতের একছত্রী হইবেন।

শ্যা। দীল্লী গিয়া কি করিবে?

শা। সমর-বিভাগে কার্য্য করিব।

শ্যা। হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতে হইবে।

শা। না,—তদ্ভিন্ন আরও কার্য্য আছে। আমি বাঙ্গালা দেশে কখনও আসিব না।

শ্যা। তুমি স্বামী—আমি স্ত্রী, তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে, আমি আর তাহাতে কি বলিব? তবে কখনও যেন মহারাজা হেমচন্দ্রের অনিষ্ট তোমাদ্বারা না হয়।

শা। তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলাম,—তোমার অনুরোধে, আর তোমার সখী তিলোত্তমার খাতিরে, আমি হেমচন্দ্রের উপকার ভিন্ন কখনও অপকার করিব না।

শ্যা। কবে এ নগর পরিত্যাগ করিতে হইবে?

শা। রাজকীয় নৌকা পাইলেই যাইব।

শ্যা। আজি কোথায় থাকিবে?

শা। গ্রামের মধ্যে।

শ্যা। তবে চল,—সখীদের বাড়ী যাই।

শা। তোমার সখি ত এখনও রাজাঙ্ক শোভা করিতেছেন।

শ্যা। না,—তিনি এতক্ষণ বাড়ী আসিয়াছেন।

তখন উভয়ে উঠিয়া মন্থর গমনে রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ব্যবস্থা—শতমুখী।

হেমচন্দ্রকে পার্শ্বের গৃহের উন্মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে রাণীকে দেখাইয়া দিয়া তিলোত্তমা গৃহের বাহির হইয়া যানারোহণে গৃহে গমন করিল। হেমচন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন;—

রাণী মৃণালিনী পার্শ্বের গৃহের দরওয়াজা খুলিয়া যে গৃহে হেমচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গৃহে আগমন করিলেন,—হেমচন্দ্র দেখিলেন, আর একটি স্ত্রীলোক পার্শ্বের গৃহ হইতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।—হেমচন্দ্র যে গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার সদর দিকের দরজা বন্ধ হইল।

রাণী মৃণালিনী অভিমানের হাসি হাসিতে হাসিতে হেমচন্দ্রের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া বলিলেন, "কেমন নিভৃতে প্রেমালাপ হইতেছিল,—হয়ত আমি আসিয়া মহারাজের মনে কষ্ট দিয়াছি।"

বস্তুতঃই হেমচন্দ্র বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া, গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "ও ঘরে আর একটি স্ত্রীলোক চলিয়া গেল,—কে সে? গিরিজায়া কি?"

মৃ। কেন, তাহাকেও প্রয়োজন নাকি?

হে। দূর হও—কে সে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

মৃণালিনী অভিমান-কোপ-দৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হেমচন্দ্র তাঁহার মৃণালহস্ত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও?"

মৃ। ছাড়িয়া দাও।

হে। কেন যাবে?

মৃ। 'দূর হও' বলিলে—দূর হইতেছি।

হে। তুমি পাগল।

মৃ। তুমি যাহার স্কন্ধে লাগ—তাহাকে কি না পাগল করিয়া ছাড়!

হে। বৎস।

মৃ। কেন বসিব? নূতন পাইয়াছ—অপ্সরারূপ পাইয়াছ—বীরাঙ্গনা পাইয়াছ—আমাকে পায়ে ঠেলিলে,—তাড়াইয়া দিলে, আর কেন বসিব?

মৃণালিনীর অভিমান-মেঘে ঢাকা নয়নাকাশ বর্ষণ করিয়া ফেলিল। ঝর ঝর করিয়া শ্রাবণের ধারার মত জলরাশি বিগলিত হইতে লাগিল। এবার মৃণালিনী সত্য সত্যই কাঁদিল।

হেমচন্দ্র উঠিয়া অতি আদরে মৃণালিনীর হস্ত চাপিয়া ধরিলেন,—অতি আদরে মৃণালিনীর চক্ষুর জল মুছাইলেন, অতি আদরে অভিমান-ক্লিষ্ট অধরে চুম্বন করিলেন।

রুদ্ধ উৎস ভাঙ্গিয়া গেল—এবার বালিকার মত মৃণালিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"নাথ;—স্বামীন্! বড় কষ্টে, বড় যত্নে ও হেমহার কণ্ঠে পরিয়াছি,—চোরে চুরি করিতেছে, দুঃখিনীর রত্ন রাজরাণী কাড়িয়া লইতেছে, দেখিয়া কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিব?"

হে। কে তোমার সাতরাজারধন মাণিক অপহরণ করিতেছে?

মৃ। কেন, তিলোত্তমা।

হে। তিলোত্তমা দরবারে আসিয়াছিল।

মৃ। প্রেমের দরবার।

হে। সেই বন্দীকে মুক্ত করিবার প্রার্থনায় আসিয়াছিল।

মৃ। যাহার হুকুমে কার্য্য হয়, যাহার হুকুমে ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে দোষী অব্যাহতি পায়—সে দরবার করিতে আসিবে কেন?

হে। সে বিগত যুদ্ধে রাজ্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে—সে সন্ধান না দিলে,—সে যত্ন-চেষ্টা না করিলে, সে সহায়তা

না করিলে মাগধনগরী রক্ষা পাইত না,—মুহূর্ত্তমাত্র সে উপস্থিত না হইলে আমার প্রাণও রক্ষা হইত না।

মৃ। আর তুমি যাহাই বল—আমি শুনিব না। তুমি আমার একটা কথা শুনিবে ?

হে। তুমি যদি আমার কথা শুনিবে না,—তবে আমি তোমার কথা শুনিব কেন ?

মৃ। আমার কথা শুনিবার দিন তোমার গিয়াছে। এখন তিলোত্তমা যাহা বলিবে,—তাহাই হইবে। তাহারই হুকুমে এখন রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে।

হে। হারি মানিলাম—তুমি কি বলিবে বলিতেছিলে, বল।

মৃ। আমি বলিতেছিলাম,—আর বৃথা ছল কৌশলে কাজ নাই, তুমি তিলোত্তমাকে বিবাহ কর,—উভয়েই আর কেন জ্বলিয়া মর।

হে। আমার কিসের জ্বালা ?

মৃ! তিলোত্তমাকে বক্ষে ধারণ করিতে না পারার জ্বালা।

হে। সে জ্বালা আমার নাই।

মৃ। তবু কথার কথা!

হে। আমার সকল জ্বালা তোমার মুখ দেখিলে নিবারণ হয়।

মৃ। সে দিন কি আর আছে ?

হে। নিশ্চয় আছে।

পার্শ্বের গৃহ হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "মহারাণি ;—গৃহে আসুন।"

হে। কে ও ? গিরিজায়া নহে ?

মৃ। বোধ হইতেছে।

হে। উহাকে এখানে ডাক।

মৃ। কেন, মারিবে না কি?

হে। মারিব কেন?

মৃ। বামাল শুদ্ধ ধরাইয়া দেয়।

হে। বাস্তবিক,—দিগ্বিজয় যে বলিয়াছিল—"তুই মরিয়া টিক্‌টিকি হবি—অথবা টিক্‌টিকি মরিয়া তুই হইয়াছিস্"—সে ঠিক্।

মৃ। বড় জ্বালাতন করে—না?

হে। জ্বালাতন এমন কি—তবে কে কোথায় কি দরবারে আইসে, আর তোমাকে ধরিয়া আনাইয়া দেখাইয়া একটা গোলযোগ বাধাইয়া দেয়।

মৃ। গোলযোগ কি? আমি তোমার দাসী। দাসী প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি করিতে পারে?

হে। মিছা কথা—তুমি দাসী নহ। তুমি হেমচন্দ্রের হৃদয়ের একমাত্র অধিশ্বরী।

মৃ। গিরিজায়াকে কেন?

হে। ডাক না।

"আমি আপনিই আসিতেছি মহারাজ!" বলিয়া গিরিজায়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

হে। পোড়ার মুখী;—তুমি রাণীকে ক্ষেপাইয়া তুলিলে যে?

গি। মহারাজ! দাসীর অপরাধ কি? আমি রাণীর দাসী। আমার কর্ত্তব্য আমি প্রতিপালন করিয়া থাকি।

হে। কি কর?

গি। রাণীর ধন চুরি যায়, দেখিয়া ডাকিয়া দেই।

হে। আর তোমার রাণী যে মুখভার করিয়া আমাকে জ্বালাতন করেন।

গি। সর্ব্বস্বধন চুরি যায়, দেখিয়া কে হাসিয়া হাসিয়া বেড়াইতে পারে।

হে। তোমার নিজের কি খোঁজ রাখ?

গি। আমার নিজের কি মহারাজ?

হে। দিগ্বিজয় যে আর একটা বিবাহের যোগাড় করিতেছে।

গি। সত্য নাকি মহারাজ?

হে। হাঁ।

গি। আমার বড় আনন্দ হইতেছে।

হে। কেন?

গি। আমি ভাবিতাম, গিরিজায়ার মত হতভাগিনী বুঝি বাঙ্গালা মুলুকে আর নাই,—অমন মুখ সকালে উঠিয়া বুঝি আর কাহারও দেখিতে হইবে না—হয়ও না। এখন বুঝিলাম, আমার জোড়া আছে।

হে। তুমি দিগ্বিজয়কে ভালবাস না?

গি। স্ত্রীলোক স্বামীকে সকলেই ভালবাসে।

হে। তবে যে বলিলে সুখী হইলাম।

গি। সুখী হইলাম—আমার গৌরবে।

হে। তোমার গৌরব কিসের?

গি। আমার বর সুন্দর বলিয়া। সুন্দর দেখিয়া কোন্ চোক্‌খাগীর চোক টাটাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এমন বিশ্বাস ছিল না যে, আমার ও রতনে আর কাহারও ঝোঁক পড়িবে।

হে। আর দুঃখ হইতেছে না ?

গি। কিসে ?

হে। সপত্নী হইবে। তোমায় ভুলিয়া যদি তাহাকেই সব ভালবাসাটুকু দেয়—তাহাকেই যদি ভাল বাসিয়া ফেলে।

গি। যে স্ত্রী আমার মত প্রত্যহ স্বামীকে শতমুখী-দ্বারা সংশোধন করিয়া রাখে, তাহার স্বামী আর পরের ঘরে উঁকি মারে না।

হে। তোমার মহারাণীকেও তাহাই করিতে উপদেশ দাও না কি ?

গি। সে কি কথা মহারাজ ! বড় ঘরে কি কেহ তাহা পারেন ? তাহা হইলে কি রাজা মহারাজারা দু'দশ গণ্ডা বিবাহ করিতে পারিতেন।

হে। তা বেশ্।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তবে আসি,—বিদায়ের প্রথম পালা।

শ্যামা আসিয়া তিলোত্তমার নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল, "সই ! আমরা চিরদিনের জন্য এ নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

কথা বলিতে বলিতে শ্যামার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিলোত্তমাও গদগদ কণ্ঠে কহিল, "কবে যাবে সই !"

শ্যা। হুকুম হইয়াছে—আজিই যাইব।

তি। স্ত্রীলোকের স্বামীভিন্ন স্বর্গও বৃথা। তুমি, স্বামীর সঙ্গে চলিলে—ভাই; সুখে থাক। তবে বড় দুঃখ, তোমায় আর কখনও দেখিতে পাইব না।

শ্যা। প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হইতেছে; আমার যাত্রা শুভ নহে।

তি। সে কি সই! পতির চরণতীর্থে বসতি করিবে—, তোমার আর সুখাসুখ কি?

শ্যা। তাহা সত্য,—কিন্তু কেন জানি না, মন যেন এত সুখেও—এত আনন্দের দিনেও অসুখী। প্রবল ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে নদী যেমন কেমন একরূপ স্থিরভাব অবলম্বন করিয়া থাকে—আমার প্রাণের দশাও যেন তদ্রূপ হইয়াছে।

তি। ও কিছুই নহে সখি!

শ্যা। যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই হইবে। কিন্তু মনের সাধ পূর্ণ হইল না।

তি। কি সাধ সখি?

শ্যা। মহারাজা হেমচন্দ্রের বামে তোমাকে দেখিয়া যাইতে পারিলাম না,—বড় ইচ্ছা ছিল, তোমাকে রাজার বামে দাঁড় করাইয়া গান গাহিতে গাহিতে ভুলিয়া নাচিয়া ফেলিব।

তি। সে দিন আসিবে না সখি!

শ্যা। সে দিনের আর অধিক দিন নাই।

তি। কিসে?

শ্যা। নির্জ্জন দরবার গৃহে তোমার সহিত রাজার কথোপকথন চাহনি—ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছি, হেমচন্দ্র তোমাতে মুগ্ধ হইয়াছেন, সত্বরেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। তবে বড় দুঃখ রহিল, আমি দেখিয়া যাইতে পারিলাম না।

তি। আমি পিয়ারীকে বলিয়া, তাঁহার স্বামীর দ্বারা তোমাদের থাকিবার জন্য যে বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, এ কয় দিন সেখানে তোমাদের কোন কষ্ট হয় নাই—?

শ্যা। তোমার গুণ কখনও ভুলিতে পারিব না।—এরূপ সুখে আমার জীবনে কখনও থাকি নাই।

তি। তুমি যে বাড়ীতে থাকিতে, যাঁহারা তোমাকে আশ্রয় দিয়া এতদিন রাখিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছ?

শ্যা। হাঁ—তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছি।

তি। রাজা বাহাদুরকে তোমার স্বামীকে কিঞ্চিৎ অর্থ দানজন্য অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিলাম,—দিয়াছেন কি?

শ্যা। তোমার অনুরোধ আর কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন। অনেক অর্থ আমাদিগকে দান করিয়াছেন।

তি। সখী পিয়ারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ?

শ্যা। হাঁ—তাঁহাকেও প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছি। তোমার মাতাঠাকুরাণীকে জন্মের মত প্রণাম করিয়াছি।

তি। তবে একটা গান শুনাইবে না?—জন্মের শোধই বোধ হয় এই শেষ দেখা!

শ্যা। গান ভুলিয়া গিয়াছি,—গান আর মনে নাই। মনের সে ভাব যেন পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

তি। বর্ষাসমাগমে বসন্তের ঔদাস্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

শ্যা। তবে যাই?

তি। যাবে—ভাই! মনে রাখিও। যদি কখনও কোন সুযোগে দেখা করিতে পার—চেষ্টা করিবে।

শ্যা। আমার মন যেন ডাকিয়া বলিতেছে,—আমি অধিক দিন বাঁচিব না। যদি বাঁচি দেখা হবে।

শ্যামা ধীর মন্থর গতিতে সে গৃহ হইতে বাহির হইল। একটু গিয়া আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,—দেখিল তিলোত্তমা তখনও তাহার দিকে চাহিয়া আছে—নয়নে নয়নে সংমিলিত হইল। শ্যামা অশ্রুআপ্লুত নয়নে গদগদ কণ্ঠে কহিল, "সই! ভুলিয়া যাও—অন্য কাজে মনঃসংযোগ কর। তবে আসি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রতিজ্ঞা,—না শঠতা?

পরিচ্ছদাদির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া, গলদেশে স্ফুটনোন্মুখী নব-কুসুম-কলিকার মালা পরিয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গিরিজায়া আসিয়া তিলোত্তমার কক্ষে দর্শন দান করিল।

গিরিজায়াকে তিলোত্তমা জানিত না। সে আসিলে তিলোত্তমা তাহাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গিরিজায়া বলিল, "আমার নাম গিরিজায়া—স্বামী আমার দিগ্বিজয়।"

তি। তিনি কি এই নগরীতেই বসবাস করেন।

গি। করেন,—তা তোমার কি?

তি। আমার কিছুই নহে—রাগ কর কেন ভাই?

গি। না বাপু, তোমার স্বভাব ভাল নহে। কীর্ত্তিমানও ধনশালী স্বামীর কথা তোমার সাক্ষাতে বলিতেও ভয় করে। আমার স্বামীত দিগ্বিজয়—তাহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই।

তাহার কথায় তিলোত্তমার অত্যন্ত রাগ হইল। কিন্তু তিলোত্তমা ক্রোধ সংবরণ করিতে জানিত। সে বলিল, "তুমি কি পাগল গো!"

গি। আমি পাগল না, তুমি পাগল?

তি। তুমি কি আবশ্যকে আমার নিকট আসিয়াছ, বলিলে বাধিত হইতাম।

গি। রাণী আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।

তি। যে জন্য পাঠাইয়াছেন,—তাহা বলিতে পার।

গি। তোমার উপর তিনি রাগ করিয়াছেন।

তি। কেন, আমি তাঁহার কি করিয়াছি?

গি। তুমি তাঁহার সর্ব্বস্বধন চুরি করিতেছ।

তি। রাজভাণ্ডার অক্ষয়—আমার মত দুঃখিনী সে ভাণ্ডার হইতে দুই এক বিন্দু রত্ন সংগ্রহ করিলে, তাঁহার কি আসিয়া যায়!

গি। যিনি অধিকারিণী,—তিনি জানিতে পারিয়া তোমাকে নিষেধ করিতেছেন।

তি। গরজ বড় বালাই—তাঁহারও গরজ, আমারও গরজ।

গি। তাঁহার সত্ত্ব।

তি। আমি নিঃসত্ত্ব নহি—প্রাণ দিয়া প্রাণ লইতেছি।

গি। সেটা ভাল নহে,—এক বস্তু লইয়া দুইজনে টানাটানি কর্ত্তব্য নহে।

তি। আমার উপায় ?

গি। রাণী বলিয়াছেন—ঐটি বাদ দিয়া আর যদি দশ পঁচিশটাও তোমার দরকার হয়,—তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন।

তি। এই একটির জন্যই কাঁদিয়া আকুল—আর দশ পঁচিশটা সংগ্রহ হইলে তিনি কি কাহাকেও দিতে পারিবেন—বিশেষতঃ আমরা গরীব মানুষ, অত রত্ন লইয়া কি আমরা বাঁচিতে পারি—তিনি মহারাণী দশ পঁচিশটা কেন শতটা লইয়া সামাল দিতে পারেন।

গি। ঝগড়া করিলে জিতিতে পারিবে না,—তিনি রাণী—তাঁহার হুকুমে তোমার মাথা যাইতে পারে।

তি। আমিও মহারাণী। আমার হুকুমে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইতে পারে।

গি। মানিয়া লইলাম—কিন্তু ঝগড়ায় ফল কি ?

তি। তবে কি করিবে ?

গি। রাণী বলিয়াছেন—সন্ধি কর।

তি। বেশ্—দিনে তাঁহার, রাত্রে আমার।

গি। তুমি বড় স্বার্থপর।

তি। সে কি কথা ! আমি নিঃস্বার্থ পরায়ণ দধিচী।

গি। আমার বিশ্বাস ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমাচ।

তি। সংস্কৃতের ঘটাত কম নহে।

গি। আমার যে টোল আছে।

তি। ছাত্র ক জন?

গি। এক জন—দিগ্বিজয়।

তি। মহারাজা কখনও কখনও পাঠ অভ্যাস করেন না?

গি। তাঁহার গুরুমহাশয় মৃণালিনী। আর তুমি বুঝি উপগুরু।

তি। তুমি উঠিয়া যাও।

গি। রাণী তোমাকে একটা কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছেন, বলিয়া যাই।

তি। কি বল।

গি। পূর্ব্বেইত বলিয়াছি—রাণীর মত, একটা সন্ধি কর।

তি। আমার মতও ত পূর্ব্বে বলিয়াছি।

গি। না—ওরূপে হইবে না।

তি। তবে তাঁহার অভিমতি জানাও।

গি। তিনি বলেন,—তুমি মুসলমানদের মত এদেশ ছাড়িয়া যাও।

তি। কোথায় যাইব?

গি। যে দেশের মানুষ।

তি। নিজের ইচ্ছায় সে দেশে গেলে যে, মহাপাতক হয়।

গি। পরের ধন অপহরণে কি পুণ্য হয়?

তি। পাপ পুণ্য বুঝি না—অপহরণ করি নাই, কেবল দেখি। রাজারা নয়নাভিরাম মণিমুক্তা সংগ্রহ করেন কেন? লোককে দেখাইতে। দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে।

গি। শুধু দেখিয়া লাভ কি?

তি। যাহার নিজের নাই—সে দেখিয়াই চক্ষু সার্থক করে।

গি। তবে প্রতিজ্ঞা কর—রাণীর সে ধন কখনও অপহরণ করিবে না।

তি। এত ভয় কেন ?

গি। তুমি বিশ্ববিজয়িনী।

তি। সে প্রতিজ্ঞা সম্ভবে না—ইহ লোকে না পারিলেও পরলোকে আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

গি। ভুলিবার সম্ভাবনা কি নাই ?

তি। তুমি কি মরদ্ ?

গি। কেন ?

তি। নারী কি ভুলিতে পারে ?

গি। কিন্তু পাত্রাপাত্র কি জ্ঞান থাকে না।

তি। নদী যখন কুল ভাঙ্গিয়া বাহির হয়—তখন কি তাহার সে জ্ঞান থাকে—পথঘাট ডুবাইয়া, বন জঙ্গল ভাসাইয়া সে সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হয়।

গি। তবে তোমার মতলব কি ?

তি। রাণীকে বলিও, তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন, ইহ জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে কষ্ট দিব না।

গি। প্রতিজ্ঞা কর—রাজাকে বিবাহ করিবে না।

তি। রাণীকে ঘর সাবধান করিতে বলিও। কুকুর তাড়াইয়া কতক্ষণ পারিবেন—হাঁড়ি রাখিবার সুবন্দোবস্ত করিলেই পারিবেন।

গি। সে হাঁড়ি এখন কুকুর চায়।

তি। কুকুরের পরম সৌভাগ্য।

গি। তবে রাণীকে কাঁদাইবে ?

তি। ইহ জীবনে নিশ্চয়ই নহে,—আমি হেমচন্দ্রকে বিবাহ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম।

গি। আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

চাঁদের কিরণে।

শান্তশীল শ্যামাকে লইয়া রাজকীয় নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক সুন্দরবন পরিত্যাগ করিলেন। সাত দিনের দিন নৌকা বর্ত্তমান কালীঘাটের নিকট গঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

যখনকার কথা হইতেছে, তখন কালীঘাটের নাম গন্ধও ছিল না—সমস্তই বন। নিঃশব্দে সেই বনোপান্ত ভাগ দিয়া ভাগীরথী লহরমালা বুকে করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিতা হইতেন।

এই স্থানে আসিয়া রাজকীয় নৌকার সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে নামাইয়া দিবার কথা বলিল। কিন্তু শান্তশীল তাহাদিগকে প্রচুর অর্থদ্বারা বশীভূত ও অনুনয় বিনয় করিয়া বর্ত্তমান মুলাজোড়ের নিকট নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। কারণ এখানে লোকালয় নাই—নৌকাদিও কিছুই পাওয়া যায় না। সৈন্যগণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া নৌকা চালাইয়া দিল।

শান্তশীল কিন্তু সুখে যাইতে পারেন নাই। আজি দুই দিন হইতে শ্যামার বড় জ্বর হইয়াছে—সে নৌকার উপর অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে, কখনও কখনও দুই একটি ভুলও বকিতেছে। শান্তশীল যতদুর সাধ্য তাহার সেবা সুশ্রূষা করিতেছেন।

আরও দুই দিনের পর নৌকা মুলাজোড় পৌছিল। শান্তশীল সেখানকার একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গমন করিয়া তাঁহার স্ত্রীর অসুখ, নৌকায় যাইবার কোন উপায় নাই জানাইয়া একটু আশ্রয়ের প্রার্থী হইলেন—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাঞ্চন বা তন্মুল্য উপঢৌকনের ব্যবস্থাও করিলেন। ভদ্রলোকটি তাঁহার বহির্ব্বাটীর একটা প্রকোষ্ঠ শান্তশীলকে ছাড়িয়া দিলেন। শান্তশীল রুগ্না শ্যামাকে লইয়া তথায় আশ্রয় লইলেন,—রাজকীয় তরণী ফিরিয়া মাগধনগরীতে গমন করিল।

শান্তশীল মুলাযোড় আসিয়া একজন সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিলেন। সেখানে একজন অভিজ্ঞ বৈদ্য বসতি করিতেন,—শান্তশীল নিজে গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন, প্রচুর অর্থ দিলেন, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন। কবিরাজও হাত দেখিলেন, বচন আওড়াইলেন—গুটি কয়েক বড়ী দিয়া গেলেন।

সমস্তদিন ঔষধ সেবন করানতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শ্যামার একটু জ্ঞান হইল। শ্যামা শয্যায় শয়ন করিয়াছিল—অজ্ঞানাবস্থায় মাথার কাপড় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্ব্বল হস্তে কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া স্বামীকে নিকটে ডাকিয়া, তাঁহার হস্ত খানি নিজের মাথার উপর দিয়া বলিল, "তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও।"

শা। কেন, ভয় কি ?

শ্যা। দাও—তোমার পায়েরধূলা আমার সকল রোগের ঔষধি।

নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শান্তশীল পায়ের ধূলা লইয়া শ্যামার মস্তকে দিলেন। শ্যামার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "আমি বাঁচিব না।"

শা। ভয় কি, ভাল চিকিৎসক তোমার চিকিৎসা করিতেছেন, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে, একদিন মাত্র ঔষধ সেবন করিয়াই তোমার জ্ঞান হইয়াছে।

শ্যা। নিভিবার আগে, প্রদীপ একবার জ্বলিয়া উঠে।

শা। বালাই, তাহা কেন ?

শ্যা। আমি বেশ বুঝিতেছি, বাঁচিব না। আমার একটা শেষ ভিক্ষা।

শা। ভয় কি ?

শ্যা। তুমি কখনও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিও না। কখনও হিন্দুর অনিষ্ট করিও না, কখনও মাতৃদ্বেষী হইও না।

শা। তুমি আরোগ্য হইবে বৈ কি।

শ্যা। আরোগ্য হই ভাল,—যদি না হই, আমার কথা পায়ে ঠেলিও না।

শা। তোমার কথা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিব—প্রতিজ্ঞা করিলাম।

শ্যা। যদি তোমার ক্ষমতায় কুলায়, হেমচন্দ্রের উপকার করিও।

শা। তোমার সই থাকিতে হেমচন্দ্রের অপকার করা সহজ নহে।

শ্যা। সইত মেয়ে মানুষ—মেয়ে মানুষের বুদ্ধিতে আর কত হয়।

সহসা শ্যামার হিক্কা হইতে আরম্ভ হইল। চক্ষুলাল হইয়া উঠিল। বড় কষ্ট হইতে লাগিল। শান্তশীল তাড়াতাড়ি কবিরাজ বাড়ী গমন করিলেন, এবং অচিরে কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন।

কবিরাজ রোগিণীর অবস্থা উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক, মুখভাব অপ্রসন্ন করিয়া হস্ত টীপিয়া দেখিলেন,—আরও অধিকতর অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, “আর সময় নাই—তীরস্থ করুন।”

শান্তশীল বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। সে কি! শ্যামা—হারানিধি শ্যামা—প্রেমময়ী শ্যামা—সামান্য জ্বরে—কথা কহিতে কহিতে মরিয়া যাইবে!

কবিরাজ বলিলেন, “নানাবিধ হতাশাদি জন্য পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁর চিত্তবিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল—হৃদ্‌রোগ জন্মিয়া গিয়াছিল। সহসা জানি না কি কারণে সেই হৃদয়ের অত্যন্ত উত্তেজনা হওয়ায় এই জ্বরের কারণ হয়—সুতরাং সামান্য জ্বরেই মৃত্যুর হেতুভূত হইয়া পড়িয়াছে।”

অর্থ দ্বারা লোক আনাইয়া শান্তশীল শ্যামাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। সেখানে হরিনাম শুনিতে শুনিতে স্বামীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শ্যামা তনুত্যাগ করিল।—সে দিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—ভাগীরথীবক্ষে তাহার তরল হৈম কিরণ—বুঝি সেই হেম ধারার উপর দিয়াই শ্যামা স্বর্গ গমন করিল।

শান্তশীল কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় ফিরিয়া গেলেন, এবং সে রাত্রি অতি কষ্টে সেখানে অতিবাহিত করিয়া, পর দিন দীল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে হারাধন কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন—তাহা গঙ্গাজলে ভাসাইয়া উদাসহৃদয়ে শান্তশীল গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কুণ্ড সজ্জা—বাঘের মিলন।

মাগধনগরীর সমর সচীব গুপ্তচরের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, দীল্লী হইতে বহু সহস্র সৈন্য ও অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া মুসলমান সেনাপতি মাগধ নগরী আক্রমণার্থ আগমন করিতেছেন।

রজনীর প্রথমযামে মন্ত্রণাগৃহে রাজা হেমচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন,পার্শ্বে সচীবগণ, সম্মুখে সেনাপতি। কথা যুদ্ধ সংক্রান্তই হইতেছিল।

হেমচন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ‘দীল্লী হইতে যখন সমরসজ্জা করিয়া মুসলমান সেনাপতি আগমন করিতেছেন, তখন ব্যাপার বড় সহজ নহে।”

মন্ত্রী। আমারও তাহাই বিশ্বাস।

হে। এই যুদ্ধই আমাদের মুসলমানের সহিত শেষ যুদ্ধ। যদি এইবার মুসলমানের পরাজয় হয়, তবে সম্ভবতঃ আর এ দেশে মুসলমান আগমন করিবে না,—আর যদি আমরা পরাভূত হই—মাগধনগরী বঙ্গোপসাগরের অতলজলে ডুবিয়া যাইবে।

মন্ত্রী। আমি ভাবিতেছি, পূর্ব্ব হইতে কালিকোটের গঙ্গাতীরে সেনানিবাস সংস্থাপন করি। তাহাদের সহিত সেই স্থলেই যুদ্ধ হউক।

হে। সে কথা মন্দ নহে। প্রথমেই নগরাক্রমণের সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে পুরী রক্ষার্থ সুচতুর সেনাপতি ও প্রভূত অস্ত্র শস্ত্র এখানে থাকুক।

ম। আর কাল বিলম্ব না করিয়া আগামী কল্য প্রত্যুষেই সৈন্যাদি লইয়া কালিকোটে যাত্রা করা হউক।

হে। তাহাই হইবে।

ম। কত সৈন্য এখানে থাকিবে—আর কত সৈন্য বা কালিকোটে যাইবে ?

হে। অনুমান মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কত ?

ম। গুপ্তচরের মুখে শুনিয়াছি— লক্ষ সৈন্যের কম নহে।

হে। তবে কালিকোটে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য গমন করুক।

ম। অবশিষ্ট এখানে থাকিবে ?

হে। হাঁ।

ম। আপনি কি পুরীরক্ষার্থ রাজধানীতে অবস্থান করিবেন ?

হে। না,—আমি কালিকোটে যাইব। প্রথম উদ্যমে তাহাদিগকে বাধা দিতে না পারিলে, জয়াশা নাই।

তাহাই স্থির হইল—পরদিন প্রভাতে যখন নবোদিত বালর্ক কিরণে পৃথিবী হাসিমুখে জাগিয়া উঠিল, তখন পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য সঙ্গে করিয়া রাজা হেমচন্দ্র কালিকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় ইষ্টদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া, মৃণালিনীর নিকট বিদায় লইয়া হেমচন্দ্র গমন করিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে আর একখানি মুখ তাঁহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইল—সে মুখ তিলোত্তমার। তিলোত্তমা বড় বুদ্ধিমতী যুদ্ধে তাঁহাকে কে মনের মত সাহায্য করে।

হেমচন্দ্রের কি তাহাকে যুদ্ধে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল—যদি সে ইচ্ছা করিয়া যাইত, হেমচন্দ্রের লইয়া যাইতে আপত্য

কি ছিল! যুদ্ধ স্থলে সে যেমন করিয়া সাহায্য করিতে পারে, অনেক বীর পুরুষেও তাহা পারে না। কিন্তু হেমচন্দ্রত তাহাকে সংবাদ দিয়া সঙ্গে লইতে পারেন না। হেমচন্দ্রের সে কে?

চারি দিনের দিন বৈকালে হেমচন্দ্রের অনিকিনী কালিকোটে পৌঁছিল। তাঁহারা সেখানে পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলেন,—মুসলমান সৈন্ত বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতি ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহারা সেনানিবাস—দুর্গ প্রাকার প্রভৃতি প্রস্তত করিতে লাগিলেন।

ইহার পর সাত দিনের দিন সকালে তাঁহারা মুসলমান সৈন্ত সমাগত হইতে দেখিলেন।

দেখিতে দেখিতে মুসলমান সৈন্ত সকল অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর অপেক্ষা করা বৃথা—হিন্দুর কামান ভীষণভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সহসা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমে মুসলমানেরা একটু ভীত ত্রস্ত হইয়াছিল। শেষে তাহারাও সৈন্ত সংস্থান পূর্ব্বক কামান সকল পাতিয়া লইল। উভয় দলে হইতেই কামানের অনল বর্ষিত হইতে লাগিল।

এক দিনের ভীষণ যুদ্ধেই উভয় দলের বহু সহস্র সৈন্ত ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু সে দিন অত্যন্ত বৃষ্টি পতিত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল।

রাত্রি শেষে জনৈক সৈনিক প্রহরী আসিয়া হেমচন্দ্রকে নিবেদন করিল, “মহারাজ! একজন স্ত্রীলোক সৈনিক বেশে একটি অশ্বিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি মহারাজের অনুমতি পাইলে, সাক্ষাৎ করেন।”

হে। মায়াবী মুসলমানের ছলকৌশল অদ্ভুত। যদি তাহাদেরই মায়া হয়। স্ত্রীলোকটি দেখিতে কেমন?

প্র। হিন্দু বলিয়া বোধ হয়—দেবী বলিয়া—ঠাকুরাণী বলিয়া বোধ হয়।

হে। সাজ সজ্জা কি প্রকার?

প্র। যদি আমার সঙ্গে আসিয়া দূর হইতে দেখেন—দেখিতে পাইবেন, সে রূপ বুঝি আর কখনও দেখেন নাই।

হেমচন্দ্র প্রহরীর সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে নির্ম্মল শারদীয় জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন—এক তেজস্বিনী অশ্বিনী পৃষ্ঠে অপরূপ রূপবতী কামিনী—বামপার্শ্বে অঙ্গনাজন বিরুদ্ধ কিরীটাস্ত্র লম্বিত থাকাতে তাহাকে বিষধর বিজড়িত চন্দনলতার স্যায় ভীষণ রমণীয় দেখিতে হইয়াছে। সে শরৎলক্ষ্মীর স্যায় কলহংসশুভ্রবসনা, এবং বিন্ধ্যবনভূমির স্যায় বেত্রলতাবতী;—সে যেন মূর্ত্তিমতী রাজপ্রতিভা, যেন বিগ্রহিনী রাজ্যাধিদেবতা। বল্গাকর্ষণ জন্য তেজাস্বিনী অশ্বিনীর গতিরোধ হওয়াতে সে নাচিতেছে, দুলিতেছে—গ্রীবা বাঁকাইতেছে। আর বীররমণীর দর্পিত পদযুগল দুলিতেছে।

দূর হইতে দেখিয়াই হেমচন্দ্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে তাঁহার যুদ্ধের মহাশক্তি তিলোত্তমা।

"পোড়ার মুখী এসেছ।"

এই কথা বলিয়া হেমচন্দ্র আরও অগ্রসর হইলেন। ছুটিয়া গিয়া তিলোত্তমার অশ্বের বল্গা চাপিয়া ধরিলেন। তিলোত্তমা অশ্বিনী হইতে লাফাইয়া ভূমিতলে পড়িল—উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি আমার ঘোড়া ধর!—যদি ধরিয়াছ, তবে ফিরাও।"

এবার বাড়ী গিয়া রাণীকে বলিয়া দিষ, রাজা আমার ঘোড়ার——

গতিক দেখিয়া প্রহরী দূরে সরিয়া গেল। হেমচন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন। কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, "তিলোত্তমা, তোমায় কাটিয়া ফেলিব।"

তি। তা কাটিবে বৈ কি। তুমি মহাবীর—মুসলমানেরত কিছু করিতে পারিবে না। আমাকে কাটিয়া তোমার অস্ত্রের শোণিত পিপাসা নির্ব্বাণ কর।

ঝনাৎ করিয়া কোষ মধ্যে অসি সংস্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র বলিলেন, "এখানে মরিতে এলে কেন?"

তি। সে আমার ইচ্ছা।

হে। আমার সৈন্য—আমার ব্যূহ।

তি। হউক—স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের জন্য সকলেরই এ যুদ্ধে স্বাধীনতা আছে।

হে। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম যুদ্ধ নহে।

তি। শুম্ভ নিশুম্ভ বধ পুরুষে করিয়াছিল—শতশির রাবণ বধ পুরুষে করিয়াছিল, রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড মধু কৈটভ পুরুষে মারিয়াছিল, না?

হে। সে মহাশক্তি।

তি। নারী মাত্রেই শক্তি।

হে। সে শক্তি স্থধু রসনা সঞ্চালনে।

তি। কা'ল মুসলমান যুদ্ধে দেখিবে অস্ত্রসঞ্চালনেও কত শক্তি।

হে। তুমি এত পরে আসিলে কেন?

তি। তুমি আসিবার সময়ে কি আমাকে ডাকিয়াছিলে ?

হে। ইচ্ছা হইয়াছিল—কিন্তু ডাকিতে সাহস হয় নাই।

তি। আমাকে কিছু সৈন্যের সেনাপতি করিবে ?

হে। ইহা ভীষণ যুদ্ধস্থল—বিলাসভবন নহে।

তি। এক সহস্র সৈন্যের সেনাপতি আমাকে কর—যদি তোমার ঊনপঞ্চাশ হাজার সৈন্য হারিয়া যায়, এক হাজারেই বা এমন অধিক কি করিতে পারিবে ?

হে। ভাল, তাহা পাইবে। এখন থাকিবে কোথায় ?

তি। কুঞ্জ সজ্জা করিয়া দুইজনে তথায় কুঞ্জ বিহার করিব। ঐ দেখ, পূর্ব্ব গগনে উষার আলো দেখা যাইতেছে—কাল, মুসলমান সমরে ঝাঁপ দিতে হইবে।

হেমচন্দ্রের শিরায় শিরায় বীর রক্ত নাচিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই আকাশের তারা ম্লান হইয়া উঠিয়াছে—সত্যই পূর্ব্বগগনে ঊষাসতী জাগিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

হেমচন্দ্র সৈন্যব্যূহে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকিয়া রণসজ্জার আদেশ দিলেন, এবং সমস্ত যুক্তি পরামর্শ স্থির করিয়া লইলেন।

রণদামামা বাজিয়া উঠিল। উভয় দলের কামান সকল ভীষণ ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বীরগণ রণমদে মত্ত হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়াশায় যুদ্ধ করিতে লাগিল।

যুদ্ধের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—কেবলই ভীষণ রণ প্রবাহ। অসংখ্য হিন্দু মরিতেছে, অসংখ্য মুসলমান মরিতেছে।

ক্রমে উভয় দল অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। তখন

তরবারি, শূল, পাটুশ, তীর ও ধনুযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীর সহিত, তীরবান তীরবানের সহিত, শূলী শূলীর সহিত, পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল—উভয় দলই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। বিজয় লক্ষ্মী যে কোন দলকে আশ্রয় করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই—কখনও মুসলমানগণ জয়ী হইল বলিয়া বোধ হইতেছে,—আবার দেখিতে দেখিতে হিন্দুগণ জয়ী হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলতঃ জয়পরাজয়ের স্থিরতা নাই—মৃত্যুসংখ্যারও অবধি নাই।

সন্ধ্যার সময় উভয় দলের সম্মতি ক্রমে যুদ্ধের বিরাম হইল। উভয় দলই স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিল, উভয় দলই অর্দ্ধ সংখ্যক সৈন্য লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ যমের মুখে ডালি দিয়া আসিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রণচণ্ডী।

কালিকোটের ভাগীরথীতীরে ক্রমান্বয়ে সপ্তাহকাল হিন্দু মুসলমানে ভীষণ যুদ্ধ হইল। উভয় দলই হৃতসৈন্য ও হৃতবল হইয়া পড়িল। হিন্দু সৈন্য দশ সহস্রের উপরে নাই,—মুসলমান সৈন্য বড় অধিক থাকিলে পঞ্চদশ সহস্রের উপরে নাই—বঙ্গে এমন ঘোর যুদ্ধ বুঝি আর হয় নাই।

মাগধনগরী হইতে হিন্দুদিগের আহারীয় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু মুসলমানদিগের আহারীয় আর কোথা হইতে আসিবে? ক্রমে তাহাদিগের আহারীয়ের অভাব হইয়া উঠিল।

মুসলমান সেনাপতি যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে সৈন্যগণকে ডাকিয়া কহিলেন—"আর কিছু দিন যুদ্ধ চলিলে, আমাদিগকে না খাইয়া মরিতে হইবে। অতএব আজি প্রাণপণে একবার সকলে লড়িয়া দেখিবে—মরণ যখন নিশ্চয় তখন মারিয়া মরাই মঙ্গল।"

সৈন্যগণ সেকথা বুঝিল,—তাহারা আজি প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে নামিল। হিন্দুগণও যুদ্ধারম্ভ করিল। ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া এতদিন যুদ্ধের যে ভীষণতা সম্পাদিত হয় নাই—আজি উভয় দলের মধ্যে সেই ভীষণতা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আজি যেন হিন্দুগণ হইতে মুসলমানের তেজ সহস্রগুণ অধিক। আজি মুসলমানের কামান যেন সহস্রগুণ বলধারণ করিয়াছে,—মুসলমানের তরবারির ধার যেন সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে,—মুসলমানের তীরে যেন সহস্রগুণ বল সঞ্চিত হইয়াছে—মুসলমানের সৈন্যের রক্ত পিপাসা যেন আজি সহস্রগুণ অধিক হইয়াছে।

ক্রমে দিনমণি মধ্যগগনাবলম্বী হইলেন—আকাশের উপরে বসিয়া তিনি ভীষণ তেজে করবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা দ্বিপ্রহর হইল।

যুদ্ধের বিরাম নাই—কিন্তু আজি মুসলমানের ভীষণ তেজে হিন্দু সৈন্য ত্রস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে—আর তাহারা সে বেগ সহ্য করিতে পারিতেছে না। বুঝি হিন্দু সৈন্য পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। বুঝি হিন্দুর আশা ভরসা বিনষ্ট হইয়া যায়। হিন্দুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল,—কেহ কেহ পলায়নও করিল।

শূলী শূল লইয়া পলায়নপর হইল,—গোলন্দাজ কামান ছাড়িয়া দিতে লাগিল—তীরন্দার তীর হাতে করিয়া মরিতে লাগিল। আর পারে না,—সকল উদ্যম, সকল আশা ভরসা বুঝি নির্ম্মূল হয়।

অমিতবল দুর্দ্ধর্ষ অসংখ্য শত্রুর সহিত উপর্য্যুপরি সংগ্রাম করিয়া পরাভূত, ছিন্ন ভিন্ন সেনা লইয়া হেমচন্দ্র বড় বিব্রত ও হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ও হেমচন্দ্র শত সহস্র চেষ্টাতেও সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সহসা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—ছিন্ন ভিন্ন ও পলায়নপর সমস্ত সৈন্য একত্রীভূত হইয়া "জয় চণ্ডীমায়ীকি জয়" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নববলে রণাঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। কোন্ বলে বলীয়ান হইয়া হিন্দুসৈন্য পুনরায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে, তাঁহারা তাহা দেখিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন,—এক তেজস্বিনী অশ্বিনী পৃষ্ঠে যুগল চরণ স্থাপন করিয়া এক দিব্যাঙ্গণা রণরঙ্গিণী রূপে নৃত্য করিতেছে। তাহার আগুল্ফ বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি এলাইয়া পড়িয়া বাতাসে দুলিতেছে—দর্পিত বাহুরান্দোলনে চম্পক কলিকাঙ্গুলীধৃত বসনাঞ্চল উড়াইয়া তিনি বলিতেছেন—"জন্মিলেই মরণ আছে। বিছানায় পড়িয়া রোগে মরিবে, বীর হইয়া সন্মুখ সমরে না হয়—শত্রু মারিয়া মরিবে। কিন্তু—"মরিবে না—রণচণ্ডী তোমাদের সহায়! মার, মার, শত্রু মার। দেশের দাসত্ব বিদূরিত কর।"

হিন্দুসৈন্য নবোৎসাহে, নববলে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। পুনরায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এবার একেবারে যুদ্ধ নিয়ম বহির্ভূত যুদ্ধ—উভয় দলে কাটাকাটি মারামারি—দুইদল একত্রে সংঘর্ষণে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষের লক্ষ্য হইল—সেই রণচণ্ডীর উপর সে সুচতুর রণ পণ্ডিত বৃদ্ধ মুসলমান স্থির করিল,—এই মহাশক্তির উত্তেজনাতেই হিন্দুর বিক্রম বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সৈন্যাধ্যক্ষ নিজে বন্দুকে লক্ষ্য করিল—যুবতী কৌশলে সে লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিল। পুনর্লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল—এবার ভীষণ গুলি যুবতীর দক্ষিণ বাহুতে তীব্রতেজে প্রবিষ্ট হইল। যুবতী অশ্ব ফিরাই.া ব.হির হইয়া পড়িল।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়াছিল,—সেদিনকার মত যুদ্ধও স্থগিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দীপ নির্ব্বাণ—স্মৃতি মন্দির।

হেমচন্দ্র দেখিতে পান নাই যে, তিলোত্তমা ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে,—রণোন্মত্ততায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন, তবে একবার যেন চকিতদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন—তিলোত্তমা অশ্ব ফিরাইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে।

এখন অবসর পাইয়া হেমচন্দ্র তিলোত্তমার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার সন্ধান বলিতে পারিল না।

তখন হেমচন্দ্র বিশেষরূপে তাহার সন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

সন্ধানে সন্ধানে একজন দূত আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল—তিনি তাঁহার কুটীরে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি সংকটাপন্ন। তাঁহার দাসী শিয়রদেশে বসিয়া কাঁদিতেছে—একবার মহারাজকে সেখানে

যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি বন্দুকের গুলিতে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। রণ-শ্রান্তি ভুলিয়া গেলেন—তদ্দণ্ডেই তিলোত্তমার কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

ক্ষুদ্রবস্ত্রাবাস—তন্মধ্যে টীপ্ টীপ্ করিয়া দীপ জ্বলিতেছিল। একটা শ্বেতবস্ত্রের শয্যোপরি ছিন্নমূল বাসন্তী লতিকার ন্যায় তিলোত্তমা তাহার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বাহুর ক্ষত-মুখ হইতে তীরধারে রক্ত নির্গত হইতেছে।

হেমচন্দ্র সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত। হেমচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে তিলোত্তমার শয্যোপরি—তাহার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত—চিত্ত ব্যাকুলিত। হেমচন্দ্র অতি করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "তিলোত্তমা!"

তি। কে হেমচন্দ্র আসিয়াছ?

হে। হাঁ, আসিয়াছি,—তুমি নাকি বড় আঘাত পাইয়াছ?

তি।—আমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে, আমি তোমাকে দেখিতে দেখিতে মরিতে পারিব।

হেমচন্দ্র দাসীকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র আমার নাম করিয়া প্রধান ক্ষত চিকিৎসককে ডাকিয়া আন।"

তি। কাহাকেও ডাকিতে হইবে না—দাসী চলিয়া যাউক, নিভৃতে—নির্জ্জনে, তোমার পায়ে মাথা রাখিয়া আমি মরি।

দাসী দাঁড়াইয়া ছিল। হেমচন্দ্র তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "তুই যা না।"

সে দ্রুতপদে চিকিৎসক আনিতে চলিয়া গেল।

তিলোত্তমা বলিল, "অত্যন্ত রক্ত পড়িয়াছে—বড় দুর্ব্বল হইয়াছি, আমি বাঁচিব না। তুমি বৃথা চেষ্টা কেন করিতেছ? কেন লোক ডাকিয়া আমার সুখ নষ্ট কর!"

হে। তোমার সুখ কি?

তি। যতক্ষণ দর্শন শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ তোমাকে দেখিয়া লই, যতক্ষণ শ্রবণ শক্তি থাকিবে ততক্ষণ তোমার কথা শ্রবণ করিয়া লই, যতক্ষণ স্পর্শশক্তি থাকিবে, ততক্ষণ তোমার চরণস্পর্শ করিয়া লই। তোমার আহার হইয়াছে?

হে। না।

তি। দাসী আসিলে দাসীকে দিয়া তোমার ভৃত্যকে এই স্থলে তোমার আহারীয় আনিতে বল। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর যাইও না।

এই সময় দাসী চিকিৎসক লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্র চিকিৎসককে বলিলেন, ইহাঁর হস্তে ভীষণরূপে গুলির আঘাত লাগিয়াছে, অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়াছে—আপনি শীঘ্র প্রতিকার করুন। আপনাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব।"

চি। ধর্ম্মাবতার! আমার কর্ত্তব্যই ইহা—রাজ সরকারে আমি এই জন্যই বেতন গ্রহণ করিয়া থাকি; অধীন যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন,—মহারাজের আদেশ প্রতিপালন করিব।

অতঃপর চিকিৎসক উত্তমরূপে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন, "বাহুর প্রধান শিরাটী ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।"

হেমচন্দ্রের মুখখানা অত্যন্ত ম্লান হইল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রক্ত কি বন্ধ হইবে না?"

চি। কৃচ্ছ্র সাধ্য। তবে ভাল ঔষধ দিতেছি। চিকিৎসক

ঔষধের প্রলেপ প্রদান করিলেন। কিন্তু প্রলেপ ভাসাইয়া লইয়া রক্তপ্রবাহ যেমন ছুটিতেছিল তেমনই ছুটিতে, লাগিল। হেমচন্দ্রের মুখ আরও ম্লান হইল।

চিকিৎসক অধিক পরিমাণে ঔষধ রাখিয়া বলিয়া গেলেন, "পুনঃ পুনঃ ইহা লাগাইতে থাকুন—ক্রমে ক্রমে ঔষধের কিছু কিছু প্রবেশ করিয়া রক্তের তেজ কমিয়া আসিবে, তখন প্রলেপ দাঁড়াইবে।"

চিকিৎসক অপ্রসন্নমুখে বিদায় লইলেন। হেমচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে ক্ষতোপরি ঔষধের প্রলেপ দিতে লাগিলেন,—কিন্তু বৃথা। রক্ত ধারায় তাহা ভাসাইয়া দিতে লাগিল। রক্তধারা ক্রমশ হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিলোত্তমার সেই গোপালকলিকার মত মুখের বর্ণ সাদা হইয়া উঠিতে লাগিল। হেমচন্দ্রের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল,—হেমচন্দ্র তিলোত্তমার ক্ষত পার্শ্বে হাত বুলাইতে-ছিলেন—তাঁহার অজ্ঞাতসারে তপ্ত চক্ষুর জল তিলোত্তমার বক্ষস্থলে পতিত হইল। তিলোত্তমা হাসিল—এ হাসি সে হাসি নহে, যে হাসিতে মদিরা আছে, আনন্দ আছে, উন্মত্ততা আছে—এ হাসি সে হাসি নহে, এ হাসিতে কামনা নাই—এ হাসিতে আশা নাই,—ভরসা নাই—কিছুই নাই, আছে কেবল অলস-স্বপণ, আর আছে কেবল ঔদাস্যত। তিলোত্তমা ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "হেমচন্দ্র! তুমি কাঁদিতেছ?"

হেমচন্দ্রের রুদ্ধ উৎস প্রবাহ উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "কাঁদিতেছি তিলোত্তমা! তুমি আমার জন্য কত কাঁদিয়াছ,—কিন্তু রাক্ষসী, আজি আমাকে কাঁদাইয়া তুমি কোথায় চলিলে?"

তিলোত্তমারও দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দমে দমে নিশ্বাসে নিশ্বাসে সে বলিল, "প্রাণেশ্বর ;—চলিলাম, ইচ্ছা করিয়াই চলিলাম। যদি সেরূপ সাবধান হইতাম—তবে মুসলমানের গুলি আমাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। রাণীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করিব না—কিন্তু আরত পারিনা প্রভু!—তাই চলিলাম। মনে কি রাখিবে হেমচন্দ্র?"

হে। তুমি আমার পত্নী হও বা না হও—কিন্তু আমার প্রাণাধিকা সহচরী। আজি আমাকে বড় কাঁদাইলে।

এই সময় তিলোত্তমার নাক মুখ দিয়া এতখানি রক্ত নির্গত হইল। হেমচন্দ্র দুই হস্তে করিয়া সেই রক্ত ধরিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন, এবং তদ্দণ্ডেই সিক্তবস্ত্রে মুছিয়া ডাকিলেন, "তিলোত্তমা!"

তি। নাথ!

হে। কেন, তিলোত্তমা!

তি। একবার আমার মাথার কাছে এস।

হে। এই আসিয়াছি।

তি। তোমার উরুদেশে আমার মাথা রাখ।

উরুদেশে তিলোত্তমার মাথা রাখিয়া অতি করুণকণ্ঠে ও বাষ্পরুদ্ধস্বরে হেমচন্দ্র ডাকিলেন, "তিলোত্তমা!"

তি। প্রাণেশ্বর!

হে। কেন, তিলোত্তমা!

তিলোত্তমা আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। হেমচন্দ্র ব্যাকুল কণ্ঠে দুই তিনবার ডাকিলেন। তিলোত্তমা অতি মৃদুস্বরে উত্তর

দিল, "কেন ডাকিতেছ, নাথ! বিদায় দাও। আমার কাণের কাছে একবার হরি হরি বল। তোমার পা দুখানি আমার মাথার উপর দাও।"

আবার তিলোত্তমার মুখ দিয়া রক্ত উঠিল। হেমচন্দ্র অতিযত্নে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন,—কিন্তু তিলোত্তমা আর কথা কহিল না। সে বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বকিতে লাগিল,—অবশ্য তাহা প্রলাপ বাক্য। হেমচন্দ্র স্থিরকর্ণে তাহা শুনিতে লাগিলেন, সে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য মাত্র।—সে প্রলাপ বকিতেছিল—"ও কোন্ দেশ—কেন ওখানে যাইব? উঃ! অত অন্ধকার!—মণ্ডলে মণ্ডলে কেবলই অন্ধকার—উর্দ্ধে অধঃ চারিদিকে কেবলই অন্ধকার! বাঃ, এমন আলো দেখি নাই—কিসের গন্ধ—এমন গন্ধ কোথায় পাইলে—কে তুমি? তোমার রূপ কি দিয়ে গড়া—তুমি কি বিধবা? তোমার হাতে গহনা নাই কেন?—কাহার সিংহাসন? সিংহাসনে ও কি ফুলের বিছানা? আমি যাইব না—হেমচন্দ্র—হেমচন্দ্র—আমার প্রাণাধিক—তাহাকে ছাড়িয়া আমি সিংহাসনে উঠিব না—দাঁড়াও হেমচন্দ্রকে ডাকিয়া লই। দুইজনে বসিয়া কত সুখে যাইব—সে কিছু দিন পরে আসিবে?—এত দিন আমি থাকিব কেমন করিয়া?—তাহাকে দেখিব? ও দেশে বসিয়া সকলকেই নিরবচ্ছিন্ন দেখা যায়—তবে চল।"

তিলোত্তমার নাক মুখ দিয়া এবার উপর্য্যুপরি তিনবার রক্ত নির্গত হইল।—তাহার উজ্জ্বল আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নেন্দিবর যুগলের নীলতারা স্থির প্রাপ্ত হইল। আর চক্ষুর পলক

নাই—আর নাসিকায় নিশ্বাস নাই—আর দেহের স্পন্দন নাই।

বাষ্পাকুলিত নেত্রে হেমচন্দ্র দেখিলেন,—কুসুম সম্ভার শুকাইয়া গিয়াছে—তিলোত্তমার পূতপ্রেমময় আত্মা তাহার অপরূপ সুন্দর দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রেমের নিকেতন বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু তবু রূপ ধরে না। সে মুখের—সে দেহের—সে জ্যোতির যেন এখনও কোন প্রকার হ্রাস হয় নাই—তিলোত্তমা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার আকুল ক্রন্দনে বনের বৃক্ষবল্লরী গুলাও যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দাসীও চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র উরুদেশ হইতে তাহার মস্তক উপাধানে রাখিয়া দাসীকে বলিলেন, "দুই চারিজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আন্।"

দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে পুনরাগমন করিল। হেমচন্দ্রের আদেশে তাহারা ভাগীরথী-সৈকতে চিতাসজ্জা করিল—অমল ধবল জ্যোৎস্নাপুলকিত গঙ্গাতীরে স্বহস্তে হেমচন্দ্র তিলোত্তমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

রাত্রি শেষে প্রেমের প্রতিমা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিয়া হেমচন্দ্র সেনানিবাসে ফিরিয়া আসিলেন। একে দিবসের রণশ্রান্তি—তৎপরে রাত্রি জাগরণ—আর বুক হইতে একখানা বড় আলোকের অন্তর্ধান—হেমচন্দ্র বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

আর রাত্রি নাই—পূর্ব্বদিকে উষার আলোক দেখা যাইতেছে—হেমচন্দ্রের চক্ষু পুরিয়া জল আসিল;—হায়! তিলোত্তমা!

এই দূর দেশে তুমি এই উষার আলোকেই আমাকে প্রথম দেখা দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলে,—আজি তুমি কোথায়? এখনও যে মুসলমান সমরের শেষ হয় নাই।”

সৈন্যাধ্যক্ষ উঠিয়া সৈন্যসংস্থান পূর্ব্বক কামানের শব্দ করিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিশব্দ হইল না—আবার কামান গর্জ্জন হইল, তথাপিও কোন শব্দ নাই।

সেনাপতি আসিয়া হেমচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক যোড়হস্তে নিবেদন করিল, “বোধ হয়, মুসলসান নেসাপতি সৈন্যাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে।”

হেমচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “দূত পাঠাইয়া সন্ধান লউন।”

মনে মনে বলিলেন, “তিলোত্তমা! এখন তুমি কোথায়? রণজয় জনিত তোমার সে হাসি মুখ কি দেখিতে পাইব না!”

চারিজন অশ্বারোহী সুচতুর দূত মুসলমান সৈন্যের সন্ধানে বহির্গত হইল। হিন্দুসৈন্য কালিকোটে অবস্থান করিতে লাগিল। যাহারা মুসলমান সৈন্যের অনুসন্ধানে গিয়াছিল, পাঁচ দিন পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল—মুসলমান সৈন্য লইয়া সেনাপতি পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের খাদ্যাদির অভাব হওয়ায় বর্দ্ধমানের নিকট একখানি গ্রাম লুণ্ঠন করিতে গিয়া বর্দ্ধমানরাজের সৈন্য কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছে। কতক বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।

হেমচন্দ্র বলিলেন, “তবে আমরা মাগধনগরীতে ফিরিয়া যাই—বর্ত্তমানে আমাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে।”

তাথাপিও তাঁহারা তথায় আর একদিন অবস্থান করিলেন। হেমচন্দ্র প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়া শিল্পীগণ আনাইয়া যে স্থলে তিলোত্তমার মৃত্যু হইয়াছিল—তথায় একটি স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন, এবং তৎকার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারীকে তথায় রাখিয়া তাঁহারা মাগধনগরীতে প্রস্থান করিলেন।

কথিত আছে—স্মৃতিমন্দির প্রস্তুত হইলে, হেমচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। এবং তথায় আরও একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, সেথানে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বসাইয়া গ্রামটির নাম "রাধাবাজার" রাখিয়াছিলেন। কালে সে রাধাবাজার,—সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তিলোত্তমার নাম সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

হেমচন্দ্র মুসলমান জয় করিয়া সসৈন্যে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জয়োল্লাসে সমস্ত নগরী আনন্দোৎফুল্ল হইল,—কিন্তু হেমচন্দ্রের চিত্ত যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা। যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে।

একদিন রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া হেমচন্দ্র তাঁহার স্নেহের কন্যা তিলোত্তমার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিলেন। মেয়ে যুদ্ধে গিয়া মরিয়াছে—কথাটা যেন কাণে কেমন লাগিল,—তাঁহার

মুখ খানি যেন লজ্জাবনত হইল। হেমচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "মহাশয়! আপনি কি আপনার কন্যার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন?"

রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠী কোন কথা কহিলেন না।

হেমচন্দ্র গদগদ স্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আপনার কন্যা তিলোত্তমার মত বীররমণী—কর্ত্তব্য পরায়ণা রমণী—প্রেমময়ী রমণী যে বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সে বংশ ধন্য—যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে, সে দেশ পবিত্র। অমন গুণ, অমন কীর্ত্তি আর কোথায়?"

রত্নেশ্বর শ্রেষ্ঠীর আঁখিদ্বয় জলভারাকীর্ণ হইল।

* * * *

এই জয়োল্লাসে মাগধনগরীর প্রধান সেনাপতি গৌড়নগর আক্রমণ করিবার প্রস্তাব রাজসমীপে করিলেন,—তিনি জানাইলেন, গৌড়ভূমি মুসলমানের অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছে, আমরা তাহা জয় করিতে পারিব—অতএব আরও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গৌড়াক্রমণ করা হউক।

হেমচন্দ্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। তিনি আপাততঃ গৌড়াক্রমণ করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না।—বুঝি তাঁহার মনের শক্তি হারাইয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট তিলোত্তমার মৃত্যুসংবাদ ও কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ হৃদয়ে পিয়ারী বলিল, "সই! তুমি বেশ মরিয়াছ।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সে, ও আমি।—শেষের কথা।

"তোমার মনে কি বড় কষ্ট হইয়াছে ?"

অতি করুণস্বরে রাণী মৃণালিনী হেমচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া এই কথা বলিলেন।

হে। বস্তুতই কষ্ট হইয়াছে।

মৃণালিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কেন কষ্ট হইয়াছে, শুনিবে ?"

মৃ। না, শুনিব না।

হে। কেন ?

মৃ। শুনিলে আমার কষ্ট হয়।

হে। কি শুনিলে তোমার কষ্ট হয় ?

মৃ। তুমি তিলোত্তমাকে ভালবাস।

হে। সেত আর নাই।

মৃ। মরিলেই কি সম্বন্ধ ফুরায় ? চক্ষুর অন্তরাল হইলেই কি ভালবাসা যায় ?

হে। মৃণালিনী,—আমি তাহাকে সেরূপ ভালবাসিতাম না—তোমাকে যেরূপ ভালবাসি, তাহাকে সেরূপ ভালবাসিতাম না।

মৃ। আমা হইতেও অধিক ভালবাসিতে,—কেমন ?

হে। তোমাকে এক প্রকৃতিতে ভালবাসি—তাহাকে আর এক প্রকৃতিতে ভালবাসিতাম।

মৃ। বুঝিলাম না—ভালবাসার প্রকৃতি কয় প্রকার !

হে। ভগিনীর ভালবাসা,কন্যার ভালবাসা—ভ্রাতার ভালবাসা, পুত্রের ভালবাসা—পত্নীর ভালবাসা এ সকলের প্রকৃতি কি বিভিন্ন নহে?

মৃ। কিন্তু আমরা স্ত্রী জাতি—আমরা বুঝি এই সকল ভালবাসায় যত ভাব আছে, সকল গুলির উন্নতি ও সমষ্টি ভাব লইয়া স্বামীকে ভালবাসি।

হে। সে কিরূপ?

মৃ। আমি জানি না। তোমরা পত্নীকে কেমন ভালবাস? ভগিনীর মত ভালবাস না?—ভগিনীর মত স্নেহ কর না?

হে। হাঁ, তাহা করি।

মৃ। ভ্রাতার মত তাহার নিকট উপদেশ লও না—ভ্রাতৃ-স্নেহ তাহার উপর আইসে না? মাতার মত তাহার নিকট করুণ-স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত হইতে প্রাণের টান হয় না?—

হে। বস্তুতঃই আমি তাহাকে কখনও পত্নীভাবে ভালবাসি নাই—আমি তাহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছি—কি জানি কেন ভক্তিও করিয়াছি। তুমি রাগ করিও না।

মৃ। আরত এখন যুদ্ধ বিগ্রহ নাই?

হে। বোধ হয় না—তবে মুসলমানের প্রতিকুলতা করা যেমন আমার জীবনের ব্রত ছিল, এখনও তাহাই আছে।

মৃ। মুসলমানের উপদ্রব এখন কমিয়াছে কি?

হে। এ দেশে কমিয়াছে।

মৃ। কোথায় আছে?

হে। গৌড়ে।

মৃ। সেখানে যাবে নাকি ?

হে। না।

মৃ। কেন ?

হে। সে শক্তি নাই।

মৃ। তিলোত্তমার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া গিরিজায়া বড় কাঁদিয়াছিল।

হে। কেন ?

মৃ। গিরিজায়া বলিল, আমিই সে দিন তাহাকে মরিবার কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম।

হে। সে মুসলমানের গুলিতে মরিয়াছে।

মৃ। যদি স্ত্রীলোক হইতে, তবে ইহার অর্থ বুঝিতে।

হে। কিরূপ ?

মৃ। গিরিজায়া তাহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল, সে কখনও রাজাকে বিবাহ করিবে না। তাই সে মরিয়াছে।

হে। বেশ হইয়াছে। তুমি কোন দিন কাঁদিয়াছ ?

মৃ। সে দিন তাহার জন্য বড় কাঁদিয়াছিলাম—এখনও তাহার মুখখানি মনে পড়িলে বড় কান্না আইসে।

হে। কেন ?

মৃ। তাহার মুখখানি বড় সুন্দর।

হে। সুন্দর মুখত কত লোকের আছে।

মৃ। আরও একটু আছে।

হে। সে কি ?

মৃ। আমি বলিব না।

হে। বল।

মৃ। বলিতে আমার কষ্ট হয়।

হে। কি কষ্ট।

মৃ। তাহাও বলিব না।

হে। আমার শুনিতে সাধ হইতেছিল, কিন্তু বলিতে যদি তোমার কষ্ট বা আপত্তি হয়—তবে আর বলিও না।

"শুনিবে"—এই বলিয়া মৃণালভুজদ্বয়ে হেমচন্দ্রের গলাবেষ্টন করিয়া জলভারাকীর্ণ নয়নে স্বামীর মুখের নিকট মুখ লইয়া মৃণালিনী বলিল, "সে জয়শ্রী, সে চলিয়া গিয়াছে। তাহার মুখে তোমার মুখ মনে পড়িত, সে চলিয়া গিয়াছে। সে রণচণ্ডী। তাহার কালিমাখামূর্ত্তিতে তোমার বাহুর বল প্রতিফলিত হইয়াছিল,—সে চলিয়া গিয়াছে। সে প্রেমের বৈরাগ্য, তাহার প্রেমে তোমার প্রেমের গভীরতা ফুটিয়া উঠিত,—সে চলিয়া গিয়াছে।"

হে। তাহাতে তোমার কষ্ট হইয়াছে কি?

মৃ। হাঁ—সেই জন্যই হইয়াছে। এক্ষণে আইস—আমাদের বিধাতা আমাদিগকে যেমন গড়াইয়াছিলেন, আমরা দক্ষিণে, সাগরের কূলে তেমনই রাজ্য করি—মধ্যে মধ্যে তেমনই মুসলমানের প্রতিকূলতা সাধন করি। যে গিয়াছে—সেত আর আসিবে না।

হে। যে বন্দী সন্ন্যাসীকে তিলোত্তমা প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহার কি হইয়াছে, জান?

মৃ। না,—তাহার স্ত্রী নাকি এই স্থানে ছিল, তিলোত্তমা স্বামীস্ত্রীতে মিলন করাইয়া বিদায় দিয়াছিল,—তার পরে কি হইয়াছে জানি নাত।

হে। পথে যাইতে তাহার স্ত্রী শ্যামার মৃত্যু হইয়াছে।

মৃ। আহা, বড় দুঃখিত হইলাম। সে কোথায় গেল?

হে। শুনিতে পাইয়াছি, সে দিল্লীতে গিয়াছিল, সাহকুতুবুদ্দীনও তদীয় মন্ত্রীগণ—এখানকার যুদ্ধে পরাজয়ের মূল কারণ তাহাকেই ভাবিয়া, এবং সেই সন্ধান আদি দিয়াছে, ভাবিয়া তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—দিনান্তে একবার ধান্য মিশ্রিত চাউলের অন্ন খাইতে দেয়।

মৃ। যে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের দ্বেষী তাহার দণ্ড হইবে বৈ কি! মুসলমানের প্রসাদ লাভ করিতে গিয়া পিঞ্জরে পঁচিয়া মরিতে হইল।

সম্পূর্ণ।

স্ত্রীব্যাধি সকল, রজঃ, গর্ভসঞ্চার গর্ভ লক্ষণ, ঋতুবন্ধের কারণ, জীব-সৃষ্টি, গর্ভিনীর পীড়া, তাহার সুচিকিৎসা ইচ্ছানুসারে সন্তান উৎপাদন শিশুপালন ইত্যাদি এবং বারাঙ্গনা, বারাঙ্গনাগমনের পরিনাম ফল, উপদংশ, প্রমেহ, অকাল মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি।

তৃতীয় অংশ। চিকিৎসা তত্ত্ব—যাবতীয় রোগের কারণ এবং ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী ও টোটকা চিকিৎসা।

চতুর্থ অংশ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—বিজ্ঞান কি, ব্যবসা শিক্ষা, নানাবিধ বিলাতী দ্রব্যাদি ও তাহার ব্যবসা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার উপায়। গোলাপজল, সাবান, ল্যাভেণ্ডার, অডিকলোন, পমেটম, নানাবিধ বার্ণিস, কালী, সোনালী, গিল্‌টি, চুলের কলপ প্রস্তুত ইত্যাদি।

পঞ্চম অংশ। জ্যোতিষ তত্ত্ব—গ্রহশান্তি, স্বপ্নদর্শন ও তাহার ফল। তিথি গণনা, জন্ম নক্ষত্রানুসারে অদৃষ্ট ফলাফল গণনা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অংশ। পাগলের ফিলজফি—নানাবিধ শিক্ষার জিনিষ ইহাতে আছে।

সপ্তম অংশ। তীর্থ তত্ত্ব—কালীঘাট, তারকেশ্বর, কাশী; গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র, গঙ্গাসাগর, ঘোষপাড়া প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দুর তীর্থ এবং পেঁড়ো, মক্কা মদিনা প্রভৃতি মুসলমান তীর্থ ইত্যাদি যাবতীয় তীর্থ স্থানের বিবরণ, কর্ত্তব্য কার্য্য ও তাহার ব্যয়, যাইবার ভাড়া প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ ইহাতে বিশদভাবে লেখা আছে। এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে তীর্থে যাইয়া কোন বিষয় জানিয়া লইবার জন্য পাণ্ডার আবশ্যক হয় না।

অষ্টম অংশ। ব্রততত্ত্ব—ইহাতে ফলসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্রত তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য, তাহার ব্যয় এবং কোন কোন ব্রতের কি ফল প্রভৃতি সমস্ত বিষয় লেখা আছে।

নবম অংশ। পারত্রিক তত্ত্ব—একালে পাপ করিলে পরকালে কি শাস্তি হয়। সেই পাপের ভোগাভোগ সকল চিত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে।

দশম অংশ। শান্তিকুঞ্জ—ইহা একটী অপূর্ব্ব জিনিষ যিনি একবার দেখিবেন, তিনি আর জন্মে ভুলিবেন না।

এহেন আবশ্যকীয় গ্রন্থের মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৸৵০

নুতন গীতাগিনয় !   নূতন গীতাভিনয় !

নবদ্বীপ-নিবাসী

শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

বেদবতী

বা

সতীর পতিভক্তি

গীতাভিনয়।

মূল্য ডাকমাশুল ভিঃ পিঃ সহিত ১।০

উপহার—রাঙ্গা বৌ।

বিক্রেতা—এন, শীল।

৩৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।